চরক-সংহিতা।

শারীর-স্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

—*—

অথাতঃ কতিধাপুরুষীয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা কতিধাপুরুষীয় শারীর ব্যাখ্যা করিব।

কতিধা পুরুষো ধীমন্ ধাতুভেদেন ভিদ্যতে।
পুরুষঃ কারণং কস্মাৎ প্রভবঃ পুরুষস্য কঃ॥
কিমজ্ঞো জ্ঞঃ স নিত্যঃ কিং কিমনিত্যো নিদর্শিতঃ।
প্রকৃতিঃ কা বিকারাঃ কে কিং লিঙ্গং পুরুষস্য চ॥
নিষ্ক্রিয়ঞ্চ স্বতন্ত্রঞ্চ বশিনং সর্ব্বগং বিভুম্।
বদন্ত্যাত্মানমাত্মজ্ঞাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং সাক্ষিণং তথা॥
নিষ্ক্রিয়স্য ক্রিয়া তস্য ভগবন্ বিদ্যতে কথম্।
স্বতন্ত্রশ্চেদনিষ্টাসু কথং যোনিষু জায়তে॥
বশী যদ্যসুখৈঃ কস্মাদ্ভাবৈরাক্রম্যতে বলাৎ।
সর্ব্বাঃ সর্ব্বগতত্বাচ্চ বেদনাঃ কিং ন বেত্তি সঃ॥
ন পশ্যতি বিভুঃ কস্মাচ্ছৈলকুড্যান্তিরস্কৃতম্।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রমথবা কিং পূর্ব্বমিতি সংশয়ঃ॥
জ্ঞেয়ং ক্ষেত্রং বিনা পূর্ব্বং ক্ষেত্রজ্ঞো হি ন যুজ্যতে।
ক্ষেত্রঞ্চ যদি পূর্ব্বং স্যাৎ ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্যাদশাশ্বতঃ॥

সাক্ষিভূতশ্চ কস্যায়ং কর্ত্তা হ্যন্যো ন বিদ্যতে।
স্যাৎ কথং বা বিকারস্য বিশেষো বেদনাকৃতঃ॥

(অগ্নিবেশ আত্রেয় ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,) হে ধীমন্! পুরুষ ধাতুভেদে কত প্রকারে বিভক্ত হয়? পুরুষ কারণ কেন? পুরুষের উৎপাদক কে? পুরুষ অজ্ঞ কি প্রাজ্ঞ? তিনি নিত্য কি অনিত্য? প্রকৃতি কি? বিকার সমূহই বা কি? পুরুষের লক্ষণ কি? আত্মজ্ঞেরা আত্মাকে নিষ্ক্রিয়, স্বতন্ত্র, বশী, সর্ব্বগ, বিভু, ক্ষেত্রজ্ঞ ও সাক্ষী বলিয়া থাকেন; হে ভগবন্! তিনি নিষ্ক্রিয় হইলে, কিরূপে তাঁহার ক্রিয়া থাকিতে পারে? যদি তিনি স্বতন্ত্র (স্বাধীন), তবে অনিষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন কেন? যদি বশী (জিতেন্দ্রিয়), তবে তাঁহাকে অসুখকর বিষয়সমূহ বলপূর্ব্বক আক্রমণ করে কেন? সর্ব্বগত হইলে, সকলের সকল বেদনা তিনি জানিতে পারেন না কেন? বিভু (সর্ব্বব্যাপক) হইলে, শৈল-প্রাচীরাদি দ্বারা ব্যবহিত পদার্থ, তিনি দেখিতে পান না কেন? ক্ষেত্রজ্ঞ অগ্রে উৎপন্ন, কি ক্ষেত্র অগ্রে উৎপন্ন, ইহাই সন্দেহের বিষয়; জ্ঞেয় ক্ষেত্র পূর্ব্বে না হইলে, আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারে না। আবার ক্ষেত্রই যদি পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ অনিত্য হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ক্ষেত্রোৎপত্তির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞের অস্তিত্বের অভাব হয়। অন্য কর্ত্তা যখন নাই, তখন আত্মা কাহার সাক্ষীভূত? আর, বিকারের বেদনাকৃত বিশেষই বা কিরূপে হয়?

অথ চার্ত্তস্য ভগবংস্তিস্রণাং কাং চিকিৎসতি।
অতীতাং বেদনাং বৈদ্যো বর্ত্তমানাং ভবিষ্যতীম্॥
ভবিষ্যন্ত্যা অসংপ্রাপ্তিরতীতায়া অনাগমঃ!
সাম্প্রতিক্যা অপি স্থানং নাস্ত্যর্ত্তেঃ সংশয়ো হ্যতঃ॥
কারণং বেদনানাং কিং কিমধিষ্ঠানমুচ্যতে।
ক্ব চৈতা বেদনাঃ সর্ব্বা নিবৃত্তিং যান্ত্যশেষতঃ॥
সর্ব্ববিৎ সর্ব্বসন্ন্যাসী সর্ব্বসংযোগনিঃসৃতঃ।
একঃ প্রশান্তো ভূতাত্মা কৈর্লিঙ্গৈরুপলভ্যতে॥

অতীত বেদনা বর্ত্তমান বেদনা ও ভবিষ্যৎ বেদনা, এই ত্রিবিধ বেদনার মধ্যে, রোগীর কোন্ বেদনার বৈদ্য চিকিৎসা করেন? ভবিষ্যৎ বেদনার অনুপস্থিতি, অতীত বেদনার অনাগম, এবং বর্ত্তমান বেদনারও স্থিতির স্থিরতা নাই, অর্থাৎ প্রত্যেক মুহূর্ত্তে শরীরের পরিবর্ত্তন হওয়ায় বেদনারও অবস্থিতি একভাবে থাকিতে পারে না, অতএব সংশয় হইতেছে, বৈদ্য কোন্ বেদনার চিকিৎসা করেন। বেদনাসমূহের কারণ কি? আশ্রয়স্থান কি? এবং কোন্ অবস্থাতেই বা বেদনাসমূহ সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তি পাইয়া থাকে? কোন্ কোন্ লক্ষণদ্বারা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বসংযোগমুক্ত, অদ্বিতীয় ও প্রশান্ত ভূতাত্মার উপলব্ধি হয়?

ইত্যগ্নিবেশস্য বচঃ শ্রুত্বা মতিমতাং বরঃ।
সর্ব্বং যথাবৎ প্রোবাচ প্রশান্তাত্মা পুনর্ব্বসুঃ॥
খাদয়শ্চেতনাধাতুষষ্ঠাস্তু পুরুষঃ স্মৃতঃ।
চেতনাধাতুরপ্যেকঃ স্মৃতঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ॥

পুনশ্চ ধাতুভেদেন চতুর্ব্বিংশতিকঃ স্মৃতঃ।
মনো দশেন্দ্রিয়াণ্যর্থাঃ প্রকৃতিশ্চাষ্টধাতুকী॥

মতিমত্তম প্রশান্তাত্মা পুনর্ব্বসু, অগ্নিবেশের এই সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া, সমুদায় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর করিতে লাগিলেন। আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত এবং চেতনা ধাতু, এই ষড়্ধাতুর সমবায়কে পুরুষ কহে। একমাত্র চেতনাধাতুও পুরুষ নামে অভিহিত হয়। আবার মনঃ, দশটি ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ, অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্র, এবং অষ্টধাতুময়ী প্রকৃতি, এই চতুর্ব্বিংশতি *ধাতুর সমবায়কে চতুর্ব্বিংশতিক পুরুষ কহে।

লক্ষণং মনসো জ্ঞানস্যাভাবো ভাব এব চ।
সতি হ্যাত্মেন্দ্রিয়ার্থানাং সন্নিকর্ষে ন বর্ত্ততে॥
বৈধৃত্যান্মনসো জ্ঞানং সান্নিধ্যাত্তচ্চ বর্ত্ততে।
অণুত্বমথ চৈকত্বং দ্বৌ গুণৌ মনসঃ স্মৃতৌ॥
চিন্ত্যং বিচার্য্যমূহ্যঞ্চ ধ্যেয়ং সঙ্কল্প্যমেব চ।
যৎকিঞ্চিন্মনসো জ্ঞেয়ং তৎ সর্ব্বং হ্যর্থসংজ্ঞকম্॥
ইন্দ্রিয়াভিগ্রহঃ কর্ম্ম মনসস্ত্বস্য নিগ্রহঃ।
ঊহো বিচারশ্চ ততঃপরং বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে॥
ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়ার্থো হি সমনস্কেন গৃহ্যতে।
কল্প্যতে মনসাপ্যূর্দ্ধং গুণতো দোষতো যথা॥
জায়তে বিষয়ে তত্র যা বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা।
ব্যবস্যতে তয়া বক্তুং কর্ত্তুং বা বুদ্ধিপূর্ব্বকম্॥

জ্ঞানের অভাব ও ভাব (অস্তিত্ব) মনের লক্ষণ। কারণ, আত্মা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইহাদের সন্নিকর্ষ থাকিলেও, যদি তাহাতে মনের সংযোগ না থাকে, তবে সে বিষয়ের জ্ঞান জন্মে না, এবং তাহাতে মনের সংযোগ থাকিলে, জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। অণুত্ব (অতিসূক্ষ্মত্ব) ও একত্ব এই দুইটি মনের গুণ, অর্থাৎ মন অণুপরিমিত এবং এক। চিন্ত্য, বিচার্য্য, তর্ক্য, ধ্যেয়, সঙ্কল্প্য প্রভৃতি যেসকল বিষয় মনের জ্ঞেয়, তাহাদিগকে মনের অর্থ অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয় বলা যায়। ইন্দ্রিয়াভিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থগ্রহণে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি এই দুইটি মনের কর্ম্ম। কর্ম্মকরণানন্তর তর্ক, তৎপরে বিচার, এবং তারপর বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ মনঃসংযুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থ গৃহীত হয়, তৎপরে সেই ইন্দ্রিয়ার্থের গুণ ও দোষ সম্বন্ধে তর্ক করিয়া, তাহা গ্রহণের উপযুক্ত কি না তদ্বিষয়ে বিচার করে; তারপর সেই বিষয়ে যে নিশ্চয় বুদ্ধি জন্মে, তদনুসারে বুদ্ধিপূর্ব্বক বলিতে বা করিতে চেষ্টা হইয়া থাকে।

একৈকাধিকযুক্তানি খাদীনামিন্দ্রিয়াণি তু।
পঞ্চকর্ম্মা- মেয়ানি যেভ্যো বুদ্ধিঃ [illegible]॥

হস্তপাদং গুদোপস্থং জিহ্বেন্দ্রিয়মথাপি চ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পাদৌ গমনকর্ম্মণি॥
পায়ূপস্থৌ বিসর্গার্থৌ হস্তৌ গ্রহণধারণে।
জিহ্বা বাগিন্দ্রিয়ং বাক্ চ সত্যা জ্যোতিস্তমোঽনৃতা॥

যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় হইতে বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়, সেই পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের এক একটি অধিক ভূতযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ একমাত্র আকাশভূতে শ্রবণেন্দ্রিয়; আকাশ ও বায়ু এই দুইটি ভূতে স্পর্শেন্দ্রিয়; আকাশ বায়ু ও তেজঃ এই তিনটি ভূতে দর্শনেন্দ্রিয়; আকাশ, বায়ু, তেজঃ, ও জল এই চারিটি ভূতে রসনেন্দ্রিয়; এবং আকাশ বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি, এই পঞ্চভূতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়, তাহাদের কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ শ্রবণ-স্পর্শনাদি ক্রিয়াদ্বারা অনুমিত হয়। হস্ত, পদ, গুহ্যদেশ, উপস্থ (লিঙ্গ) ও জিহ্বা, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। পদদ্বয় গমনকার্য্যে, পায়ু ও উপস্থ ত্যাগ ক্রিয়ায় অর্থাৎ পায়ু পুরীষত্যাগে এবং উপস্থ মূত্র ও শুক্রত্যাগে, হস্তদ্বয় গ্রহণ ও ধারণ কার্য্যে, এবং জিহ্বা বাগিন্দ্রিয়রূপে অর্থাৎ বাক্যকথনে প্রবর্ত্তিত হয়। বাক্য দুইপ্রকার, সত্য ও মিথ্যা। সত্য বাক্য জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং মিথ্যাবাক্য তমঃস্বরূপ।

মহাভূতানি খং বায়ুরগ্নিরাপঃ ক্ষিতিস্তথা।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ॥
তেষামেকগুণঃ পূর্ব্বো গুণবৃদ্ধিঃ পরে পরে।
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো গুণশ্চৈব ক্রমশো গুণিষু স্মৃতঃ॥
খরদ্রবচলোষ্ণত্বং ভূজ্জলানিলতেজসাম্।
আকাশস্যাপ্রতীঘাতো দৃষ্টং লিঙ্গং যথাক্রমম্॥
লক্ষণং সর্ব্বমেবৈতৎ স্পর্শনেন্দ্রিয়গোচরঃ।
স্পর্শনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়ঃ স্পর্শো হি সবিপর্য্যয়ঃ॥
গুণাঃ শরীরে গুণিনাং নির্দ্দিষ্টাশ্চিহ্নমেব চ।
অর্থাঃ শব্দাদয়ো জ্ঞেয়া গোচরা বিষয়া গুণাঃ॥

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি, এই পাঁচটি মহাভূত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি মহাভূতের গুণ। পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে প্রথম মহাভূত আকাশ একটি গুণ বিশিষ্ট, অর্থাৎ আকাশ কেবল শব্দগুণবিশিষ্ট। বায়ু, শব্দ ও স্পর্শ উভয় গুণবিশিষ্ট। অগ্নি, শব্দ স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি গুণবিশিষ্ট। জল, শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এই চারিটি গুণবিশিষ্ট। এবং ক্ষিতি, শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণবিশিষ্ট। খরত্ব, দ্রবত্ব, চঞ্চলত্ব, উষ্ণত্ব ও অপ্রতিঘাত (শূন্যতা), এই কয়েকটি যথাক্রমে ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজঃ ও আকাশের লক্ষণ। এই সমুদায় লক্ষণই স্পর্শনেন্দ্রিয়গোচর। স্পর্শ ও অস্পর্শ উভয়ই স্পর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। (সুতরাং আকাশলক্ষণ অপ্রতিঘাতও স্পর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য।) আকাশাদি গুণবদ্ দ্রব্যসমুদায়ের গুণসমূহ, তদুৎপন্ন পদার্থের শরীরে চিহ্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। এবং শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থ সকল, জ্ঞেয়, গোচর, বিষয় ও গুণনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যা যদিন্দ্রিয়মাশ্রিত্য জন্তোর্বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে।
যাতি সা তেন নির্দ্দেশং মনসা চ মনোভবা॥
ভেদাৎ কার্য্যেন্দ্রিয়ার্থানাং বুহ্ব্যো বৈ বুদ্ধয়ঃ স্মৃতাঃ।
আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থা নাং [illegible] সন্নিকর্ষজা॥
অঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠতলজস্তন্ত্রীবীণানখোদ্ভবঃ।
দৃষ্টঃ শব্দো যথা বুদ্ধির্দৃষ্টা সংযোগজা তথা॥
আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং বিদ্যাদ্ যোগধরং পরম্।
চতুর্ব্বিংশতিকো হ্যেষ রাশিঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ॥

প্রাণিগণের যে ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া যে বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের নামানুসারে সেই বুদ্ধির নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মনকে আশ্রয় করিয়া যে বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা মনোভব অর্থাৎ মানস বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন এবং ইন্দ্রিয়ার্থ-সমূহের সন্নিকর্ষজনিত এক একটি বুদ্ধি, কার্য্য ও ইন্দ্রিয়ার্থসমূহের ভেদানুসারে বহুপ্রকার বিভিন্ন হয়, যেমন এক শব্দ, অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠতল, তন্ত্রী, বীণা ও নখ হইতে উৎপন্ন হইয়া বহুবিধ হয়, সেইরূপ এক বুদ্ধিই সংযোগানুসারে বহুবিধ হইয়া থাকে। ভূতাত্মাই এই-সমস্ত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও ইন্দ্রিয়ার্থের সংযোগধর। এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের সমষ্টি রাশি পুরুষ নামে অভিহিত হয়।

রজস্তমোভ্যাং যুক্তস্য সংযোগোঽয়মনন্তবান্।
তাভ্যাং নিরাকৃতাভ্যাস্তু সত্ত্ববুদ্ধ্যা নিবর্ত্ততে॥
অত্র কর্ম্মফলঞ্চাত্র জ্ঞানঞ্চাত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
অত্র মোহঃ সুখং দুঃখং জীবিতং মরণং স্বতা॥
এবং যো বেদ তত্ত্বেন স বেদ প্রলয়োদয়ৌ।
পারম্পর্য্যং চিকিৎসা চ জ্ঞাতব্যং যচ্চ কিঞ্চন॥
ভাস্তমঃ সত্যমনৃতং বেদঃ কর্ম্ম শুভাশুভম্।
ন স্যাৎ কর্ত্তা বেদিতা চ পুরুষো ন ভবেদ্যদি॥
নাশ্রয়ো ন সুখং নার্ত্তির্ন গতির্নাগতির্ন বাক্।
ন বিজ্ঞানং ন শাস্ত্রাণি ন জন্ম মরণং ন চ॥
ন বন্ধো ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ পুরুষো ন ভবেদ্যদি।
কারণং পুরুষস্তস্মাৎ কারণত্বেঽপ্যদা-তঃ॥

পুরুষ, রজঃ ও তমোগুণের সহিত সংযুক্ত হইলে, এই চতুর্ব্বিংশতিক রাশির সংযোগ অনন্তপ্রকার হয় এবং রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা পুরুষ নিরাকৃত হইলে, সত্ত্ববুদ্ধিদ্বারা এই সংযোগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের সংযোগ হইলে, চতুর্ব্বিংশতিক পুরুষের সৃষ্টি হয় এবং রজঃ ও তমোগুণের অভাব হইলে সত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা পুরুষের মুক্তি হইয়া থাকে। এই চতুর্ব্বিংশতিক পুরুষেই কর্ম্ম ফলসমূহ; এই পুরুষেই জ্ঞান এবং এই পুরুষেই মোহ,

সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ ও স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। যিনি এইসকল তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, প্রলয়, সৃষ্টি, পারম্পর্য্য, চিকিৎসা প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়, তিনিই অবগত হইয়া থাকেন। যদি পুরুষ না থাকিত, তবে, আলোক, অন্ধকার, সত্য, মিথ্যা, বেদ, শুভাশুভ কর্ম্ম, কর্ত্তা, বেদিতা কিছুই হইত না। পুরুষ না থাকিলে, আশ্রয়, সুখ, দুঃখ, পরলোকে গমন, সংসারে আগমন, বাক্য, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, জন্ম, মরণ, বন্ধ ও মোক্ষ, এসকলেরও কিছুই থাকিত না। এইজন্যই কারণজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরুষকে কারণ বলিয়াছেন।

ন চ কারণমাত্মা স্যাৎ খাদয়ঃ স্যুরহেতুকাঃ।
ন চৈষু সম্ভবেজ্‌জ্ঞানং ন চ তৈঃ স্যাৎ প্রয়োজনম্‌॥
মৃদ্দণ্ডচক্রৈশ্চ কৃতং কুম্ভকারাদৃতে ঘটম্‌।
কৃতং মৃত্তৃণকাষ্ঠৈশ্চ গৃহকারাদ্বিনা গৃহম্‌॥
যো বদেৎ স বদেদ্দেহং সম্ভূয়করণৈঃ কৃতম্‌।
বিনা কর্ত্তারমজ্ঞানাদ্‌ যুক্ত্যাগমবহিষ্কৃতঃ॥
কারণং পুরুষঃ সর্ব্বৈঃ প্রমাণৈরুপলভ্যতে।
যেভ্যঃ প্রমেয়ং সর্ব্বেভ্য আগমেভ্যঃ প্রতীয়তে॥

যদি আত্মা কারণ না হয়, এবং আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত অহেতুক অর্থাৎ স্বতই উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহা হইলে সেই পাঞ্চভৌতিক পুরুষে জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং কেবল আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতদ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। কুম্ভকার ব্যতীত কেবল মৃত্তিকা দণ্ড ও চক্রদ্বারা ঘট নির্ম্মিত হইয়াছে, অথবা গৃহকার ব্যতীত কেবল মৃত্তিকা-তৃণ-কাষ্ঠদ্বারা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, এইরূপ যে বলিতে পারে, যুক্তি-শাস্ত্রজ্ঞানহীন সেই ব্যক্তিই কেবল অজ্ঞানবশতঃ বলিয়া থাকে—কর্ত্তা ব্যতীত কেবল করণসমূহের সমবায়দ্বারা এই চেতনাবান্‌ দেহ কৃত হইয়াছে। যেসকল আগমাদি প্রমাণদ্বারা সমস্ত জ্ঞেয় বিষয় প্রতীত হইয়া থাকে, সেইসমুদায় প্রমাণদ্বারাও পুরুষই কারণ বলিয়া উপলব্ধ হয়।

ন তে তৎসদৃশাস্ত্বন্যে পারম্পর্য্যসমুত্থিতাঃ।
সারূপ্যাদ্‌যে ত এবেতি নির্দ্দিশ্যন্তে নরাস্নরাঃ॥
ভাবাস্তেষাং সমুদয়ো নিরীশঃ সত্ত্বসংজ্ঞকঃ।
কর্ত্তা ভোক্তা ন স পুমানিতি কেচিদ্ব্যবস্থিতাঃ॥
তেষামন্যৈঃ কৃতস্যান্যে ভাবা ভাবৈর্নরাঃ ফলম্‌।
ভুঞ্জতে সদৃশাঃ প্রাপ্তং যৈরাত্মা নোপলভ্যতে॥
কারণান্যান্যতা দৃষ্ট্বা কর্ত্তা ভোক্তা স এব তু।
কর্ত্তা হি করণৈর্যুক্তঃ কারণং সর্ব্বকর্ম্মণাম্‌॥
নিমেষকালো যেষাং কালঃ শীঘ্রতরোঽত্যয়ে।
তন্মানাঞ্চ পুনর্ভাবে কৃতং নান্যমুপৈতি চ॥

মতং ত [illegible]ৎ তস্মাৎ স কারণম্।
ক্রিয়োপভোগে ভূতানাং নিত্যঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ॥
অহঙ্কারঃ ফলং কর্ম্ম দেহান্তরগতিঃ স্মৃতিঃ।
বিদ্যতে সতি ভূতানাং কারণে দেহমন্তরা॥

কেহ কেহ বলেন,—"পুরুষ হইতে পরম্পরাক্রমে পুরুষ উৎপন্ন হয়, তাহারা সেই পুরুষ নহে, কিন্তু তৎসদৃশ অপর পুরুষ। কেবল সারূপ্যের জন্যই তাহারা সেই পুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রাণিগণ, পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের সমষ্টিমাত্র, তাহারা ঈশ্বর-হীন ও সত্ত্বসংজ্ঞক। কর্ত্তা-ভোক্তা বলিয়া অপর কোন পুরুষ নাই।" যাঁহারা আত্মা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে, অন্যপুরুষকৃত কর্ম্মের ফল তৎসদৃশ অপর পুরুষে ভোগ করে এইরূপ প্রতিপাদিত হয়। বস্তুতঃ কারণের বিভিন্নতা থাকায়, অর্থাৎ দর্শন-স্পর্শন-শ্রবণ-মননাদি কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন কারণস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি হওয়ায়, কর্ত্তা-ভোক্তা অপর পুরুষই নিশ্চিত হয়। যেহেতু কর্ত্তাই করণসমূহের সহিত যুক্ত হইয়া সমুদায় কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে। প্রাণিগণের বিনাশকাল নিমেষকাল অপেক্ষাও শীঘ্রগামী, সুতরাং বিনষ্টজীবের কৃত কর্ম্ম, অপর জীবের উৎপত্তিকালে তাহাকে আশ্রয় করিতে পারে না। ইহাই যখন তত্ত্বজ্ঞদিগের মত, তখন, প্রাণিগণের কর্ম্মফল ভোগ বিষয়ে সেই পুরুষসংজ্ঞক নিত্য আত্মাই কারণ। এই পুরুষসংজ্ঞক কারণ প্রাণিগণের দেহমধ্যে বিদ্যমান থাকিলেই অহঙ্কার, কর্ম্মফল, কর্ম্ম, দেহান্তরে গমন (মৃত্যু) ও স্মৃতি বিদ্যমান থাকে।

প্রভবো ন হ্যনাদিত্বাদ্বিদ্যতে পরমাত্মনঃ।
পুরুষো রাশিসংজ্ঞস্তু মোহেচ্ছাদ্বেষকর্ম্মজঃ॥
আত্মা জ্ঞঃ করণৈর্যোগাজ্জ্ঞানং তস্য প্রবর্ত্ততে।
করণানামবৈমল্যাদয়োগাদ্বা ন বর্ত্ততে॥
পশ্যতোঽপি যথাদর্শে সংক্লিপ্তে নাস্তি দর্শনম্।
তদ্বজ্জলে বা কলুষে চেতস্যুপহতে তথা॥
করণানি মনো বুদ্ধির্বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
কর্ত্তুঃ সংযোগজং কর্ম্ম বেদনা বুদ্ধিরেব চ॥
নৈকঃ প্রবর্ত্ততে কর্ত্তুং ভূতাত্মা নাশ্নুতে ফলম্।
সংযোগাদ্বর্ত্ততে সর্ব্বং তন্মতে নাস্তি কিঞ্চন॥
ন হ্যেকো বর্ত্ততে ভাবো বর্ত্ততে নাপ্যহেতুকঃ।
শীঘ্রগত্বাৎ স্বভাবাৎ তু ভাবো ন ব [illegible]তিবর্ত্ততে॥

অনাদিত্ব হেতু পরমাত্মার উৎপত্তিকারণ নাই। কিন্তু রাশিসংজ্ঞক অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতিক পুরুষ, মোহ ইচ্ছা ও দ্বেষকৃত কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। আত্মা জ্ঞানবান্; করণসমূহের সংযোগে তাঁহার জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু কারণ-সমূহের মালিন্য অথবা অসংযোগ হইলে, আত্মার জ্ঞান জন্মে না। যেমন দর্পণ মলিন হইলে এবং জল আবিল হইলে, তাহাতে দর্শকের প্রতিবিম্ব দর্শন হয় না, সেইরূপ চিত্ত বিকৃত হইলে, আত্মার জ্ঞানোৎপত্তি

হয় না। মন, বুদ্ধি, বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, এইগুলিকে করণ কহে। এই করণসমূহের সহিত কর্ত্তার (আত্মার) সংযোগ হইলেই কর্ম্ম, সুখ-দুঃখের অনুভব এবং বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়। জীবাত্মা একাকী কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না এবং কোন কর্ম্মফলও ভোগ করেন না। সংযোগবশতঃই সমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়, সংযোগ ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। যেহেতু কোন ভাবই (পদার্থই) একাকী থাকিতে পারে না, কোন ভাবই অহেতুক নহে এবং শীঘ্রগামিত্ব স্বভাবের জন্যও কোন ভাবের ব্যতিক্রম হয় না।

অনাদিঃ পুরুষো নিত্যো বিপরীতস্তু হেতুজঃ।
সদকারণবন্নিত্যং দৃষ্টং হেতুমদন্যথা॥
তদেব ভাবাদগ্রাহ্যং নিত্যত্বান্ন কুতশ্চন।
ভাবাজ্জ্ঞেয়ং তদব্যক্তমচিন্ত্যং ব্যক্তমন্যথা॥
অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ শাশ্বতো বিভুরব্যয়ঃ।
তস্মাদ্যদন্যৎ তদ্ব্যক্তং বক্ষ্যতে চাপরং দ্বয়ম্॥
ব্যক্তমৈন্দ্রিয়কঞ্চৈব গৃহ্যতে তদ্যদিন্দ্রিয়ৈঃ।
অতোঽন্যৎ পুনরব্যক্তং লিঙ্গগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্॥

অনাদি পুরুষ নিত্য এবং হেতুজাত (সংযোগজ) পুরুষ অনিত্য। সেই অনাদি পুরুষ সৎ, অহেতুক ও নিত্য এবং হেতুজ পুরুষ অসৎ, হেতুজ ও অনিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অনাদি পুরুষ নিত্যত্ব হেতু কোন ভাব হইতেই জ্ঞেয় নহেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি কোন পদার্থদ্বারা তাঁহার ধারণা করা যায় না; তিনি অব্যক্ত ও অচিন্ত্য। আর যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা ব্যক্ত। আত্মা অব্যক্ত, ক্ষেত্রজ্ঞ, শাশ্বত, বিভু ও অব্যয়। সেই আত্মা হইতে যাহা বিভিন্ন, তৎসমুদায় ব্যক্ত। ব্যক্ত ও অব্যক্তের অপর দুইটি লক্ষণ বলিতেছি,—যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যায়, সেই ঐন্দ্রিয়ক পদার্থ ব্যক্ত, এবং ইহা হইতে যাহা বিভিন্ন, অর্থাৎ যাহা অতীন্দ্রিয় ও লিঙ্গগ্রাহ্য, তাহাই অব্যক্ত।

খাদীনি বুদ্ধিরব্যক্তমহঙ্কারস্তথাষ্টমঃ।
ভূতপ্রকৃতিরুদ্দিষ্টা বিকারাশ্চৈব ষোড়শ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সমনস্কাশ্চ পঞ্চার্থা বিকারা ইতি সংজ্ঞিতাঃ॥
ইতি ক্ষেত্রং সমুদ্দিষ্টং সপ্তমব্যক্তবর্জ্জিতম্।
অব্যক্তমস্য ক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রজ্ঞমৃষয়ো বিদুঃ॥

আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, বুদ্ধি, অব্যক্ত (আত্মা) ও অহঙ্কার, এই আটটি ভূতপ্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আর, পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও রূপরসাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ এই ষোলটি বিকার নামে অভিহিত হয়। অব্যক্ত ব্যতীত অপর সমস্তগুলি ক্ষেত্র নামে নির্দ্দিষ্ট, এবং অব্যক্তকে ঋষিগণ এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

জায়তে বুদ্ধিরব্যক্তাদহঙ্কারো মতি মন্যতে।
পঞ্চ খাদীন্যহঙ্কার উপাদত্তে যথাক্রমম্॥

ততঃ সম্পূর্ণসর্ব্বাঙ্গো জাতোঽভ্যুদিত উচ্যতে।
পুরুষঃ প্রলয়ে চৈষ্টৈঃ পুনর্ভাবৈর্বিযুজ্যতে॥
অব্যক্তাদ্ব্যক্ততাং যাতি ব্যক্তাদব্যক্ততাং পুনঃ।
রজস্তমোভ্যামাবিষ্টশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে॥
যেষাং দ্বন্দ্বে পরাসক্তিরহঙ্কারপরাশ্চ যে।
উদয়প্রলয়ৌ তেষাং ন তেষাং যে ত্বতেঽন্যথা॥

অব্যক্ত হইতে বুদ্ধি জন্মে। এই বুদ্ধিদ্বারাই অব্যক্ত "আমি কর্ত্তা" বলিয়া মনন করেন অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, এবং অহঙ্কার হইতে যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইলে, তাঁহাকে জাত বা অভ্যুদিত বলা হয়। প্রলয়কালে পুরুষ এইসকল ইষ্টভাব হইতে বিযুক্ত হন। রজঃ ও তমোগুণ সংযুক্ত হইয়া পুরুষ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ততা এবং ব্যক্ত হইতে অব্যক্ততা প্রাপ্ত হইয়া চক্রবৎ পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব বিষয়ে যাঁহাদের অত্যন্ত আসক্তি, এবং যাঁহারা অহঙ্কারপরায়ণ, তাঁহাদেরই এইরূপ বারংবার জন্ম-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা দ্বন্দ্ববিষয়ে অনাসক্ত এবং অহঙ্কারশূন্য, তাঁহাদের এইরূপ বারংবার জন্মমরণ হয় না, অর্থাৎ তাঁহারা মুক্তি প্রাপ্ত হন।

প্রাণাপানৌ নিমেষাদ্যা জীবনং মনসো গতিঃ।
ইন্দ্রিয়ান্তরসঞ্চারঃ প্রেরণং ধারণঞ্চ যৎ॥
দেষান্তরগতিঃ স্বপ্নে পঞ্চত্বগ্রহণং তথা।
দৃষ্টস্য দক্ষিণেনাক্ষ্না সব্যেনাপগমস্তথা॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং প্রযত্নশ্চেতনা ধৃতিঃ।
বুদ্ধিঃ স্মৃতিরহঙ্কারো লিঙ্গানি পরমাত্মনঃ॥
যস্মাৎ সমুপলভ্যন্তে লিঙ্গান্যেতানি জীবতঃ।
ন মৃতস্যাপলভ্যন্তে তস্মাদাহুর্মহর্ষয়ঃ॥
শরীরং হি গতে তস্মিন্ শূন্যাগারমচেতনম্।
পঞ্চভূতাবশেষত্বাৎ পঞ্চত্বং গতমুচ্যতে॥

প্রাণ অপান, নিমেষাদি, জীবন, মনের গতি, এক ইন্দ্রিয় হইতে অপর ইন্দ্রিয়ে মনের সঞ্চার, ইন্দ্রিয়ার্থে ইন্দ্রিয়ের প্রেরণ, ইন্দ্রিয়ার্থের গ্রহণ, স্বপ্নে দেশান্তর গমন, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি (মরণ), দক্ষিণ চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট বিষয়ের বাম চক্ষুর্দ্বারা দর্শনের ন্যায় জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি ও অহঙ্কার, এইগুলি পরমাত্মার লিঙ্গ। যেহেতু জীবিত ব্যক্তিরই এইসকল লক্ষণ উপলব্ধ হয়, মৃতব্যক্তির হয় না; সেই জন্যই মহর্ষিগণ ঐ সমস্ত বিষয়কে আত্মলিঙ্গ বলেন। শরীর হইতে জীবাত্মা অপগত হইলে, সেই শরীর অচেতন ও শূন্য আগারস্বরূপ হয়; তখন পঞ্চভূতমাত্র অবশিষ্ট থাকায় তাহাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত কহে।

অচেতনং ক্রিয়াবচ্চ মনশ্চেতয়িতা পরঃ।
যুক্তস্য মনসা তস্য নির্দ্দিশ্যন্তে বিভোঃ ক্রিয়াঃ॥

চেতয়িতান্ যতশ্চাত্মা ততঃ কর্ত্তা নিরুচ্যতে।
অচেতনত্বাচ্চ মনঃ ক্রিয়াবদপি নোচ্যতে॥

মনঃ অচেতন ও ক্রিয়াবান্। আত্মাই মনের চেতয়িতা অর্থাৎ চৈতন্যবিষয়ে কা মনের সহিত আত্মা সংযুক্ত হইলে, মনের ক্রিয়াকেই লোকে আত্মার ক্রিয়া বলিয়া নি করে। আত্মা চেতনাবান্ বলিয়া আত্মাকেই কর্ত্তা বলা হয়; কিন্তু মন ক্রিয়াবান্ হই অচেতন বলিয়া তাহাকে কর্ত্তা বলা হয় না।

যথাস্বেনাত্মনাত্মানং সর্ব্বঃ সর্ব্বাসু যোনিষু।
প্রাণৈস্তন্ত্রয়তে প্রাণী ন হ্যন্যোঽন্যস্য তন্ত্রকঃ॥
বশী তৎ কুরুতে কর্ম্ম যৎ কৃত্বা ফলমশ্নুতে।
বশী চেতঃ সমাধত্তে বশী সর্ব্বং নিরস্যতি॥
দেহী সর্ব্বগতো হ্যাত্মা স্বে স্বে সংস্পর্শনেন্দ্রিয়ে।
সর্ব্বাঃ সর্ব্বাশ্রয়স্থাস্তু নাত্মাতো বেত্তি বেদনাঃ॥
বিভুত্বমতএবাস্য যস্মাৎ সর্ব্বগতো মহান্।
মনসশ্চ সমাধানাৎ পশ্যত্যাত্মা তিরস্কৃতম্॥
নিত্যানুবন্ধং মনসা দেহকর্ম্মানুপাতিনা।
সর্ব্বযোনিগতং বিদ্যাদেকযোনাবপি স্থিতম্॥

সকল প্রাণীই স্ব স্ব আত্মদ্বারা আপনাকে সমুদায় যোনিতে প্রাণের সহিত সম্মিলিত কর অর্থাৎ প্রাণিগণ অপনাপনিই যোনিবিশেষে জন্মগ্রহণ করে। অন্য কেহ অন্যের সংঘট নহে। আত্মা বশী (জিতেন্দ্রিয়) হইলেও, তিনি সেইসকল কর্ম্ম করেন, যাহার ফলভো তাঁহাকেই করিতে হয়। আত্মা বশী বলিয়াই তিনি চিত্তকে সমাহিত করিতে পারেন, এব তিনি বশী বলিয়াই সর্ব্বকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইতেও সমর্থ হন্। আত্মা সর্ব্বগত হইলেও যখন তিনি দেহাবদ্ধ হন্, তখন কেবল স্বকীয় স্পর্শনেন্দ্রিয়েই বেদনা অনুভব করেন দেহিত্বজন্য সর্ব্বাশ্রয়গত বেদনা অনুভব করিতে পারেন না। আত্মা সর্ব্বগত ও মহান্, অত এ তিনি বিভু। মনের সমাধি করিয়া, তিনি (দেহী আত্মা) পর্ব্বত প্রাচীরাদি দ্বারা ব্যবহি পদার্থও দর্শন করিতে পারেন। দেহবিশেষ ও কর্ম্মফলবিশেষের অনুরূপ ভাবাপন্ন মনে সহিত আত্মা নিত্য অনুবন্ধবিশিষ্ট, সেইজন্যই আত্মা একযোনিস্থিত হইলেও, তাঁহাকে সর্ব্বযোনিগত বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারবিশিষ্ট মনের সহিত নিত্য সম্বন্ধ থাকায়, একদেহগত আত্মাও মনের সমাধি দ্বারা সর্ব্বাশ্রয়গত বিষয় অনুভব করিতে পারেন।

আদির্নস্ত্যাত্মনঃ ক্ষেত্রপারম্পর্য্যমনাদিকম্।
অতস্তয়োরনাদিত্বাৎ কিং পূর্ব্বমিতি নোচ্যতে॥
জ্ঞঃ সাক্ষীত্যুচ্যতে নাজ্ঞঃ সাক্ষী হ্যাত্মা হ্যতঃ স্মৃতঃ।
সর্ব্বভাবা হি সর্ব্বেষাং তানামাত্মসাক্ষিকাঃ॥

নৈকঃ কদাচিদ্ভূতাত্মা লক্ষণৈরুপলভ্যতে।
বিশেষোঽনুপলভ্যস্য তস্য নৈকস্য বিদ্যতে॥
সংযোগঃ পুরুষস্যৈকো বিশেষো বেদনাকৃতঃ।
বেদনা যত্র নিয়তা বিশেষস্তত্র তৎকৃতঃ॥

আত্মার আদি নাই। ক্ষেত্রপরম্পরাও অনাদি। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র উভয়েরই অনাদিত্ব জন্য কে পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বলা যায় না। যিনি জানেন, তাঁহাকেই সাক্ষী বলা যায়; অজ্ঞ সাক্ষী হইতে পারে না। এই জন্যই আত্মাকে সাক্ষী বলা হয়। সমুদায় ভূতের সকল ভাবেরই সাক্ষী আত্মা। একমাত্র ভূতাত্মা কখনও কোন লক্ষণ দ্বারা উপলব্ধ হন না। এবং অনুপলভ্য সেই একমাত্র ভূতাত্মার কোন বিশেষ ভাবও নাই। কিন্তু সেই পুরুষের যখন প্রকৃত্যাদির সহিত সংযোগ হয়, তখনই সুখ-দুঃখাদিজনিত বিশেষ ভাব হইয়া থাকে। যে রাশি পুরুষে সুখ-দুঃখাদি বেদনা নিয়ত বিদ্যমান থাকে, বেদনাকৃত বিশেষভাবও সেই রাশি পুরুষেই লক্ষিত হয়।

চিকিৎসতি ভিষক্ সর্ব্বাস্ত্রিকালা বেদনা ইতি।
যয়া যুক্ত্যা বদন্ত্যেকে সা যুক্তিরুপধার্য্যতাম্॥
পুনস্তচ্ছিরসঃ শূলং জ্বরঃ স পুনরাগতঃ।
পুনঃ স কাসো বলবাংশ্ছর্দ্দিঃ সা পুনরাগতা॥
এভিঃ প্রসিদ্ধবচনৈরতীতাগমনং মতম্।
কালশ্চায়মতীতানামার্ত্তীনাং পুনরাগতঃ॥
তমর্ত্তিকালমুদ্দিশ্য ভেষজং যৎ প্রযুজ্যতে।
অতীতানাং প্রশমনং বেদনানাং তদুচ্যতে॥

অনেকে বলেন, চিকিৎসক ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকালেরই পীড়ার চিকিৎসা করেন। যে যুক্তি অনুসারে তাঁহারা এইরূপ বলেন, সেই যুক্তি শ্রবণ কর। সেই শিরঃশূল পুনর্ব্বার হইয়াছে, সেই জ্বর আবার আসিয়াছে, সেই কাস পুনর্ব্বার বাড়িয়াছে, সেই বমন-রোগ আবার উপস্থিত হইয়াছে, ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বাক্য দ্বারা অতীত বেদনার পুনরাগমন স্বীকৃত হয়। সেই অতীত রোগ এইসময়ে পুনরাগমন করে এইরূপ বিবেচনা করিয়া, সেই পীড়াকালের উদ্দেশে যে ঔষধ প্রযুক্ত হয়, তাহাকেই অতীত বেদনার চিকিৎসা বলা যায়।

আপস্তাঃ পুনরাগুর্য্যা যাভিঃ শস্যং পুরা হতম্।
যথা প্রক্রিয়তে সেতুঃ প্রতিকর্ম্ম তথাশ্রয়েৎ॥
পূর্ব্বরূপং বিকারাণাং দৃষ্ট্বা প্রাদুর্ভাবিষ্যতাং।
যা ক্রিয়া ক্রিয়তে সা চ বেদনাং হন্ত্যনাগতাম্॥

যে জলধারা পূর্ব্বে শস্য নষ্ট হইয়াছিল, সেই জল আবার আসিতে পারে এই ভাবিয়া যেমন সেতু নির্ম্মাণ করা যায়, সেইরূপ ভবিষ্যদ্ব্যাধির পূর্ব্বরূপ দেখিয়া যে প্রতিকার করা হয়, সেই প্রতিক্রিয়া অনাগত ব্যাধির নিবারণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ তাহাই ভবিষ্যদ্ ব্যাধির চিকিৎসা।

পারম্পর্য্যানুবন্ধস্তু দুঃখানাং বিনিবর্ত্ততে।
সুখহেতূপচারেণ সুখঞ্চাপি প্রবর্ত্ততে॥
ন সমা যান্তি বৈষম্যং বিষমাঃ সমতাং ন চ।
হেতুভিঃ সদৃশা নিত্যং জায়ন্তে দেহধাতবঃ॥
যুক্তিমেতাং পুরস্কৃত্য ত্রিকালাং বেদনাং ভিষক্।
হন্তীত্যুক্তা চিকিৎসা সা নৈষ্ঠিকী যা বিনোপধাম্॥

সুখজনক হেতুর উপচার দ্বারা দুঃখের পারম্পর্য্য অনুবন্ধ নিবৃত্ত হয়, এবং সুখ (আরোগ্য) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। দেহ ধাতুসমূহ নিয়ত হেতুর সদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং হেতু ব্যতীত সমধাতু বৈষম্য প্রাপ্ত হয় না, এবং বিষম ধাতুও সমতা প্রাপ্ত হয় না। (অতএব দুঃখের পারম্পর্য্য অনুবন্ধের নিবারণ এবং সুখের প্রবর্ত্তন, ইহাই বর্ত্তমান ব্যাধির চিকিৎসা) এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, চিকিৎসক ত্রৈকালিক বেদনারই চিকিৎসা করিয়া থাকেন। আর একপ্রকার চিকিৎসা আছে, তাহাকে নৈষ্ঠীক চিকিৎসা কহে। নৈষ্ঠীক চিকিৎসা দ্বারা উপধা অর্থাৎ ইচ্ছাদ্বেষাদিরূপ আকাঙ্ক্ষা নিবারিত হয়।

উপধা হি পরো হেতুর্দুঃখদুঃখাশ্রয়প্রদঃ।
ত্যাগঃ সর্ব্বোপধানাঞ্চ সর্ব্বদুঃখব্যপোহকঃ॥
কোষকারো যথা হ্যংশূন্নুপাদত্তে বধপ্রদান্।
উপাদত্তে তথার্থেভ্যস্তৃষ্ণামজ্ঞঃ সদাতুরঃ॥
যস্ত্বগ্নিকল্পানর্থান্ জ্ঞো জ্ঞাত্বা তেভ্যো নিবর্ত্ততে।
অনারম্ভাদসংযোগাৎ তং দুখং নোপতিষ্ঠতে॥

উপধাই দুঃখের এবং দুঃখাশ্রয় শরীরের উৎপাদক কারণ। অতএব সমস্ত উপধার অর্থাৎ ইচ্ছাদ্বেষাদির ত্যাগই সকল দুঃখের নাশক। কোষকার কীট (গুটীপোকা) যেমন নিজের বধপ্রদ সূত্রসমূহের উৎপাদন করে, অজ্ঞ ব্যক্তিও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ হইতে তৃষ্ণা উপার্জ্জন করিয়া নিত্য দুঃখ ভোগ করে কিন্তু যে জ্ঞানবান্ মনুষ্য ইন্দ্রিয়ার্থসমূহকে অগ্নিসদৃশ বিপজ্জনক বিবেচনা করিয়া, তাহা হইতে নিবৃত্ত হন, কর্ম্মের অনারম্ভ ও অসংযোগ হেতু তাঁহাকে কোন দুঃখই ভোগ করিতে হয় না।

ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রংশঃ সম্প্রাপ্তিঃ কালকর্ম্মণাম্।
অসাত্ম্যার্থাগমশ্চেতি জ্ঞাতব্যা দুঃখহেতবঃ॥
বিষমাভিনিবেশো যো নিত্যানিত্যে হিতাহিতে।
জ্ঞেয়ঃ স বুদ্ধিবিভ্রংশঃ সমং বুদ্ধির্হি পশ্যতি॥
বিষয়প্রবণং চিত্তং ধৃতিভ্রংশান্ন শক্যতে।
নিয়ন্তুমহিতাদর্থাদ্ধৃতির্হি নিয়মাত্মিকা॥
তত্ত্বজ্ঞানে স্মৃতির্যস্য রজোমোহাবৃতাত্মনঃ।
ভ্রশ্যতে স স্মৃতিভ্রংশঃ স্মর্ত্তব্যং হি স্মৃতৌ স্থিতম্॥

ধী, ধৃতি ও স্মৃতির বিভ্রংশ, কালকর্ম্মের অর্থাৎ শীতোষ্ণবর্ষার অযথা সম্প্রাপ্তি বা পরিণতি, এবং অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থের সংযোগ, এই তিনটিকে দুঃখের হেতু বলিয়া জানিবে। নিত্যানিত্য এবং হিতাহিত বিষয়ে যে বিষমভাবে অভিনিবেশ, অর্থাৎ নিত্যপদার্থে অনিত্য, অনিত্যপদার্থে নিত্য, এবং হিত বিষয়ে অহিত ও অহিত বিষয়ে হিত বলিয়া বোধ, তাহাই বুদ্ধিবিভ্রংশ বলিয়া জানিবে। কারণ, বুদ্ধি সমভাবে অর্থাৎ যথাযথ ভাবেই সমুদায় বিষয় দর্শন করিয়া থাকে। ধৃতিভ্রংশ হইলে, বিষয়প্রবণ চিত্তকে অহিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। চিত্তের সংযমকারিণী শক্তিই ধৃতি। যাহার আত্মা রজোমোহাবৃত হওয়ার জন্য যথার্থ জ্ঞানবিষয়ে স্মৃতি ভ্রষ্ট হয়, তাহাকে স্মৃতিভ্রংশ ব্যক্তি কহে। কারণ, স্মৃতিতেই স্মরণীয় বিষয় অবস্থিত থাকে।

ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রষ্টঃ কর্ম্ম যৎ কুরুতেঽশুভম্।
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপনম্॥
উদীরণং গতিমতামুদীর্ণানাঞ্চ নিগ্রহঃ।
সেবনং সাহসানাঞ্চ নারীনাঞ্চাতিসেবনম্॥
কর্ম্মকালাতিপাতশ্চ মিথ্যারম্ভশ্চ কর্ম্মণাম্।
বিনয়াচারলোপশ্চ পূজ্যানাঞ্চাভিধর্ষণম্॥
জ্ঞাতানাং স্বয়মর্থানামহিতানাং নিষেবণম্।
পরমৌষ্মাদিকানাঞ্চ প্রত্যয়ানাং নিষেবণম্॥
অকালাদেশসঞ্চারৌ মৈত্রী সংক্লিষ্টকর্ম্মভিঃ।
ইন্দ্রিয়োপক্রমাণাং চ সদ্বৃত্তস্য চ বর্জ্জনম্॥
ঈর্ষামানভয়ক্রোধলোভমোহমদভ্রমাঃ।
তজ্জং বা কর্ম্ম যৎ ক্লিষ্টং ক্লিষ্টং যদ্দেহকর্ম্ম চ॥
যচ্চান্যদীদৃশং কর্ম্ম রজোমোহসমুত্থিতম্।
প্রজ্ঞাপরাধং তং শিষ্টা ব্রুবতে ব্যাধিকারণম্॥
বুদ্ধ্যা বিষমবিজ্ঞানং বিষমঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
প্রজ্ঞাপরাধং জানীয়ান্মনসো গোচরং হি তৎ॥

ধী-ধৃতি-স্মৃতিবিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ যে সকল অশুভ কর্ম্ম করে, তাহাকে প্রজ্ঞাপরাধ বলিয়া জানিবে। প্রজ্ঞাপরাধ সর্ব্বদোষের প্রকোপকারক। মল-মূত্রাদির অনুপস্থিতবেগে বেগদান, এবং উপস্থিতবেগে বেগধারণ, দুঃসাহসিক কার্য্যসম্পাদন, অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম, কার্য্যকালের অতিক্রম, অযথাভাবে কার্য্যারম্ভ, বিনয় ও আচারের বিলোপ, পূজ্য ব্যক্তির অবমাননা, নিজে জানিয়া-বুঝিয়াও অহিতকর বিষয়ের সেবা, উষ্মাদরোগোক্ত কারণ সমূহের অতিসেবন, অসময়ে ও অনুপযুক্ত স্থানে বিচরণ, নীচকর্ম্মা ব্যক্তিগণের সহিত মিত্রতাস্থাপন, ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয়-অধ্যায়োক্ত সদ্বৃত্তসমূহের বর্জ্জন, ঈর্ষা, অভিমান, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মজ্জা, ভ্রম, অথবা ঈর্ষাদিজনিত নিন্দিত কর্ম্মসমূহ, দৈহিক নিন্দিত কর্ম্ম, এবং রজোমোহ জনিত এইরূপ অন্যান্য নিন্দিত কর্ম্ম সমূহকে, পণ্ডিতেরা ব্যাধিজনক প্রজ্ঞাপরাধ

বলেন। বুদ্ধিদ্বারা কোনও বিষম বিজ্ঞান বা বিষম কার্য্যারম্ভ করিতে দেখিলে, সেই সমস্ত মনোগোচর বিষয়কেও প্রজ্ঞাপরাধ বলিয়া জানিবে।

নির্দ্দিষ্টা কালসম্প্রাপ্তির্ব্যাধীনাং হেতুসংগ্রহে।
চয়প্রকোপপ্রশমাঃ পিত্তাদীনাং যথা পুরা॥
মিথ্যাতিহীনলিঙ্গাশ্চ বর্ষান্তা রোগহেতবঃ।
জীর্ণভুক্তপ্রজীর্ণান্নকালাকালস্থিতিশ্চ যা॥
পূর্ব্ব মধ্যাপরাহ্ণাশ্চ রাত্র্যা যামাস্ত্রয়শ্চ যে।
যেষু কালেষু নিয়তা যে রোগাস্তে চ কালজাঃ॥
অন্যেদ্যুষ্কো দ্ব্যহগ্রাহী তৃতীয়কচতুর্থকৌ।
স্বে স্বে কালে প্রবর্ত্তন্তে কালে হ্যেষাং বলাগমঃ॥
এতে চান্যে চ যে কেচিৎ কালজা বিবিধা গদাঃ।
অনাগতে চিকিৎস্যাস্তে বলকালৌ বিজানতা॥
কালস্য পরিণামেন জরামৃত্যুনিমিত্তজাঃ।
রোগাঃ স্বাভাবিকা দৃষ্টাঃ স্বভাবো নিষ্প্রতিক্রিয়ঃ॥

ব্যাধিসমূহের হেতুনির্দ্দেশকালে কালসম্প্রাপ্তিকেও হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পিত্তাদির যেরূপে সঞ্চয় প্রকোপ ও প্রশম হয়; শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই ঋতুত্রয় মিথ্যাযোগ ও হীনযোগের লক্ষণান্বিত হইলে, তাহারা যেরূপ রোগোৎপত্তির হেতু হয়; এবং আহার করিবামাত্র, আহারের পরিপাক অবস্থায় ও আহার জীর্ণ হওয়ার পরে, পূর্ব্বাহ্ণে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে, রাত্রির প্রথম মধ্য ও শেষভাগে, কফাদিদোষত্রয় যথাক্রমে যেরূপ প্রকুপিত হয়, তৎসমুদায় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সেই সমস্ত দোষ প্রকোপকালে, যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে কালজ রোগ কহে। অন্যেদ্যুষ্ক, সততক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বর, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কালে প্রবর্ত্তিত হয়, কারণ যথাকালে ইহাদের বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সকল এবং অন্যান্য যে সমস্ত কালজ রোগ, তাহাদের বল ও কাল বিবেচনা পূর্ব্বক সেই সমস্ত রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কিন্তু জরা মৃত্যু প্রভৃতি যে সকল অনিমিত্তজ বিকার কালপরিণামে উপস্থিত হয়, তাহারা স্বাভাবিক রোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্বভাবের প্রতিকার করা যায় না, অর্থাৎ ঐ সকল স্বাভাবিক রোগের কোন চিকিৎসা নাই।

নির্দ্দিষ্টং দৈবশব্দেন কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদেহিকম্।
হেতুস্তদপি কালেন রোগাণামুপলভ্যতে॥
ন হি কর্ম্ম মহৎ কিঞ্চিৎ ফলং যস্য ন ভুজ্যতে।
ক্রিয়াস্নাঃ কর্ম্মজা রোগাঃ প্রশমং যান্তি তৎক্ষয়াৎ॥

পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম দৈব শব্দে নির্দ্দিষ্ট। দৈব ও যথাকালে রোগোৎপত্তির হেতু বলিয়া উপলব্ধ হয়। এমন ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন কর্ম্মই নাই, যাহার ফল ভোগ করিতে হয় না। কর্ম্মফল জনিত রোগসমূহ চিকিৎসা ব্যর্থ করে, অর্থাৎ চিকিৎসাদ্বারা তাহাদের নিবারণ হয় না; কর্ম্মফলের ক্ষয় হইলেই তাহাদের শান্তি হইয়া থাকে।

অত্যুগ্রশব্দশ্রবণাৎ শ্রবণাৎ সর্ব্বশো ন চ।
শব্দানাঞ্চাতিহীনানাং ভবন্তি শ্রবণাজ্জড়াঃ॥
পরুষোদ্ভীষণাশস্তাপ্রিয়ব্যসনসূচকৈঃ।
শব্দৈঃ শ্রবণসংযোগো মিথ্যাযোগঃ স উচ্যতে॥

অতিশয় উগ্র শব্দের শ্রবণ (অতিযোগ), একবারেই শব্দের অশ্রবণ (অযোগ), এই দুই কারণে শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আর, পরুষ, ভীষণ, অপ্রশস্ত, অপ্রিয় ও অমঙ্গলসূচক শব্দের সহিত শ্রবণের সংযোগ হইলে, তাহাকে শ্রবণের মিথ্যাযোগ কহে।

অসংস্পর্শোঽতিসংস্পর্শো হীনসংস্পর্শ এব চ।
স্পৃশ্যানাং সংগ্রহেণোক্তঃ স্পর্শনেন্দ্রিয়বাধকঃ॥
যো ভূতবিষবাতানামকালেনাগতশ্চ যঃ।
স্নেহশীতোষ্ণসংস্পর্শো মিথ্যাযোগঃ স উচ্যতে॥

অস্পর্শ, অতিস্পর্শ ও হীন সংস্পর্শ, স্পর্শনেন্দ্রিয়ের পীড়াজনক। ভূত বিষ ও প্রবল-বায়ুর সংস্পর্শ, এবং অকালে আগত যে স্নেহ শীত ও উষ্ণের সংস্পর্শ, তাহাকে স্পর্শের মিথ্যাযোগ বলা যায়।

রূপাণাং ভাস্বতাং দৃষ্টির্বিনশ্যতি হি দর্শনাৎ।
দর্শনাচ্চাতিসূক্ষ্মাণাং সর্ব্বশশ্চাপ্যদর্শনাৎ॥
দ্বিষ্টভৈরববীভৎসদূরাতিক্লিষ্টদর্শনাৎ।
তামসানাঞ্চ রূপাণাং মিথ্যাসংযোগ উচ্যতে॥

অতি উজ্জ্বল বস্তুর দর্শন, অতি সূক্ষ্ম বস্তুর দর্শন, এবং একবারে দর্শনের অভাব দ্বারা দৃষ্টি বিনষ্ট হয়। দ্বিষ্ট ভীষণ ও বীভৎস পদার্থের দর্শন, দূরদর্শন, অতিশয় কষ্টের সহিত দর্শন, এবং তামসরূপের দর্শনকে দর্শনের মিথ্যাযোগ কহে।

অত্যাদানবিসর্গাভ্যাং লোকসাত্ম্যাদিভিশ্চ যৎ।
রসানাং বিষমাদানমল্পাদানঞ্চ দূষণম্॥
অতিমূঢ়াতিতীক্ষ্ণানাং গন্ধানামুপসেবনম্।
অসেবনং সর্ব্বশশ্চ ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিনাশনম্॥
পূতিভূতবিষদ্বিষ্টা গন্ধা যে চাপ্যনার্ত্তবাঃ।
তৈর্গন্ধৈর্ঘ্রাণসংযোগো মিথ্যাযোগঃ স উচ্যতে॥

অভ্যাস সাত্ম্যাদি দ্বারা মধুরাদি রসের অতিসেবন, একবারে অসেবন, বিষমভাবে সেবন ও অল্পসেবন, রসনেন্দ্রিয়ের দুষ্টিজনক। অতি মৃদু বা অতি তীক্ষ্ণগন্ধের আঘ্রাণ, এবং সর্ব্বতোভাবে গন্ধের অসেবন ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাশক। পূতিগন্ধ, ভূতগন্ধ, বিষগন্ধ, দ্বিষ্টগন্ধ এবং অকালজাত পদার্থের গন্ধ, এই সকল গন্ধের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে, তাহাকে মিথ্যাযোগ বলা যায়।

ইত্যসাত্ম্যার্থসংযোগস্ত্রিবিধো দোষকোপনঃ।
অসাত্ম্যমিতি তদ্বিদ্যাদ্ যন্ন যাতি সহাত্মতাম্॥

মিথ্যাতিহীনযোগেভ্যো যো ব্যাধিরুপজায়তে।
শব্দাদীনাং স বিজ্ঞেয়ো ব্যাধিরৈন্দ্রিয়কো বুধৈঃ॥
বেদনানামশাতানামিত্যেতে হেতবঃ স্মৃতাঃ।
সুখহেতুর্মতস্ত্বেকঃ সমযোগঃ সুদুর্লভঃ॥

এই ত্রিবিধ অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ দোষ প্রকোপের কারণ। যাহা আত্মীয়তা প্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ যাহাদ্বারা আত্মার উপকার না হয়, তাহাকেই অসাত্ম্য বলিয়া জানিবে। শব্দাদির, মিথ্যাযোগ, অতিযোগ ও হীনযোগ হইতে যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে ঐন্দ্রিয়ক ব্যাধি বলেন। এই ত্রিবিধ অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, অসুখজনক রোগ-সমূহের হেতু। আর শব্দাদির সমযোগই সুখের অর্থাৎ আরোগ্যের কারণ। কিন্তু সমযোগ অতি দুর্লভ।

নেন্দ্রিয়াণি ন চৈবার্থাঃ সুখদুঃখস্য হেতবঃ।
হেতুস্তু সুখদুঃখস্য যোগো দৃষ্টশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
সন্ত্যীন্দ্রিয়াণি সন্ত্যর্থা যোগো ন চ ন চাস্তি রুক্।
ন সুখং কারণং তস্মাদ্‌যোগ এব চতুর্ব্বিধঃ॥
নাত্মেন্দ্রিয়মনো বুদ্ধিগোচরং কর্ম্ম বা বিনা।
সুখদুঃখং যথা যচ্চ বোদ্ধব্যং তৎ তথোচ্যতে॥
স্পর্শনেন্দ্রিয়সংস্পর্শঃ স্পর্শো মানস এব চ।
দ্বিবিধঃ সুখদুঃখানাং বেদনানাং প্রবর্ত্তকঃ॥

সুখ-দুঃখের কারণ ইন্দ্রিয়গণও নহে এবং ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহও নহে। ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ার্থের পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ যোগই সুখ দুঃখের হেতু। ইন্দ্রিয়গণও আছে, ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহও রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সংযোগ যদি না হয়, তবে রোগও হইবেনা এবং আরোগ্যও হইবেনা। অতএব তাহাদের চতুর্ব্বিধ যোগই সুখ-দুঃখের কারণ। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির গোচরীভূত কর্ম্ম ব্যতিরেকে সুখ-দুঃখ হয় না। যে সুখ-দুঃখ যে প্রকারে অনুভূত হয়, তদনুসারেই তাহা অভিহিত হইয়া থাকে। সুখ-দুঃখ অনুভবের প্রবর্ত্তক দুই প্রকার,—স্পর্শনেন্দ্রিয় সংস্পর্শ এবং মানস সংস্পর্শ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থের সহিত প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হয়, তৎপরে তাহাদের সহিত মনের সংস্পর্শ হইলে সুখ-দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে।

বেদনাত্মিকা তৃষ্ণা সুখদুঃখাৎ প্রবর্ত্ততে।
তৃষ্ণা চ সুখদুঃখানাং কারণং পুনরুচ্যতে॥
উপাদত্তে হি সা ভাবান্ বেদনাশ্রয়সংজ্ঞকান্।
ন তে নানুপাদানো নাস্পৃষ্টো বেত্তি বেদনাঃ॥
বেদনানামধিষ্ঠানং মনো দেহশ্চ সেন্দ্রিয়ঃ।
কেশলোমনখাগ্রমল বস্তুভির্বিনা॥

সুখ ও দুঃখ হইতে যথাক্রমে ইচ্ছাত্মিকা তৃষ্ণা প্রবর্ত্তিত হয়। আবার সেই ইচ্ছাত্মিকা বেদনাত্মিকা তৃষ্ণাও সুখ-দুঃখের কারণ বলিয়া অভিহিত হয়। যেহেতু তৃষ্ণাই বেদনার আশ্রয়সংজ্ঞক

ভাবসমূহকে অর্থাৎ দেহ মনঃপ্রভৃতিকে অবলম্বন করে। দেহ মনঃপ্রভৃতি উপাদানের অভাব থাকিলে, অথবা ইন্দ্রিয়ার্থের সহিত স্পৃষ্ট না হইলে, সুখ-দুঃখের অনুভব হয় না। কেশ, লোম, নখাগ্র, এবং মল-মূত্রাদির গুণ ব্যতীত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমস্ত দেহ ও মনঃ, সুখ-দুঃখের আশ্রয় স্থান।

যোগে মোক্ষে চ সর্ব্বাসাং বেদনানামবর্ত্তনম্।
মোক্ষো নিবৃত্তির্নিঃশেষা যোগো মোক্ষপ্রবর্ত্তকঃ
আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং সন্নিকর্ষাৎ প্রবর্ত্ততে।
সুখদুঃখমনারম্ভাদাত্মস্থে মনসি স্থিরে॥
নিবর্ত্ততে তদুভয়ং বশিত্বঞ্চোপজায়তে।
সশরীরস্য যোগজ্ঞাস্তং যোগমৃষয়ো বিদুঃ॥

যোগে ও মোক্ষে সকল বেদনার নিবৃত্তি হয়। সুখ-দুঃখের নিঃশেষ নিবৃত্তিই মোক্ষ, এবং সেই মোক্ষের যাহা প্রবর্ত্তক, তাহাই যোগ। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও ইন্দ্রিয়ার্থের সন্নিকর্ষ হইতে সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয়। মন আত্মাতে স্থিরভাবে অবস্থিত হইলে, কার্য্যের অনারম্ভ হেতু সুখ-দুঃখের নিবৃত্তি হয়, এবং জীবের বশিত্ব জন্মে। যোগজ্ঞ ঋষিগণ এই বশিত্ব অবস্থাকেই যোগ বলিয়া থাকেন।

আবেশশ্চেতসো জ্ঞানমর্থানাং ছন্দতঃ ক্রিয়া।
দৃষ্টিঃ শ্রোত্রং স্মৃতিঃ কান্তিরিষ্টতশ্চাপ্যদর্শনম্॥
ইত্যষ্টবিধমাখ্যাতং যোগিনাং বলমৈশ্বরম্।
শুদ্ধসত্ত্বসমাধানাৎ তৎ সর্ব্বমুপজায়তে॥
মোক্ষো রজস্তমোঽভাবাদ্ বলবৎকর্ম্মসংক্ষয়াৎ।
বিয়োগঃ কর্ম্মসংযোগৈরপুনর্ভাব উচ্যতে॥

চিত্তের আবেশ, সমুদায় বিষয়ের জ্ঞান, ইচ্ছানুরূপ ক্রিয়া দর্শন ও শ্রবণ, স্মৃতি এবং কান্তি, যোগিগণের এই আটপ্রকার ঐশ্বর বল। রজস্তমঃশূন্য নির্ম্মল চিত্তের সমাধিহেতু এই সকল বল উৎপন্ন হইয়া থাকে। রজঃ ও তমোগুণের অভাব, এবং প্রবল কর্ম্ম সমূহের (ধর্ম্মাধর্ম্মের) ক্ষয় হেতু যে কর্ম্ম সংযোগের বিয়োগ, তাহাই মোক্ষ। মোক্ষকে অপুনর্ভাব অর্থাৎ পুনর্জন্মের নাশ কহে।

সতামুপাসনং সম্যগসতাং পরিবর্জ্জনম্।
ব্রতচর্য্যোপবাসশ্চ নিয়মাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ॥
ধারণং ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং বিজ্ঞানং বিজনে রতিঃ।
বিষয়েষ্বরতির্মোক্ষে ব্যবসায়ঃ পরা ধৃতিঃ॥
কর্ম্মণামসমারম্ভঃ কৃতানাঞ্চ পরিক্ষয়ঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যমনহঙ্কারঃ সংযোগে ভয়দর্শনম্॥

মনোবুদ্ধিসমাধানমর্থতত্ত্বপরীক্ষণম্।
তত্ত্বং স্মৃতেরুপস্থানাৎ সর্ব্বমেতৎ প্রবর্ত্ততে॥
স্মৃতিঃ সৎসেবনাদ্যৈশ্চ ধৃত্যন্তৈরুপলভ্যতে।
স্মৃত্যা স্বভাবং ভাবানাং স্মরন্ দুঃখাৎ প্রমুচ্যতে॥

সাধুগণের উপাসনা, অসাধুগণের সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, উপবাস, সর্ব্বপ্রকার নিয়মপালন, ধর্ম্মশাস্ত্রের অভ্যাস, বিজ্ঞান, নির্জ্জনে অবস্থানপ্রিয়তা, বিষয়ে অনাশক্তি, মোক্ষ-সাধনবিষয়ে অধ্যবসায়, অধিক ধৈর্য্য, কর্ম্মের অনারম্ভ, কৃতকর্ম্মের ক্ষয়, গৃহাশ্রম হইতে নিষ্ক্রামণ, অহঙ্কার শূন্যতা, জনসমাগমে ভয়দর্শন, মন ও বুদ্ধির সমাধি, ইন্দ্রিয়ার্থসমূহের তত্ত্ব-পরীক্ষা, এবং তত্ত্বজ্ঞান, এই সকল বিষয় স্মৃতির উপস্থিতি হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। কথিত সাধুসেবা হইতে অতিধৈর্য্য পর্য্যন্ত বিষয় সমূহদ্বারা স্মৃতিদ্বারা ভাবসমূহের স্বভাব স্মরণ করিয়া, যোগিগণ দুঃখ হইতে অর্থাৎ দুঃখজনক জন্মগ্রহণ হইতে মুক্তি লাভ করেন।

বক্ষ্যন্তে কারণান্যষ্টৌ স্মৃতির্যৈরুপজায়তে।
নিমিত্তরূপগ্রহণাৎ সাদৃশ্যাৎ সবিপর্য্যয়াৎ॥
সত্ত্বা-বন্ধাদভ্যাসাজ্ জ্ঞানযোগাৎ পুনঃ শ্রুতাৎ।
দৃষ্টশ্রুতানুভূতানাং স্মরণাৎ স্মৃতিরুচ্যতে॥
এতৎ তদেকময়নং মুক্তৈর্মোক্ষস্য দর্শিতম্।
তত্ত্বস্মৃতিবলং যেন গতা ন পুনরাগতাঃ॥
অয়নং পুনরাখ্যাতমেতদ্‌যোগস্য যোগিভিঃ।
সংখ্যাতধর্ম্মৈঃ সাংখ্যৈশ্চ মুক্তৈর্মোক্ষস্য চায়নম্॥

যে আটটি কারণদ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা বলা যাইতেছে,—নিমিত্তগ্রহণ রূপগ্রহণ, সাদৃশ্যগ্রহণ, অসাদৃশ্যগ্রহণ, মনের অনুবন্ধ, অভ্যাস, জ্ঞান, যোগ ও পুনঃশ্রবণ হইতে, দৃষ্ট শ্রুত বা অনুভূত বিষয়ের স্মরণ হয়, তাহাকেই স্মৃতি কহে। মুক্ত পুরুষগণ এই স্মৃতিকেই মোক্ষের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা তত্ত্ব-স্মৃতিরূপ বল প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়না। বিজ্ঞাতধর্ম্ম জ্ঞানিগণ ও মুক্তপুরুষগণ, স্মৃতিকে যেরূপ মোক্ষের উপায় বলেন, যোগিগণও সেইরূপ ইহাকে যোগের উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

সর্ব্বং কারণবদ্দুঃখমস্বঞ্চানিত্যমেব চ।
ন চাত্মা কৃতকং তদ্ধি তত্র চোৎপদ্যতে স্বতা॥
যাবন্নোৎপদ্যতে সত্যা বুদ্ধির্নৈতদহং যয়া।
নৈতন্মম চ বিজ্ঞায় জ্ঞঃ [illegible]র্ব্বমতিবর্ত্ততে॥
তস্মিংশ্চরমসন্ন্যাসে সমূলাঃ [illegible]ঃ।
সমস্তা জ্ঞানবিজ্ঞানান্নিবৃত্তিং যান্ত্যশেষতঃ॥
অতঃপরং ব্রহ্মভূতো ভূতাত্মা নোপলভ্যতে।
নিঃসৃতঃ সর্ব্বভাবেভ্যশ্চিহ্নং যস্য ন বিদ্যতে॥

গতির্ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্ম তচ্চ ক্ষরমলক্ষণম্ ।
জ্ঞানং ব্রহ্মবিদাঞ্চাত্র নাজ্ঞস্তজ্জ্ঞাতুমর্হতি ॥

যেসকল বস্তু কারণ বিশিষ্ট অর্থাৎ যাহা কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সমুদায় পদার্থ দুঃখপ্রদ, অনাত্মভূত ও অনিত্য। তাহারা আত্মা নহে, কৃতবস্তু; কিন্তু যতদিন সত্যবুদ্ধি উৎপন্ন না হয়, ততদিন তাহাতে আত্মতা বোধ থাকে। যখন সত্য বুদ্ধিদ্বারা, এসকল বস্তু আমি নহি এবং এসকল বস্তু আমার নহে এইরূপ জ্ঞান জন্মে, তখনই সেই জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত অতিক্রম করিতে পারেন। এই সর্ব্বাতিক্রমণরূপ চরম সন্ন্যাস উপস্থিত হইলে, নির্ম্মল জ্ঞান বিজ্ঞান হেতু সমস্ত বেদনা সমূলে ও নিঃশেষরূপে নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। অতঃপর ভূতাত্মা ব্রহ্মভূত হওয়ায়, তাঁহার আর উপলব্ধি করা যায় না। কারণ, তিনি সমুদায় ভাব হইতে নিঃসৃত হওয়ায়, তাঁহার কোন চিহ্ন বিদ্যমান থাকে না। ব্রহ্মই ব্রহ্মবিদ্‌গণের গতি; তিনি অক্ষয় এবং কোন লক্ষণগ্রাহ্য নহেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণই তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন, অন্য ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জানিবার যোগ্য নহে।

তত্র শ্লোকাঃ ।

প্রশ্নাঃ পুরুষমাশ্রিত্য ত্রয়োবিংশতিরুত্তমাঃ ।
কতিধাপুরুষীয়েঽস্মিন্ নির্ণীতাস্তত্ত্বদর্শিনা ॥

এই কতিধাপুরুষীয় অধ্যায়ে, তত্ত্বদর্শী মহর্ষি পুনর্ব্বসু পুরুষকে অবলম্বন করিয়া ত্রয়োবিংশতিটি উৎকৃষ্ট প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
কতিধাপুরুষীয়ম্ নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

—*—

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরক প্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের শারীরস্থানে কতিধা-পুরুষীয় নামক প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

—*—

অথাতোঽতুল্যগোত্রীয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা অতুল্যগোত্রীয় শারীর ব্যাখ্যা করিব।

অতুল্যগোত্রস্য রজঃক্ষয়ান্তে রতাবিসৃষ্টং মিথুনীকৃতস্য ।
কিংস্যাচ্চতুষ্পাৎপ্রভবঞ্চ ষড়্‌ভো যৎ স্ত্রীষু গর্ভত্বমুপৈতি পুংসঃ ॥

প্রশ্ন। স্ত্রীর রজঃক্ষয়ের অন্তে অর্থাৎ ঋতুর তিন দিবসের পরে, তাহার সহিত অতুল্য-গোত্র পুরুষ সঙ্গত হইলে; তাহার নিষৃত নিঃসৃত চতুর্ভূতজ ও ষড়্‌রসজ কোন্ পদার্থ স্ত্রীতে গর্ভরূপে পরিণত হয়?

শুক্রং তদস্য প্রবদন্তি ধীরা যদ্ধীয়তে গর্ভসমুদ্ভবায়।
বায্বগ্নিভূম্যম্বৃগুণপাদবত্তৎ ষড়্ভো রসেভ্যঃ প্রভবশ্চ তস্য ॥

উত্তর। গর্ভরূপে পরিণত হইবার জন্য [redacted] গর্ভাশয়ে সঞ্চিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে শুক্র নামে নির্দ্দেশ করেন। বায়ু, অগ্নি, ভূমি ও জল, এই চারিটি ভূতগুণ এবং মধুরাদি ছয় রস হইতে, সেই শুক্রের উৎপত্তি হয়।

সম্পূর্ণদেহঃ সময়ে সুখঞ্চ গর্ভঃ কথং কেন চ জায়তে স্ত্রী।
গর্ভং চিরাদ্বিন্দতি সপ্রজাপি ভূত্বাথবা নশ্যতি কেন গর্ভঃ ॥

প্রশ্ন। কোন্ হেতুদ্বারা কিরূপে গর্ভ সম্পূর্ণ দেহ হইয়া, যথাসময়ে সুখে প্রসূত হয়? স্ত্রী সন্তানবতী হইয়াও কিকারণে বহুবিলম্বে পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করে? এবং গর্ভ উৎপন্ন হইয়া কি কারণেই বা তাহা নষ্ট হইয়া যায়?

শুক্রাসৃগাত্মাশয়কালসম্পদ্যস্যোপচারাশ্চ হিতৈস্তথার্থৈঃ।
গর্ভশ্চ কালে চ সুখী সুখঞ্চ সঞ্জায়তে সম্পরিপূর্ণদেহঃ ॥

উত্তর। শুক্র শোণিত, আত্মা ও গর্ভাশয় নির্দ্দোষ হইলে এবং তাহার হিতকর আহার-বিহারদ্বারা শুশ্রূষা হইলে গর্ভ সম্পূর্ণদেহ ও সুস্থ হইয়া যথাকালে সুখে প্রসূত হয়।

যোনিপ্রদোষাদ্মনসো- ভিতাপাচ্ছুক্রাসৃগাহারবিহারদোষাৎ।
অকালযোগাদ্বলসংক্ষয়াচ্চ গর্ভং চিরাদ্বিন্দতি সপ্রজাপি ॥

যোনিদোষ, মনস্তাপ, শুক্র শোণিত ও আহার বিহারের দোষ অকালে সঙ্গম এবং বল-ক্ষয় এই সকল কারণে সন্তানবতী স্ত্রীও বহুবিলম্বে পুনর্ব্বার গর্ভ ধারণ করে।

অসৃঙ্নিরুদ্ধং পবনেন নার্য্যা গর্ভং ব্যবস্যন্ত্যবুধাঃ কদাচিৎ।
গর্ভস্য রূপং হি করোতি তস্যান্তদাসৃগস্রাবি বিবর্দ্ধমানম্ ॥
তদগ্নিসূর্য্যশ্রমশোকরোষৈরুষ্ণান্নপানৈরথবা প্রবৃত্তম্।
দৃষ্ট্বাসৃগেকে ন চ গর্ভমজ্ঞাঃ কেচিন্নরা ভূতহৃতং বদন্তি ॥
ওজোঽশনানাং রজনীচরাণামাহারহেতোর্ন শরীরমিষ্টম্।
গর্ভং হরেয়ুর্যদি তে ন মাতুর্লব্ধাবকাশা ন হরেয়ুরোজঃ ॥

বায়ুকর্ত্তৃক স্ত্রীদিগের ঋতুশোণিত কদাচিৎ রুদ্ধ হইলে অজ্ঞব্যক্তিগণ তাহাকে গর্ভ বলিয়া নিশ্চয় করে, কারণ সেই নিরুদ্ধ ঋতুশোণিত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া গর্ভের রূপ ধারণ করে। আবার সেই ঋতুশোণিত যখন অগ্নিসন্তাপ, সূর্য্যাতপ, পরিশ্রম, শোক, ক্রোধ এবং উষ্ণ-বীর্য্য অন্নপান সেবনদ্বারা নিঃসৃত হয়, তখন তাহা দেখিয়া কেহ কেহ বলেন—ইহা গর্ভ নহে কিন্তু অজ্ঞব্যক্তিগণ বলেন—গর্ভ ভূতগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। কিন্তু নিশাচরগণ ওজোভোজী, গর্ভদেহ তাহাদের আহারার্থ অভিলষিত নহে। যদি তাহারা গর্ভহরণের জন্য মাতার শরীরে প্রবেশ করে, তবে অবকাশ পাইয়াও মাতার ওজঃ হরণ করে না কেন?

কস্মাৎ সুতং বা সহিতৌ পৃথগ্বা সুতৌ সুতে বা তনয়ান্ বহূন্ বা।
কস্মাৎ প্রসূতে সুচিরেণ গর্ভমেকোঽভিবৃদ্ধিঞ্চ যমেষ্বপৈতি ॥

প্রশ্ন। কি কারণে কন্যা পুত্র, অথবা যমজ পুত্র-কন্যা, যমজ পুত্র বা যমজ কন্যা কিংবা এককালে বহুপুত্র প্রসব করে? কেনই বা বহুবিলম্বে প্রসব করে? এবং কি কারণেই বা যমজ সন্তানের মধ্যে একটি অধিক বর্দ্ধিত হয়?

রক্তেন কন্যামধিকেন পুত্রং শুক্রেণ তেন দ্বিবিধীকৃতেন।
বীজেন কন্যাঞ্চ সুতঞ্চ সূতে যথাস্ববীজান্যতরাধিকেন॥
শুক্রাধিকং দ্বৈধমুপৈতি বীজং যস্যাঃ সুতৌ সা সহিতৌ প্রসূতে।
রক্তাধিকং বা যদি ভেদমেতি দ্বিধা সুতে সা সহিতে প্রসূতে॥
ভিনত্তি যাবদ্ বহুধা প্রপন্নঃ শুক্রার্ত্তবং বায়ুরতিপ্রবৃদ্ধঃ।
তাবন্ত্যপত্যানি যথাবিভাগং কর্ম্মাত্মকান্যস্ববশাৎ প্রসূতে॥

উত্তর। ঋতুশোণিতের ভাগ অধিক হইলে কন্যা এবং শুক্রের ভাগ অধিক হইলে পুত্র প্রসব করে। বীজ স্বরূপ শুক্রশোণিত দ্বিধা বিভক্ত হইলে এবং একভাগে রক্তের ও একভাগে শুক্রের আধিক্য থাকিলে, যমজ কন্যা ও পুত্র প্রসব করে। আর যদি শুক্রের আধিক্য বিশিষ্ট বীজ দুইভাগে বিভক্ত হয়, তবে যমজ পুত্র, এবং রক্তের আধিক্য বিশিষ্ট বীজ দ্বিধা বিভক্ত হইলে, যমজ কন্যা প্রসব করিয়া থাকে। বায়ু অতিপ্রবৃদ্ধ হইয়া, যদি শুক্রশোণিত বহুভাগে বিভক্ত করে, তবে সেই বিভাগানুসারে অর্থাৎ বীজ যত ভাগে বিভক্ত হয়, তত গুলি সন্তান প্রসব করে। প্রসূতি ও প্রসূতার ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মফলানুসারে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

আহারমাপ্নোতি যদা ন গর্ভঃ শোষং সমাপ্নোতি পরিস্রুতিং বা।
তং স্ত্রী প্রসূতে সুচিরেণ গর্ভং পুষ্টো যদা বর্ষগণৈরপি স্যাৎ॥
কর্ম্মাত্মকত্বাদ্বিষমাংশভেদাচ্ছুক্রাসৃজং বৃদ্ধিমুপৈতি কুক্ষৌ।
একোঽধিকো ন্যূনতরোদ্বিতীয় এবং যমেঽপ্যভ্যধিকো বিশেষঃ॥

গর্ভ আহার না পাইলে, অর্থাৎ মাতৃভুক্ত আহার রস দ্বারা তাহার পরিপোষণ না হইলে, গর্ভ শুষ্ক হইয়া যায়, অথবা গর্ভস্রাব হয়। এইরূপে গর্ভ বহুদিনে পরিপুষ্ট হইলে, স্ত্রীগণ সেই গর্ভ বহুবিলম্বে প্রসব করে। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলানুসারে শুক্রশোণিত বিষমভাগে বিভক্ত হইয়া কুক্ষিমধ্যে বৃদ্ধি পাইলে, যে ভাগ অধিক হয় তাহা অধিক পুষ্ট, এবং যে ভাগ অল্প হয় তাহা অল্প পুষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে যমজ সন্তানের মধ্যেও একের অধিক বৃদ্ধি হয়।

কস্মাদ্দ্বিরেতাঃ পবনেন্দ্রিয়ো বা সংস্কারবাহী নরনারীষণ্ডঃ।
বক্রী তথের্ষাভিরতিঃ কথং বা সঞ্জায়তে বাতিকষণ্ডকো বা॥

প্রশ্ন।—দ্বিরেতাঃ, পবনেন্দ্রিয়, সংস্কারবাহী, নরষণ্ড, নারীষণ্ড, বক্রী, ঈর্ষাভিরতি ও বাতিকষণ্ড নামক বিকৃত সন্তান কি কারণে জন্মে?

বীজাৎ সমাংশাদুপতপ্তবীজাৎ স্ত্রীপুংসলিঙ্গী ভবতি দ্বিরেতাঃ।
শুক্রাশয়ং গর্ভগতস্য হত্বা করোতি বায়ুঃ পবনেন্দ্রিয়ত্বম্॥

উত্তর।—বীজ অর্থাৎ শুক্র শোণিত সমাংশ হইলে, অথবা বাতাদিদোষ কর্ত্তৃক বীজ উপতপ্ত হইলে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সাধারণ চিহ্ন যুক্ত দ্বিরেতাঃ (ক্লীব) জন্মে। (ইহাদের

লিঙ্গ বা যোনি থাকেনা।) বায়ুকর্ত্তৃক গর্ভের শুক্রাশ্রয় বিনষ্ট হইলে, তাহার পবনেন্দ্রিয়ত্ব হয়, অর্থাৎ সেই গর্ভ শুক্রশূন্য হইয়া থাকে।

শুক্রাশয়দ্বারবিঘট্টনেন সংস্কারবাহং হি করোতি বায়ুঃ।
মন্দাল্পবীজাববলাবহর্ষৌ ক্লীবৌ চ হেতুর্বিকৃতিদ্বয়স্য ॥

বায়ুকর্ত্তৃক শুক্রাশয়ের দ্বার বিঘট্টিত হইলে, সংস্কারবাহী জন্মে। (বাজীকরণ ঔষধ সেবনদ্বারা যাহাদের পুংস্ত্ব জন্মে এবং সেই ঔষধ সেবনের অভাবে পুংস্ত্বহীনতা হয়, তাহাদিগকে সংস্কারবাহী কহে।) পিতা মাতার বীজ দুর্ব্বল বা অল্প হইলে, অথবা মৈথুন বিষয়ে তাহাদের হর্ষাভাব হইলে, সেই ক্লৈব্যদোষ বিশিষ্ট পিতামাতাই নরষণ্ড ও নারীষণ্ড এই উভয় বিকৃত সন্তানের কারণ হইয়া থাকে। (যে পুরুষের কার্য্য ও আকার স্ত্রীলোকের ন্যায়, তাহাকে নরষণ্ড কহে। নারীষণ্ডগণ পুরুষদ্বেষী ও স্তনহীন হয়।

মাতুর্ব্যবায়প্রতিঘেন বক্রী স্যাদ্বীজদৌর্ব্বল্যতয়া পিতুশ্চ।
ঈর্ষ্যাভিভূতাবপি মৈথুনার্থহর্ষাতিরেব বদন্তি হেতুম্ ॥

মাতার মৈথুনে অনিচ্ছা এবং পিতার বীজদৌর্ব্বল্য থাকিলে, বক্রী সন্তান জন্মে। (শুক্রভোজন করিলে, যাহাদের শিশ্ন উত্থিত হয়, তাহাদিগকে বক্রী কহে। শাস্ত্রান্তরে বক্রী আসেক্য নামে অভিহিত।) পিতা-মাতা ঈর্ষাভিভূত অথবা মৈথুনে হর্ষহীন থাকিলে, ঈর্ষাভিরতি পুত্র জন্মে। (অপরের মৈথুন দেখিয়া যাহারা মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে ঈর্ষাভিরতি কহে। শাস্ত্রান্তরে ইহারা ঈর্ষ্যক বা দৃষ্টিযোনি নামে নির্দ্দিষ্ট।)

বায্বগ্নিদোষাদ্ বৃষণৌ তু যস্য নাশং গতৌ বাতিকষণ্ডকঃ সঃ।
ইত্যেবমষ্টৌ বিকৃতিপ্রকারাঃ কর্ম্মাত্মকানামুপলক্ষণীয়াঃ ॥

বায়ু ও অগ্নির দোষে যাহাদের বৃষণদ্বয় নষ্ট হইয়া যায়। তাহাকে বাতিকষণ্ড কহে। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের দোষেই এই আটপ্রকার বিকৃতি হইয়া থাকে।

গর্ভস্য সদ্যোঽনুগতস্য কুক্ষৌ স্ত্রীপুংনপুংসামুদরস্থিতানাম্।
কিং লক্ষণং কারণমিষ্যতে কিং সরূপতাং যেন চ যাত্যপত্যম্ ॥

প্রশ্ন।—কুক্ষিমধ্যে গর্ভ সদ্যোজাত হইলে, তাহার লক্ষণ কি? উদরস্থিত স্ত্রী পুরুষ বা নপুংসক গর্ভের লক্ষণ কি? গর্ভ অন্যের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়, তাহার কারণ কি?

নিষ্ঠীবিকা গৌরবমঙ্গসাদঃ প্রহর্ষো হৃদয়ব্যথা চ।
তৃপ্তিশ্চ বীজগ্রহণঞ্চ যোন্যা গর্ভস্য সদ্যোঽনুগতস্য লিঙ্গম্ ॥

উত্তর। নিষ্ঠীবন (থুতুফেলা,) শরীরের গুরুত্ব, অঙ্গের অবসাদ, তন্দ্রা, অপ্রীতি, হৃদয়ে বেদনা, ভোজনে অনিচ্ছা, এবং যোনিদ্বারা বীজগ্রহণ অর্থাৎ মৈথুনান্তে শুক্র নির্গত না হওয়া, এই কয়েকটি সদ্যোজাত গর্ভের লক্ষণ।

সব্যাঙ্গচেষ্টা পুরুষার্থিনী স্ত্রী স্ত্রীস্বপ্নপানাশনশীলচেষ্টা।
সব্যাঙ্গগর্ভা নচ বৃত্তগর্ভা সব্যপ্রদুষ্ট্বা স্ত্রিয়মেব সূতে ॥
পুত্রস্ত্বতো লিঙ্গবিপর্য্যয়েণ ব্যামিশ্রলিঙ্গা প্রকৃতিং তৃতীয়াম্।
গর্ভোপপত্তৌ তু মনঃ স্ত্রিয়া যং জন্তুং ব্রজেত্তৎসদৃশং প্রসূতে ॥

যে গর্ভিণী স্ত্রী বাম অঙ্গদ্বারা গ্রহণ ধারণাদি কার্য্য করে, পুরুষসঙ্গের আকাঙ্ক্ষা করে, যাহার নিদ্রা পান ভোজন ব্যবহার ও কার্য্য স্ত্রী জনোচিত, যাহার গর্ভ বামভাগে অবস্থিত হয়, গর্ভ গোলাকার না হয়, এবং বামস্তনে প্রথম দুগ্ধ সঞ্চয় হয়, সেই স্ত্রী কন্যা প্রসব করে। ইহার বিপরীত লক্ষণ হইলে, পুত্র এবং মিশ্র লক্ষণ হইলে ক্লীব প্রসব করিয়া থাকে। গর্ভোৎপত্তিকালে স্ত্রীর মন যে প্রকার প্রাণীর বিষয় চিন্তা করে, সেই প্রাণীর সদৃশ সন্তান প্রসূত হয়।

গর্ভস্য চত্বারি চতুর্ব্বিধানি ভূতানি মাতাপিতৃসম্ভবানি।
আহারজান্যাত্মকৃতানি চৈব সর্ব্বস্য সর্ব্বাণি ভবন্তি দেহে॥
তেষাং বিশেষাদ্বলবন্তি যানি ভবন্তি মাতাপিতৃকর্ম্মজানি।
তানি ব্যবস্যেৎ সদৃশত্বহেতুং সত্ত্বং যথানূকমপি ব্যবস্যেৎ॥

মাতৃজ, পিতৃজ, আহারজ ও আত্মজ, এই চারি প্রকার চারিটি চারিটি বায়্বাদি ভূতকর্ত্তৃক সকল গর্ভেরই দেহ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে মাতৃজ, পিতৃজ ও আত্মকর্ম্মজ এই ত্রিবিধ ভূতচতুষ্টয়ের মধ্যে যে চারিটিভূত বিশেষ বলবান্ হয়, তাহাই সাদৃশ্যের কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। অর্থাৎ মাতৃজ ভূতচতুষ্টয় বলবান্ হইলে সন্তান মাতার সদৃশ, পিতৃজ ভূতচতুষ্টয় বলবান্ হইলে পিতার সদৃশ এবং আত্মকর্ম্মজ ভূতচতুষ্টয় বলবান হইলে সন্তান আত্মসদৃশ হইয়া থাকে। এইরূপ সাদৃশ্যানুসারে সন্তানের মনও তৎসদৃশ হয়।

কস্মাৎ প্রজাং স্ত্রী বিকৃতাংপ্রসূতে হীনাধিকাঙ্গীংবিকলেন্দ্রিয়াঞ্চ।
দেহাৎ কথং দেহমুপৈতি চান্যমাত্মা সদা কৈরনুবধ্যতে চ॥

প্রশ্ন।—স্ত্রীগণ কি কারণে বিকৃত, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ ও বিকলেন্দ্রিয় সন্তান প্রসব করে? আত্মা কিরূপে একদেহ হইতে অন্যদেহ অবলম্বন করে? এবং কোন্ কোন্ ভাবের সহিত আত্মা সর্ব্বদা অনুবদ্ধ থাকে?

বীজাত্মকর্ম্মাশয়কালদোষৈর্মাতুস্তদাহারবিহারদোষৈঃ।
কুর্ব্বন্তিদোষা বিবিধানিদুষ্টাঃ সংস্থানবর্ণেন্দ্রিয়বৈকৃতানি॥
বর্ষাসু কাষ্ঠাশ্মঘনাম্বুবেগাস্তরোঃ সরিৎস্রোতসি সংস্থিতস্য।
যথৈব কুর্য্যুর্ব্বিকৃতিং তথৈব গর্ভস্য কুক্ষৌ নিয়তস্য দোষাঃ॥

উত্তর।—বীজ (শুক্রশোণিত), আত্মকর্ম্ম, গর্ভাশয় ও কালের দোষ, এবং মাতার আহার-বিহারের দোষ, এই সকল কারণে বাতাদি দোষ দূষিত হইয়া, গর্ভের আকৃতি, বর্ণ ও ইন্দ্রিয়ের বিবিধ বিকৃতি করে। বর্ষাকালে কাষ্ঠ প্রস্তর মেঘ ও জলবেগ, নদীস্রোতঃস্থিত বৃক্ষের যেরূপ বিকৃতি সাধন করে, সেইরূপ বাতাদি দোষও কুক্ষিস্থিত গর্ভের বিকৃতি সম্পাদন করিয়া থাকে।

ভূতৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতঃ স সূক্ষ্মমনোজবো দেহমুপৈতি দেহাৎ।
কর্ম্মাত্মকত্বান্নতু তস্য দৃশ্যং দিব্যং বিনা দর্শনমস্তি রূপম্॥
স সর্ব্বগঃ সর্ব্বশরীরভৃচ্চ স বিশ্বকর্ম্মা স চ বিশ্বরূপঃ।
স চেতনাধাতুরতীন্দ্রিয়শ্চ স নিত্যযুক্তঃ সাধুশয়ঃ স এব॥

রসাত্মমাতাপিতৃসম্ভবানি ভূতানি বিদ্যাদ্দশ ষট্ চ দেহে।
চত্বারি তত্রাত্মনি সংশ্রিতানি স্থিতস্তথাত্মা চ চতুর্ষু তেষু॥

জীবাত্মা কর্ম্মাত্মকত্ব হেতু সূক্ষ্ম চতুর্ভূতের সহিত মনোবেগে এক দেহ হইতে অন্য দেহ অবলম্বন করেন। তাঁহার সেই সূক্ষ্মরূপ দিব্যদৃষ্টি ব্যতীত অন্য দৃষ্টিদ্বারা দর্শন করা যায় না। সেই আত্মা সর্ব্বগত, সর্ব্বশরীর ভরণ কর্ত্তা তিনি বিশ্বকর্ম্মা, তিনিই বিশ্বরূপ তিনি চেতনা-ধাতু, অতীন্দ্রিয়, এবং তিনিই শরীরের সহিত নিত্যসংযুক্ত সুতরাং তিনি রাগাদির অনুবৃত্তি-শালী। রসজ চারিটি, আত্মজ চারিটি, মাতৃজ চারিটি, এবং পিতৃজ চারিটি, সমুদায়ে ষোলটি ভূত দেহে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে চারিটি ভূত আত্মাশ্রিত, এবং আত্মাও সেই চারিটি ভূতে অবস্থিত।

ভূতানি মাতাপিতৃসম্ভবানি রজশ্চ শুক্রঞ্চ বদন্তি গর্ভে।
আপ্যায্যতে শুক্রমসৃক্চ ভূতৈর্যৈস্তানি ভূতানি রসোদ্ভবানি॥
ভূতানি চত্বারি তু কর্ম্মজানি যান্যাত্মলীনানি বিশন্তি গর্ভম্।
স বীজধর্ম্মা হ্যপরাপরাণি দেহান্তরাণ্যাত্মনি যাতি যাতি॥
রূপাদ্বিরূপপ্রভবঃ প্রসিদ্ধঃ কর্ম্মাত্মকানাং মনসো মনস্তঃ।
ভবন্তি যে ত্বাকৃতিবুদ্ধিভেদা রজস্তমঃ কর্ম্ম চ তত্র হেতুঃ॥

গর্ভোৎপাদক রজঃপদার্থকে মাতৃজভূত এবং শুক্রপদার্থকে পিতৃজভূত কহে। শুক্র-শোণিত গর্ভরূপে পরিণত হইয়া, যে ভূতসমূহ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তাহাকেই রসজভূত কহে। আর যে চারিটি ভূত আত্মলীন হইয়া গর্ভে প্রবেশ করে, সেই আত্মজ ভূতচতুষ্টয় কর্ম্মজভূত নামে অভিহিত হয়। ভূতচতুষ্টয়াত্মক সেই জীবাত্মাই বীজধর্ম্মী, অর্থাৎ বীজের অঙ্কুরোৎপাদনে ন্যায়, সেই সূক্ষ্মদেহী ভূতাত্মা স্থূলদেহের উৎপাদন করেন। আত্মা দেহান্তরে গমন করিলে, সেই সূক্ষ্ম ভূতচতুষ্টয়ও তৎসহ গমন করিয়া থাকে। কর্ম্মাত্মক ভূতাত্মার সূক্ষ্মরূপ হইতেই বিশিষ্ট রূপের উৎপত্তি হয়, এবং সেই ভূতাত্মার মন হইতেই মনের বিকাশ হইয়া থাকে। তথাপি প্রতি পুরুষে যে আকৃতি ও বুদ্ধির ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, রজোগুণ তমোগুণ এবং কর্ম্মফলই তদ্বিষয়ের কারণ।

[illegible] পরাত্মা কদাচিন্ন বিমুক্তরূপঃ।
ন কর্ম্মণা নৈবমনোমতিভ্যাং ন চাপ্যহঙ্কারবিকারদোষৈঃ॥
রজস্তমোভ্যাস্তু মনোঽনুবদ্ধং জ্ঞানং বিনা তত্র হি সর্ব্বদোষাঃ।
গতিপ্রবৃত্ত্যোস্তু নিমিত্তমুক্তং মনঃ সদোষং বলবচ্চ কর্ম্ম॥

অতীন্দ্রিয় সেই স্বরূপের সহিত, কর্ম্মফলের সহিত, মন ও মতির সহিত, এবং অহঙ্কার বিকার ও দোষের সহিত ভূতাত্মা কখনই বিমুক্ত হন না। জ্ঞান অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বগুণের অভাবে মন ও রজঃ ও তমোগুণের সহিত সর্ব্বদা অনুবদ্ধ থাকে। এখানে দোষ শব্দদ্বারা সেই জ্ঞান ব্যতীত অপর সমস্তই বুঝিতে হইবে। সদোষ মনঃ, এবং পূর্ব্বজন্মকৃত বলবৎ কর্ম্ম, এই উভয়ই আত্মার একদেহ হইতে অন্যদেহে গমনের কারণ।

রোগাঃ কুতঃ সংশমনং কিমেষাং হর্ষস্য শোকস্য চ কিং নিমিত্তম্।
শরীরসত্ত্বপ্রভবা বিকারাঃ কথং ন শান্তাঃ পুনরাপতেয়ুঃ॥

প্রশ্ন।—রোগসমূহ কি কারণে উৎপন্ন হয়? তাহাদের শান্তির উপায় কি? হর্ষের ও শোকের কারণ কি? শারীর ও মানস রোগ সকল প্রশমিত হইয়া কি উপায়ে পুনরুদ্ভূত হইতে পারে না?

প্রজ্ঞাপরাধো বিষমস্তদর্থা হেতুস্ত্রিধা পা[illegible]ঃ।
সর্ব্বাময়ানাং ত্রিবিধা চ শান্তির্জ্ঞানার্থকালাঃ সমযোগযুক্তাঃ॥
ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়া হর্ষনিমিত্তমুক্তাস্ততোঽন্যথা শোকবশং নয়ন্তি।
শরীরসত্ত্বপ্রভবাস্তু দোষাস্তয়োরবৃত্ত্যা ন ভবন্তি ভূয়ঃ॥
রূপস্য সত্ত্বস্য চ সন্ততির্যা নোক্তস্তদাদির্ন হি সোঽস্তি কশ্চিৎ।
তয়োরবৃত্তিঃ ক্রিয়তে পরাভ্যাং ধৃতিস্মৃতিভ্যাং পরয়া ধিয়া চ॥

উত্তর।—প্রজ্ঞাপরাধ, বিষম ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থের অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগ এবং পরিণাম কাল, এই তিনটি সমুদায় রোগের হেতু। সমযোগযুক্ত জ্ঞান, সমযোগযুক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ এবং সমযোগযুক্ত কাল পরিণাম, এই তিনটিই সকল রোগের শান্তির উপায়। ধর্ম্মানুগত ক্রিয়াসকল হর্ষের কারণ এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্মানুগত কর্ম্মসমূহই মনুষ্যকে শোকাভিভূত করে। শারীর দোষ এবং মানস দোষের অসদ্ভাব হইলেই রোগসকলের পুনরুদ্ভব হয়না। অর্থাৎ রোগ শান্তির পরে সেই রোগারম্ভক বাতাদি শারীর দোষ অথবা রজঃ প্রভৃতি মানস দোষও সম্পূর্ণ নিবারিত হয়, তাহা হইলেই শারীর বা মানস রোগের পুনরুৎপত্তি হইতে পারে না। শরীরের ও মনের প্রবাহ অনাদি, যেহেতু তাহাদের কোনও আদি নাই। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধৃতি স্মৃতি ও বুদ্ধিদ্বারা, সেই শরীরের ও মনের প্রবাহ নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ পরাধৃতি স্মৃতি ও বুদ্ধিদ্বারা, জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ হয়, সুতরাং তখন কোনরূপ রোগাদিরও উৎপত্তি হইতে পারে না।

সত্যাশ্রয়ে বা দ্বিবিধে যথোক্তে পূর্ব্বং গদেভ্যঃ প্রতিকর্ম্মনিত্যম্।
জিতেন্দ্রিয়ং নানুপতন্তি রোগাস্তৎকালযুক্তং যদি নাস্তি দৈবম্॥
দৈবং পুরা যৎ কৃতমুচ্যতে তৎ তৎ পৌরুষং যত্ত্বিহ কর্ম্ম দৃষ্টম্।
প্রবৃত্তিহেতুর্বিষমঃ স দৃষ্টো নিবৃত্তিহেতুস্তু সমঃ স এব॥

যথোক্ত দ্বিবিধ আশ্রয় অর্থাৎ শরীর ও মনঃ বর্ত্তমান থাকিতেও, যদি রোগোৎপত্তির পূর্ব্বেই নিত্য তাহার প্রতিকার করা হয়, অর্থাৎ শারীর দোষ ও মানসদোষের নিবারণ করা হয় এবং তৎকালে ফলপ্রদ কোন দৈব বলবান্ না থাকে, তাহা হইলে সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে কোন রোগই উপতপ্ত করিতে পারে না। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মকে দৈব এবং ইহজন্মকৃত কর্ম্মকে পৌরুষ কহে। এই উভয় জন্মকৃত কর্ম্ম অর্থাৎ দৈব ও পৌরুষ যদি বিষম অর্থাৎ অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগযুক্ত হয়, তবে তাহা রোগোৎপত্তির কারণ হয় এবং দৈব ও পৌরুষ সমযোগ যুক্ত হইলে, তাহা রোগনিবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে।

হৈমন্তিকং দোষচয়ং বসন্তে প্রবাহয়ন্ গ্রৈষ্মিকমভ্রকাংশ্চ।
ঘনাত্যয়ে বার্ষিকমাশু সম্যক্ প্রাপ্নোতি রোগানৃতুজান্ন জাতু॥

নরো হিতাহারবিহাররসেবী সমীক্ষ্য কারী বিষয়েষ্বসক্তঃ।
দাতা সমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবানাপ্তোপসেবী চ ভবত্যরোগঃ॥
জ্ঞানং তপস্তৎপরতা চ যোগে যস্যাস্তি তং নানুপতন্তি রোগাঃ।
মতির্বচঃ কর্ম্ম সুখানুবন্ধি সত্ত্বং বিধেয়ং বিষদা চ বুদ্ধিঃ॥

শীতকালের সঞ্চিত দোষ বসন্তকালে, গ্রীষ্মকালের সঞ্চিত দোষ বর্ষাকালে এবং বর্ষাকালের সঞ্চিত দোষ শরৎকালে নির্হরণ করিলে, ঋতুজনিত রোগ কদাচ ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি হিতকর-আহার-বিহারের সেবা করে, সম্যক্ বিবেচনা করিয়া সমুদায় কার্য্য করে, ইন্দ্রিয় বিষয়ে অনাসক্ত হয়, এবং দাতা, সমদর্শী, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাবান্ ও আপ্তজনের সেবাকারী হয়, সে নীরোগ হইয়া থাকে। যাঁহার জ্ঞান তপস্যা এবং যোগে তৎপরতা আছে, তাঁহাকেও কোন রোগ উপতপ্ত করিতে পারে না। অতএব মতি, বাক্য, কর্ম্ম, মনঃ ও বুদ্ধি যাহাতে বিশদ ও সুখানুবন্ধী হয়, তাহাই বিধেয়।

তত্র শ্লোকঃ।

ইহাগ্নিবেশস্য মহার্থযুক্তং
ষড়্‌বিংশকং প্রশ্নগণং মহর্ষিঃ।
অতুল্যগোত্রে ভগবান্ যথাবন্
নির্ণীতবান্ জ্ঞানবিবর্দ্ধনার্থম্॥

এই অতুল্যগোত্রীয় অধ্যায়ে, ভগবান্ আত্রেয় মহর্ষি অগ্নিবেশের জ্ঞান বিবর্দ্ধনের জন্য, তাহার ষড়্‌বিংশতি প্রশ্নের যথাযথ নির্ণয় করিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
অতুল্যগোত্রীয়ং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

—*—

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরক প্রতি সংস্কৃত তন্ত্রের শারীর স্থানে অতুল্য গৌত্রীয় নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—*—

(খুড্ডীকাগর্ভাবক্রান্তিঃ।)

অথাতঃ খুড্ডীকাং গর্ভাবক্রান্তিং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ॥

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা খুড্ডীকা গর্ভাবক্রান্তি শারীর অর্থাৎ জীবের গর্ভাবক্রমণ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

পুরুষস্যানুপহতরেতসঃ ক্রিয়াশ্চাপ্রদুষ্টযোনিশোণিতগর্ভাশয়স্য যদা ভবতি সংসর্গ ঋতুকালে, যদা চানয়োস্তথৈব যুক্তয়োঃ সংসর্গে তু শুক্রশোণিতসংসর্গমন্তর্গর্ভাশয়গতং জীবোঽবক্রামতি সত্ত্বসম্প্রয়োগাৎ তদা গর্ভোঽভিনির্ব্বর্ত্ততে। স সাত্ম্যরসোপযোগাদরোগোঽভিসংবর্দ্ধতে সম্যগুপচারৈশ্চোপচর্য্যমাণস্ততঃ প্রাপ্তকালঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়োপপন্নঃ পরিপূর্ণসর্ব্বশরীরোবলবর্ণসত্ত্বসংহননসম্পদুপেতঃ সুখেন জায়তে সমুদায়াদেষাং ভাবানাম্। মাতৃজশ্চায়ং গর্ভঃ পিতৃজশ্চাত্মজশ্চ সাত্ম্যজশ্চ রসজশ্চাস্তি চ সত্ত্বসংজ্ঞমুপপাদুকমিতিহোবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ।

অদুষ্টযোনি, অদুষ্টশোণিত ও অদুষ্ট গর্ভাশয়বিশিষ্ট স্ত্রীর সহিত ঋতুকালে অদুষ্টশুক্র পুরুষের সংসর্গ হইলে, এবং সংসর্গজাত সেই শুক্রশোণিত গর্ভাশয়ে অন্তর্নিবিষ্ট হইলে, যখন জীবাত্মা মনোবেগে সেই শুক্রশোণিতকে অবলম্বন করেন, তখনই গর্ভের উৎপত্তি হয়। সেই গর্ভ সাত্ম্যরসের উপযোগহেতু এবং সম্যক্ উপচার দ্বারা উপচর্য্যমাণ হইয়া নীরোগ অবস্থায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তৎপরে যথাকালে সমুদায় ইন্দ্রিয়যুক্ত সম্পূর্ণদেহ এবং বল বর্ণ সত্ত্ব ও আকৃতিসম্পন্ন হইয়া, সমুদায় বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণতাবশতঃ অনায়াসে ভূমিষ্ট হয়। এই গর্ভ মাতৃজ, পিতৃজ, আত্মজ, সাত্ম্যজ, রসজ, এবং মনও ইহার উৎপাদক কারণ। ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলেন।

নেতি ভরদ্বাজঃ। কিং কারণং? ন হি মাতা ন পিতা নাত্মা ন সাত্ম্যং ন পানাশনভক্ষ্যলেহ্যোপযোগা গর্ভং জনয়ন্তি, ন চ পরলোকাদেত্য গর্ভং সত্ত্বসংজ্ঞকমবক্রামতি।

যদি হি মাতাপিতরৌ গর্ভং জনয়েতাং ভূয়স্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পুমাংসশ্চ ভূয়াংসঃ পুত্রকামাঃ, তে সর্ব্বে পুত্রজন্মাভিসন্ধায় মৈথুনমাপদ্যমানাঃ পুত্রানেব জনয়েয়ুর্দুহিতৃর্ব্বা দুহিতৃকামাঃ, ন চ কাশ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ কেচিদ্বা পুরুষা নিরপত্যাঃ স্যুরপত্যকামাশ্চ পরিদেবেরন্।

ভরদ্বাজ কহিলেন, তাহা নহে। কারণ, মাতা, পিতা, আত্মা, সাত্ম্য, এবং পেয় ভোজ্য ভক্ষ্য বা লেহ্য পদার্থের উপযোগ, ইহাদের কেহই গর্ভ উৎপাদন করে না। আর, পরলোক হইতে মনও আসিয়া গর্ভাবক্রমণ করে না। যেহেতু, পিতা মাতা যদি গর্ভোৎপাদন করিতেন, তাহা হইলে, বহুসংখ্যক স্ত্রী এবং বহুসংখ্যক পুরুষ পুত্রাভিলাষী আছেন, তাহারা পুত্রজন্মের অভিসন্ধিতে মৈথুন করিয়া, কেবল পুত্রই উৎপাদন করিতেন, অথবা যাহারা কন্যাভিলাষী, তাঁহারা কেবল কন্যাই উৎপাদন করিতেন। কোন পুরুষই অপত্যহীন হইতেন না, এবং অপত্য কামনায় কাহাকেও পরিতাপ করিতেও হইত না।

ন চাত্মাত্মানং জনয়তি। যদি হ্যাত্মাত্মানং জনয়েৎ জাতো বা জনয়েদজাতো বা জনয়তি? তচ্চোভয়থাপ্যযুক্তম্। ন হি জাতো জনয়তি সত্ত্বাৎ, ন হ্যজাতো জনয়েৎ সত্ত্বাৎ, তস্মাদেষোঽভয়থাপ্যুপ-

পত্তিস্তিষ্ঠতু। অথ তাবদেতদ্‌যদ্যয়মাত্মানং শক্তো জনয়িতুং স্যাৎ, ন স্বেনমিষ্টাস্বেব কথং যোনিষু জনয়েদ্বপিনমপ্রতিহতগতিং কামরূপিণং তেজোবলবর্ণসত্ত্বসংহননসমুদিতমজরমরুজমমর মবংবিধং হ্যাত্মাত্মানমিচ্ছন্নিত্যতো বা ভূয়ঃ।

আত্মাও আত্মাকে জন্মায় না। আত্মাই যদি আত্মাকে জন্মায়, তবে জাত আত্মা আত্মাকে জন্মায়? কিংবা অজাত আত্মা আত্মাকে জন্মায়? ইহার উভয় প্রকারই অযুক্তিযুক্ত; কারণ, জাত আত্মা বিদ্যমানতা বশতঃ জন্মাইতে পারে না, অর্থাৎ যাহা বিদ্যমান আছে, তাহার পুনর্জন্ম অসম্ভব। এবং অজাত আত্মাও নিত্যত্বহেতু জন্মাইতে পারে না অর্থাৎ নিত্য বস্তুর জন্ম অসম্ভব। অতএব উভয় প্রকারই অযুক্তিযুক্ত হইতেছে। আর যদি আত্মা আত্মাকে জন্মাইতেই সমর্থ হয়, তাহা হইলে, আত্মা আপনাকে বশী, অপ্রতিহতগতি, কামরূপী, এবং তেজঃ-বল-বর্ণ-মনঃ-আকৃতি প্রভৃতির সদ্‌গুণ সম্পন্ন, অজর, নীরোগ, অমর, অথবা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর গুণসম্পন্ন করিয়া কেবল ইষ্টযোনিতেই কেন না জন্মায়?

অসাত্ম্যজশ্চায়ং গর্ভঃ, যদি হি সাত্ম্যজঃ স্যাৎ তর্হি সাত্ম্যসেবিনামেবৈকান্তেন ব্যক্তং প্রজা স্যাৎ, অসাত্ম্যসেবিনশ্চ নিখিলেনানপত্যাঃ স্যুস্তচ্চোভয়মুভয়ত্রৈব দৃশ্যতে॥

গর্ভ সাত্ম্যজও নহে। কারণ, গর্ভ যদি সাত্ম্যজ হইত, তবে কেবল সাত্ম্যসেবিগণেরই সন্তান হইত, এবং অসাত্ম্যসেবিগণ একবারে অপত্যহীন হইত। কিন্তু উভয়ই উভয় অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়; অর্থাৎ সাত্ম্যসেবীকেও অপত্যহীন এবং আসাত্ম্যসেবীকেও পুত্রকন্যাবান্ হইতে দেখা যায়।

অরসজশ্চায়ং গর্ভঃ, যদি হি রসজঃ স্যান্ন কেচিৎ স্ত্রীপুরুষেষ্বনপত্যাঃ স্যুর্ন হি কশ্চিদস্ত্যেষাং যো রসান্নোপযুক্তে। শ্রেষ্ঠরসোপযোগিনাং চেদ্‌গর্ভো জায়ত ইত্যভিপ্রেতমিত্যেবং সত্যাজৌরভ্রমার্গমায়ূররসগোক্ষীরদধিঘৃতমধুতৈলসৈন্ধবেক্ষুরসমুদ্গশালিভৃতানাং কেবলেন প্রজা স্যাৎ। শ্যামাকবরকোদ্দালককোরদূষককন্দমূলভক্ষাশ্চ নিখিলেনানপত্যাঃ স্যুস্তচ্চোভয়মুভয়ত্রৈব দৃশ্যতে॥

গর্ভ রসজও নহে। কারণ, গর্ভ যদি রসজ হইত, তাহা হইলে কোন স্ত্রীপুরুষই অপত্যহীন হইত না। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এমন কেহই নাই যে রসের উপযোগ না করে। অথবা শ্রেষ্ঠ রসসেবিগণের গর্ভ হয়, ইহাই যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও, যাহারা ছাগ, মেষ মৃগ ও ময়ূর মাংসের রস, এবং গব্যদুগ্ধ, দধি ঘৃত, মধু, তৈল, সৈন্ধব, ইক্ষুরস, মুগ, ও শালিতণ্ডুলের অন্ন আহার করিয়া পরিপুষ্ট হয়, তাহাদেরই কেবল সন্তান হইত, আর যাহারা শ্যামাক, বরক, উদ্দালক ও কোরদূষক ধান্যের অন্ন এবং কন্দ-মূলাদি ভোজন করে, তাহারা সকলেই সন্তানহীন হইত। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই উভয় প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়; অর্থাৎ শ্রেষ্ঠরসসেবীকেও নিরপত্য এবং নিকৃষ্টরসসেবীকেও অপত্যবান্ দেখা যায়।

ন খল্বপি পরলোকাদেত্য সত্ত্বং গর্ভমবক্রামতি। যদি স্বেনমবক্রামে

স্যাস্য কিঞ্চিদেব পৌর্ব্বদেহিকং স্যাদবিদিতমশ্রুতমদৃষ্টং বা। স চ তচ্চ কিঞ্চিদপি ন স্মরতি তস্মাদেবৈতদ্ভ্রূমহে অমাতৃজশ্চায়ং গর্ভোঽপিতৃজশ্চানাত্মজশ্চাসাত্ম্যজশ্চারসজশ্চ ন চাস্তি সত্ত্বমুপপাদুকমিতি হোবাচ ভরদ্বাজঃ।

মনও পরলোক হইতে আসিয়া গর্ভকে অবলম্বন করে না। মন যদি পরলোক হইতে আসিয়াই গর্ভকে অবলম্বন করিত, তাহা হইলে, পূর্ব্বজন্মের কোন বিষয়ই তাহার অবিদিত অশ্রুত বা অদৃষ্ট থাকিত না। কিন্তু সে পূর্ব্বজন্মের কোন বিষয়ই স্মরণ করিতে পারে না। সেই জন্যই ইহা বলিতেছি, যে গর্ভ, মাতৃজ পিতৃজ আত্মজ সাত্ম্যজ বা রসজ নহে এবং মনও তাহার উপপাদুক নহে। ভরদ্বাজ এই কথা বলিলেন।

নেতি ভগবানাত্রেয়ঃ। নৈভ্যো ভাবেভ্যঃ সমুদিতেভ্যো গর্ভোঽভিনির্ব্বর্ত্ততে। মাতৃজশ্চায়ং গর্ভো ন হি মাতুর্বিনা গর্ভোপপত্তিঃ স্যাৎ, ন চ জন্ম জরায়ুজানাম্। যানি খল্বস্য গর্ভস্য মাতৃজানি যানি চাস্য মাতৃতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্যথা,—ত্বক্ চ লোহিতঞ্চ মাংসঞ্চ মেদশ্চ নাভিশ্চ হৃদয়ঞ্চ ক্লোম চ যকৃচ্চ প্লীহা চ বুক্কৌ চ বস্তিশ্চ পুরীষাধানঞ্চামাশয়শ্চ পক্বাশয়শ্চোত্তরগুদঞ্চাধরগুদঞ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রঞ্চ স্থূলান্ত্রঞ্চ বপা চ বপাবহনঞ্চেতি মাতৃজানি।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, না এরূপ নহে। মাতৃপ্রভৃতি সমুদায় ভাবের সম্মিলন হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হয়। অতএব গর্ভ মাতৃজও বটে; কারণ, মাতার অভাবে গর্ভের উৎপত্তি হয় না, এবং জরায়ুজ জীবেরও জন্ম হইতে পারে না। গর্ভের যাহা যাহা মাতৃজ, অর্থাৎ মাতা হইতে গর্ভের যে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা,—ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদঃ, নাভি, হৃদয়, ক্লোম, যকৃৎ, প্লীহা, বৃক্কদ্বয়, মূত্রাশয়, মলাশয়, আমাশয়, পক্বাশয়, উত্তরগুদ, অধরগুদ, ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূলান্ত্র, বসা ও বসাবহস্রোতঃ গর্ভের এইসকল পদার্থ মাতৃজ।

পিতৃজশ্চায়ং গর্ভো ন হি পিতুর্ঋতে গর্ভোৎপত্তিঃ স্যান্ন চ জন্ম জরায়ুজানাম্। যানি খল্বস্য গর্ভস্য পিতৃজানি যানি চাস্য পিতৃতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্যথা,—কেশশ্মশ্রুনখলোমদন্তাস্থিশিরাস্নায়ুধমন্যঃ শুক্রমিতি পিতৃজানি।

গর্ভ পিতৃজও বলা যায়। কারণ, পিতা ব্যতীত গর্ভের উৎপত্তি হয় না, এবং জরায়ুজ জীবেরও জন্ম হইতে পারে না। গর্ভের যে যে পদার্থ পিতৃজ, অর্থাৎ গর্ভের উৎপত্তিকালে যে যে পদার্থ পিতা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা,—কেশ, শ্মশ্রু, নখ, লোম, দন্ত অস্থি শিরা, স্নায়ু, ধমনী, ও শুক্র, এই সমস্ত পদার্থ পিতৃজ।

আত্মজশ্চায়ং গর্ভো গর্ভাত্মা হ্যন্তরাত্মা যন্তমেনং জীবইত্যাচক্ষতে। শাশ্বতমরুজমজরমমরমক্ষয়মভেদ্যমচ্ছেদ্যমলোড্যং বিশ্বরূপং বিশ্বকর্ম্মাণমকর্ত্তারমিধমক্ষরমপি। স গর্ভাশয়মনুপ্রবিশ্য শুক্রশোণিতাভ্যাং

সংযোগমেত্য গর্ভত্বেন জনয়ত্যাত্মনাত্মানং, আত্মসংজ্ঞা হি গর্ভে তস্য পুনরাত্মনো জন্মানাদিসত্ত্বাশ্চোপপদ্যতে, তস্মাদজাত এবায়ং জাতং গর্ভং জনয়তি জাতোঽপ্যজাতঞ্চ গর্ভং জনয়তি। স চৈব গর্ভঃ কালান্তরেণ বালযুবস্থবিরভাবানবাপ্নোতি স যস্যাং যস্যামবস্থায়াং বর্ত্ততে তস্যাং তস্যাং জাতো ভবতি যা চাস্য পুরস্কৃতা তস্যাং জনিষ্যমাণশ্চ। তস্মাৎ স এব জাতশ্চাজাতশ্চ যুগপদ্ভবতি তস্মিংশ্চৈতদুভয়ং সম্ভবতি জাতত্বঞ্চৈব জনিষ্যমাণত্বঞ্চ। স জাতো জন্যতে স চৈবানাগতেষ্ববস্থান্তরেষ্বজাতো জনয়ত্যাত্মনাত্মানম্। সতো হ্যবস্থান্তরগমনমাত্রমেব হি জন্ম চোচ্যতে তত্র তত্র বয়সি তস্যাং তস্যামবস্থায়াম্। যথা—সতামেব শুক্রশোণিত-জীবানাং প্রাক্‌সংযোগাদ্গর্ভত্বং ন ভবতি তচ্চ সংযোগাদ্ভবতি, যথা চ সতস্তস্যৈব পুরুষস্য প্রাগপত্যাৎ পিতৃত্বং ন ভবতি তচ্চাপত্যাদ্ভবতি। তথা সতস্তস্যৈব গর্ভস্য তস্যাং তস্যামবস্থায়াং জাতত্বমজাতত্বঞ্চোচ্যতে।

গর্ভ আত্মজও বটে। কারণ গর্ভের আত্মাই অন্তরাত্মা, তাহাই জীবনামে অভিহিত হয়। তিনি নিত্য, নিরাময়, অজর, অমর, অক্ষয়, অভেদ্য, অচ্ছেদ্য, অবিচাল্য, বিশ্বরূপ, বিশ্বকর্ম্মা, অব্যক্ত, অনাদি, অনিধন ও অক্ষর। সেই জীবাত্মা গর্ভাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক শুক্রশোনিতের সহিত সংযুক্ত হইয়া, গর্ভরূপে আপনিই আপনাকে উৎপাদন করেন। এই আত্মসংজ্ঞা গর্ভেতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ আত্মা অনাদি ও নিত্য, সুতরাং তাঁহার জন্ম অসম্ভব। অতএব আত্মা অজাত হইয়াও জাত গর্ভের উৎপাদন করেন এবং জাত হইয়াও অজাত গর্ভের উৎপাদন করিয়া থাকেন। গর্ভ কালান্তরে বাল্য যৌবন স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়; সুতরাং আত্মা যে যে অবস্থায় বর্ত্তমান থাকেন, সেই সেই অবস্থায় তাঁহাকে জাত বলা যায়; এবং যে যে অবস্থা তাঁহার অগ্রবর্ত্তী, সেই সেই অবস্থায় তাঁহাকে জনিষ্যমান বলা হয়। এই জন্যই যুগপৎ তাঁহাকে জাত ও অজাত দুইই বলা যাইতে পারে, এবং জাতত্ব ও জনিষ্যমাণত্ব উভয়ই তাঁহতে সম্ভব হয়। আত্মা জাত হইয়াও বর্ত্তমান অবস্থায় আপনিই আপনাকে জন্মাইতেছেন, এবং অনাগত অবস্থায় অজাত থাকিয়াও আপনাকে আপনি জন্মাইতেছেন। অর্থাৎ আত্মা বালত্বে জাত হইয়া ক্রমশঃ আপনি আপনাকে যুবা ও স্থবিরাদিরূপে উৎপাদন করিতেছেন, এবং ভবিষ্যৎ যৌবন-স্থবিরত্বাদি অবস্থায় অজাত থাকিয়াও ক্রমশঃ আপনি আপনাকে সেই সেই অবস্থায় জন্মাইয়া থাকেন। নিত্যবস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্রকেই জন্ম বলা যায়, সুতরাং সেই সেই বয়সে বা সেই সেই অবস্থায় তাঁহার বিদ্যমানতার নাম জন্ম। যেমন, শুক্র শোণিত ও জীব বর্ত্তমান থাকিতেও, পরস্পর সংযোগে পূর্ব্বে তাহাদের গর্ভত্ব হয় না এবং সংযোগ হইলেই গর্ভত্ব হয়, অপিচ যেমন পুরুষ বিদ্যমান থাকিলেও তাহার অপত্য হইবার পূর্ব্বে পিতৃত্ব হয়না এবং অপত্য হইলেও পিতৃত্ব হয়, সেইরূপ গর্ভত্ব প্রাপ্ত আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও সেই সেই অবস্থায় তাঁহার জাতত্ব ও অজাতত্ব উভয়ই কথিত হইয়া থাকে।

ন তু খলু গর্ভস্য ন মাতুর্ন পিতুর্নাত্মনঃ সর্ব্বভাবে যথেষ্টকারিত্ব-মস্তি। তে কিঞ্চিৎ স্ববশাৎ কুর্ব্বন্তি কিঞ্চিৎ কর্ম্মবশাৎ ক্বচিচ্চৈবাং

করণশক্তের্ভবতি কচিন্ন ভবতি। যত্র সত্ত্বাদিকরণসম্পৎ তত্র যথাবলমেব যথেষ্টকারিত্বমতোঽন্যথা বিপর্য্যয়ঃ। ন চ করণদোষাদকারণমাত্মা গর্ভজননে সম্ভবতি দৃষ্টঞ্চ চেষ্টা যোনিরৈশ্বর্য্যং মোক্ষশ্চাস্যাত্মায়ত্তম্। ন হ্যন্যঃ সুখদুঃখয়োঃ কর্ত্তা নচান্যতো গর্ভো জায়তে জায়মানো ন চাঙ্কুরোৎপত্তিরবীজাৎ।

গর্ভ সম্বন্ধে মাতার ও পিতার বা আত্মার কাহারও সর্ব্ববিষয়ে যথেষ্ট কারিতা নাই, অর্থাৎ কেহই ইচ্ছানুরূপ সকল কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহারা কোন কার্য্য স্ববশে করেন, কোন কার্য্য কর্ম্মবশে করেন। কোন স্থলে ইহাদের করণশক্তি অনুসারে কার্য্য হয়, কোথাও বা তাহা হয় না। যেখানে মনঃ প্রভৃতি করণের উৎকর্ষ থাকে, সেই স্থলেই যথাশক্তি যথেষ্টকারিতা ঘটে এবং মনঃ প্রভৃতি করণের উৎকর্ষ না থাকিলে, তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে কিন্তু করণদোষ থাকিলেও গর্ভোৎপত্তি বিষয়ে আত্মা অকারণ নহেন। আত্মবিৎ পণ্ডিতগণ, চেষ্টা, যোনি, ঐশ্বর্য্য ও মোক্ষকে আত্মায়ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আত্মা ভিন্ন আর কেহ সুখ-দুঃখের কর্ত্তা নহেন। যেমন বীজ ব্যতীত অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, সেইরূপ আত্মা ভিন্ন গর্ভও উৎপন্ন হইতে পারে না।

যানি তু খল্বস্য গর্ভস্যাত্মজানি যানি চাস্যাত্মতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা,—তাসু তাসু যোনিষূৎপত্তিরায়ুরাত্মজ্ঞানং মন ইন্দ্রিয়াণি প্রাণাপানৌ প্রেরণং ধারণমাকৃতিস্বরবর্ণবিশেষাঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ চেতনা ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্মৃতিরহঙ্কারঃ প্রযত্নশ্চেত্যাত্মজানি।

গর্ভোৎপত্তিকালে আত্মা হইতে গর্ভের যাহা যাহা উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা,—সেই সেই যোনিতে উৎপত্তি, আয়ু, আত্মজ্ঞান, মনঃ, ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ ও অপান বায়ু, মনঃপ্রভৃতির স্ব স্ব বিষয়ে প্রেরণ, ধারণা, আকৃতি স্বর ও বর্ণের পার্থক্য, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি; অহঙ্কার ও প্রযত্ন, এই গুলি আত্মজ।

সাত্ম্যজশ্চায়ং গর্ভঃ, ন হ্যসাত্ম্যসেবিত্বমন্তরেণ স্ত্রীপুরুষয়োর্বন্ধ্যত্বমস্তি গর্ভে বানিষ্টো ভাবঃ। যাবৎ খল্বসাত্ম্যসেবিনাং স্ত্রীপুরুষাণাং ত্রয়ো দোষাঃ প্রকুপিতাঃ শরীরমুপসর্পন্তো ন শুক্র শোণিতগর্ভাশয়োপঘাতায়োপপদ্যন্তে তাবৎ সমর্থা গর্ভজননায় ভবন্তি। সাত্ম্যসেবিনাং পুনঃ স্ত্রীপুরুষাণামনুপহতশুক্রশোণিতগর্ভাশয়ানামৃতুকালে সন্নিপতিতানাং জীবস্যানবক্রমণাদ্গর্ভো ন প্রাদুর্ভবতি। ন হি কেবলং সাত্ম্যজ এবায়ং গর্ভঃ সমুদয়োঽত্র কারণমুচ্যতে।

গর্ভ সাত্ম্যজও বলা যায়; কারণ, অসাত্ম্যসেবন ব্যতীত স্ত্রীপুরুষের বন্ধ্যত্ব অথবা গর্ভের কোন অনিষ্টভাব হয় না। অসাত্ম্যসেবী স্ত্রী-পুরুষগণের বাতাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া শরীরে বিচরণ পূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত শুক্রশোণিত ও গর্ভাশয়ের উপঘাতক না হয়, সেই পর্য্যন্তই গর্ভোৎপত্তি বিষয়ে তাহারা সমর্থ থাকিতে পারে। আবার সাত্ম্যসেবী স্ত্রী-পুরুষগণের শুক্র শোণিত ও গর্ভাশয় অনুপহত থাকিলেও, এবং ঋতুকালে তাহারা সঙ্গত হইলেও, যদি জীবা-

দ্বারা তাহাতে আবির্ভাব না হয়, তাহা হইলে গর্ভোৎপত্তি হয় না। কিন্তু গর্ভ কেবল সাত্ম্যজ নহে, পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বিষয়ই গর্ভের কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

যানি তু খল্বস্য গর্ভস্য সাত্ম্যজানি যানি চাস্য সাত্ম্যতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা—আরোগ্যমনালস্যমলোলুপত্ব-মিন্দ্রিয়প্রসাদঃ স্বরবর্ণবীজসম্পৎ প্রহর্ষভূয়স্ত্বঞ্চেতি সাত্ম্যজানি।

গর্ভের যাহা যাহা সাত্ম্যজ, এবং গর্ভের জন্মকালে যাহা যাহা সাত্ম্য হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা—আরোগ্য, অনালস্য, অলোলুপতা, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতা, স্বর বর্ণ বীজস্বরূপ শুক্রশোণিতের উৎকর্ষ এবং হর্ষবহুলতা, এইগুলি সাত্ম্যজ।

রসজশ্চায়ং গর্ভো ন হি রসাদৃতে মাতুঃ প্রাণযাত্রাপি স্যাৎ কিং পুনর্গর্ভজন্ম। ন চৈবাস্যাসম্যগুপযুজ্যমানা রসা গর্ভমভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি। ন চ কেবলং সম্পগুপযোগাদেব রসানাং গর্ভাভিনির্ব্বৃত্তির্ভবতি সমুদয়ো-হপ্যত্র কারণমুচ্যতে।

যানি তু খল্বস্য গর্ভস্য রসজানি যানি চাস্য রসতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা—শরীরস্যাভিনির্ব্বৃত্তিরভিবৃদ্ধিঃ প্রাণানু-বন্ধস্তৃপ্তিঃ পুষ্টিরুৎসাহশ্চেতি রসজানি।

গর্ভ রসজও বলা যায়। রস ব্যতীত মাতার প্রাণ ধারণই হইতে পারে না, গর্ভোৎ-পত্তি ত দূরের বিষয়। রস অসম্যগ্ ভাবে সেবিত হইলে, তাহা হইতে গর্ভের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু কেবল রসের সম্যগ্ সেবনেও গর্ভের উৎপত্তি হয় না। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয়ই গর্ভোৎপত্তির কারণ বলিয়া অভিহিত।

গর্ভের যাহা যাহা রসজ এবং গর্ভের জন্মকালে যাহা যাহা রস হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা—শরীরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, প্রাণানুবন্ধ অর্থাৎ প্রাণধারণ, তৃপ্তি, পুষ্টি, ও উৎসাহ; এইগুলি রসজ।

অস্তি খলু সত্ত্বমুপপাদুকং যজ্জীবস্পৃক্ শরীরেণাভিসম্বধ্নাতি। যস্মি-ন্নপগমনপুরস্কৃতে শীলমস্য ব্যাবর্ত্ততে ভক্তির্বিপর্য্যস্যতে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যুপ-তপ্যন্তে বলং হীয়তে ব্যাধয়আপ্যায়ন্তে। যস্মাদ্ধীনঃ প্রাণান্ জহাতি যদিন্দ্রিয়াণামভিগ্রাহকঞ্চ মন ইত্যভিধীয়তে। তৎ ত্রিবিধ-মাখ্যায়তে শুদ্ধং রাজসং তামসঞ্চেতি। যেনাস্য মনো ভূয়িষ্ঠং তেন দ্বিতীয়াযামাজাতৌ সম্প্রয়োগো ভবতি। যদা তু তেনৈব শুদ্ধেন সংযুজ্যতে তদা জাতেরতিক্রান্তায়াশ্চ স্মরতি। স্মার্ত্তং হি জ্ঞানমাত্মন-স্তস্যৈব মনসোঽনুবন্ধাদনুবর্ত্ততে, যস্যানুবৃত্তিং পুরস্কৃত্য পুরুষো জাতি-স্মর ইত্যুচ্যতে ইতি সত্ত্বমুক্তম্।

মনও গর্ভের উপপাদুক অর্থাৎ উৎপত্তিবিষয়ের কারণ। মন জীবাত্মার সহিত নিত্য সম্বন্ধ এবং মনই শরীরের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ করিয়া থাকে। মন অপগত হইবার

উপক্রম করিলে, সেই ব্যক্তির স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়, ভক্তির বিপর্য্যয় ঘটে, ইন্দ্রিয়সমূহ উপতপ্ত হয়, বলের হানি হয় এবং ব্যাধিসকল বর্দ্ধিত হয়। মনোহীন প্রাণী প্রাণত্যাগ করে; কারণ মনই ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়গ্রহণে প্রবর্ত্তক। মন তিন প্রকার; শুদ্ধ অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণের মধ্যে, মন যে গুণের আধিক্যবিশিষ্ট হয়, সেইগুণবিশিষ্ট মন পুরুষের দ্বিতীয় জন্ম পর্য্যন্ত অনুবর্ত্তন করে। মন যদি শুদ্ধ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইয়া, পরজন্মে অনুবর্ত্তিত হয়, তবে, সেই ব্যক্তি গতজন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পারে। সেই মনের অনুবন্ধবশতঃ স্মৃতিজনিত জ্ঞান ও আত্মার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে এবং স্মার্ত্তজ্ঞানের অনুবর্ত্তন জন্য সেই পুরুষ জাতিস্মর বলিয়া অভিহিত হয়। মনের বিবরণ কথিত হইল।

যানি খল্বস্য গর্ভস্য সত্ত্বজানি যান্যস্য সত্ত্বতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা—ভক্তিঃ শীলং শৌচং দ্বেষঃ স্মৃতির্মোহস্ত্যাগো মাৎসর্য্যং শৌর্য্যং ভয়ং ক্রোধস্তন্দ্রোৎসাহস্তৈক্ষ্ণং মার্দ্দবং গাম্ভীর্য্যমনবস্থিতত্বমিত্যেবমাদয়শ্চান্যে তে সত্ত্বজা বিকারা যান্যুত্তরকালং সত্ত্বভেদমধিকৃত্যোপদেক্ষ্যামইতি সত্ত্বজানি। নানাবিধানি তু খলু সত্ত্বানি তানি সর্ব্বাণ্যেকপুরুষে ভবন্তি ন চ ভবন্ত্যেককালম্, একন্তু প্রায়োঽনুবর্ত্ত্যাহ।

যাহা যাহা গর্ভের সত্ত্বজ এবং গর্ভের জন্মকালে যাহা যাহা মন হইতে উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় বর্ণন করিতেছি। যথা,—ভক্তি, শীলতা, শুচিত্ব, দ্বেষ, স্মৃতি, মোহ, ত্যাগ, মাৎসর্য্য, শৌর্য্য, ভয়, ক্রোধ, তন্দ্রা, উৎসাহ, তীক্ষ্ণতা, মৃদুতা, গাম্ভীর্য্য, অনবস্থিতত্ব এবং অন্যান্য যে সকল বিষয় সত্ত্বভেদ অধিকার করিয়া পরে উপদিষ্ট হইবে, তৎসমুদায় সত্ত্বজ। মন নানাপ্রকার এবং এক ব্যক্তিতেই সেই নানাপ্রকার মন থাকে, কিন্তু এক সময়ে নানাপ্রকার থাকে না। মন বস্তুতঃ এক হইলেও সত্ত্বাদিগুণের অনুবৃত্তি অনুসারে তাহা নানাপ্রকার বলিয়া অভিহিত হয়।

এবময়ং নানাবিধানামেষাং গর্ভকরাণাং ভাবানাং সমুদায়াদভিনির্ব্বর্ত্ততে গর্ভো যথা কূটাগারং নানাদ্রব্যসমূহাদ্যথা বা রথো নানাঙ্গসমুদায়াৎ। তস্মাদেতদবোচাম মাতৃজশ্চায়ং গর্ভঃ পিতৃজশ্চাত্মজশ্চ সাত্ম্যজশ্চ রসজশ্চাস্তি চ সত্ত্বমুপপাদুকমিতীতি হোবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ।

যেমন নানাদ্রব্য সমুদায় হইতে কূটাগার এবং নানা রথাঙ্গের সমষ্টি হইতে রথ নির্ম্মিত হয় সেইরূপ এইসকল নানাবিধ গর্ভকারক পদার্থসমূহের সমষ্টি হইতে গর্ভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এজন্যই বলিতেছিলাম, গর্ভ মাতৃজ, পিতৃজ, আত্মজ, সাত্ম্যজ, রসজ এবং সত্ত্বও তাহার উপপাদুক। ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলেন।

ভরদ্বাজ উবাচ। যদ্যয়মেষাং নানাবিধানাং গর্ভকরাণাং ভাবানাং সমুদায়াদভিনির্ব্বর্ত্ততে গর্ভঃ কথময়ং সঙ্ঘীয়তে। যদি চাপি সঙ্ঘীয়তে কস্মাৎ সমুদায়প্রভবঃ সন্ গর্ভো মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়তে মনুষ্যশ্চ মনুষ্যপ্রভব উচ্যতে। তত্র চেদিষ্টমেতদস্মাম্মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ,

তস্মাদেব মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়তে। যথা গৌর্গোপ্রভব যথা চাশ্বোঽশ্ব-প্রভব, ইত্থেবং যৎক্তমগ্রে সমুদায়াত্মক ইতি তদযুক্তং। যদি চ মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ কস্মাজ্জড়ান্ধকুব্জমূকবামনমিন্মিনথব্যঙ্গোন্মত্তকুষ্ঠ-কিলাসিভ্যো জাতাঃ পিতৃসদৃশা ন ভবন্তি। অথাত্রাপি বুদ্ধিরেবং স্যাৎ স্বেনৈবায়মাত্মা চক্ষুষা রূপাণি বেত্তি শ্রোত্রেণ শব্দান্ ঘ্রাণেন গন্ধান্ রসনেন রসান্ স্পর্শনেন স্পর্শান্ বুদ্ধ্যা বোদ্ধব্যমিত্থ নেন হেতুনা জড়া-দিভো জাতাঃ পিতৃসদৃশা ভবন্তি। অত্রাপি প্রতিজ্ঞাহানিদোষঃ স্যাদেব-মুক্তে হ্যাত্মা সংখিন্দ্রিয়েষু জ্ঞঃ স্যাদসৎস্বজ্ঞো যত্র চৈতদুভয়ং সম্ভবতি জ্ঞত্বমজ্ঞত্বঞ্চ স বিকারপ্রকৃতিকশ্চাত্মা নির্ব্বিকারশ্চ। যদি চ দর্শনাদি-ভিরাত্মা বিষয়ান্ বেত্তি নিরিন্দ্রিয়ো দর্শনাদিবিরহাদক্ষঃ স্যাদক্ষত্বাদ-কারণমকারণত্বাচ্চানাত্মেতিবাগ্বস্তুমাত্রমেতদ্বচনমনর্থকং স্যাদিতি হোবাচ ভরদ্বাজঃ।

ভরদ্বাজ ঋষি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন; যদি এই গর্ভ নানাপ্রকার গর্ভকর পদার্থ-সমূহের সাকল্য হইতেই উৎপন্ন হয়, তবে তাহার সংহতি কিরূপে হইয়া থাকে? যদি সংহতিই হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত সমুদায় ভাবজাত গর্ভ কেন মনুষ্যাকারে উৎপন্ন হয়? মনুষ্য হইতে মনুষ্য জন্মে, ইহাই নির্দ্দিষ্ট। মনুষ্য হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হয় বলিয়াই মনুষ্য মনুষ্যাকারে উৎপন্ন হয়; যেমন, গরু হইতে গরু এবং অশ্ব হইতে অশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ বলিলেও, পূর্ব্বে যে গর্ভকে সমুদায়াত্মক বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে। মনুষ্য যদি মনুষ্য প্রভবই হয়, তবে জড়, অন্ধ, মূক, বামন, মিন্‌মিনভাষী, বিকৃতাঙ্গ, উন্মত্ত, কুষ্ঠী ও কিলাস রোগী হইতে জন্ম লাভ করিয়া সেই পুত্র পিতৃসদৃশ হয় না কেন? অথবা এই বিষয়ে যদি এইরূপ বিবেচনা করা যায়, যে গর্ভের আত্মা স্বকীয় চক্ষুর্দ্বারা রূপ দর্শন, কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ, ঘ্রাণদ্বারা গন্ধগ্রহণ, রসনাদ্বারা রসগ্রহণ, স্পর্শেন্দ্রিয়দ্বারা স্পর্শন এবং বুদ্ধিদ্বারা বোদ্ধব্য বিষয়ের অনুভব করেন, সেই হেতুই জড়াদিজাত সন্তান পিতৃসদৃশ হয় না। এইরূপ ব্যবস্থাতেও প্রতিজ্ঞাহানি দোষ ঘটে; কারণ, এইরূপ বলিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে, যে ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকিলেই আত্মা এবং ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান না থাকিলে তিনি অজ্ঞ। যে আত্মার এই জ্ঞত্ব ও অজ্ঞত্ব উভয়ই সম্ভব হইতে পারে, সে আত্মা বিকারপ্রকৃতিক; কিন্তু বস্তুতঃ আত্মা নির্ব্বিকার। আর যদি আত্মা দর্শনাদিদ্বারাই বিষয় সকল অবগত হন, তাহা হইলে দর্শনাদির অভাবে তাঁহাকে অজ্ঞ থাকিতে হয়, অজ্ঞত্ব হেতু তাহাকে গর্ভের কারণ বলা যায় না এবং আত্মার অকারণত্বহেতু গর্ভও অনাত্মা হইয়া পরে। সুতরাং গর্ভ সমুদায়াত্মক পূর্ব্বের এই প্রতিজ্ঞাবাক্য নিরর্থক বাগ্‌বস্তু মাত্র। ভরদ্বাজ ঋষি এইরূপ বলিলেন।

আত্রেয় উবাচ। নন্বস্তাদেতৎ প্রতিজ্ঞাতং সত্ত্বং জীবস্পৃক্ শরীরে-ণাভিসম্বধ্নাতীতি। যস্মাৎ তু সমুদায়প্রভবঃ সন্ স গর্ভো মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়তে মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভব ইত্যুচ্যতে তদ্বক্ষ্যামঃ।

আত্রেয় বলিলেন, পূর্ব্বে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে মন জীবাত্মার সহিত নিত্য সং-সৃষ্ট এবং সেই মনই শরীরের সহিত জীবাত্মাকে সম্বদ্ধ করে। গর্ভ সমুদায় আর হইতে উৎপন্ন

হইয়াও যেরূপে মনুষ্যাকারে পরিণত হয়, এবং যে কারণে মনুষ্যকে মনুষ্যপ্রভব বলা হয়, তাহা বলিতেছি।

ভূতানাং চতুর্ব্বিধা যোনির্ভবতি জরায়ুণ্ডস্বেদোদ্ভিদঃ। তাসাং খলু চতসৃণামপি যোনীনামেকৈকা যোনিরপরিসংখ্যেয়ভেদা ভবতি ভূতানামাকৃতিবিশেষাপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ। তত্র জরায়ুজানামণ্ডজানাং প্রাণিনামেতে গর্ভকরা ভাবা যাং যাং যোনিমাপদ্যন্তে তস্যাং তস্যাং যোনৌ তথাতথারূপা ভবন্তি। তদ্যথা—কনকরজততাম্রত্রপুসীসাস্যাসিচ্যমানানি তেষু তেষু মধূচ্ছিষ্টবিম্বেষু তে যদা মনুষ্যযোনিমাপদ্যন্তে তদা মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়ন্তে। তস্মাৎ সমুদায়প্রভবঃ সন্ স গর্ভো মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়তে মনুষ্যো, মনুষ্যপ্রভব ইত্যুচ্যতে তদ্‌যোনিত্বাৎ।

প্রাণিগণের যোনি চতুর্ব্বিধ, জরায়ু; অণ্ড, স্বেদ ও উদ্ভিদ। এই চারিপ্রকার যোনিরও আবার অসংখ্যপ্রকার বিভেদ আছে, সেইজন্য প্রাণিগণের আকৃতি ভেদ ও অপরিসংখ্যেয়। এই চারিপ্রকার যোনির মধ্যে, জরায়ু ও অণ্ডজাত প্রাণিগণের গর্ভকর পূর্ব্বোক্ত ভাবসমূহ যে যে যোনি প্রাপ্ত হয় সেই সেই যোনিতে সেই সেই রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন, স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র ও সীসা গলাইয়া, কোনরূপ মোমের ছাঁচে ঢালিলে তাহা সেই ছাঁচের অনুরূপ আকৃতিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ গর্ভকারক ভাবসমূহ যখন মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা মনুষ্যাকারে উৎপন্ন হয়। মনুষ্য যোনিতেও মনুষ্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া মনুষ্যকে মনুষ্যপ্রভব বলা হয়।

যচ্চোক্তং যদি চ মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ কস্মান্ন জড়াদিভ্যো জাতাঃ পিতৃসদৃশরূপা ভবন্তীতি তত্রোচ্যতে যস্য যস্য হ্যাঙ্গাবয়বস্য বীজে বীজভাব উপতপ্তো ভবতি তস্য তস্যাঙ্গাবয়বস্য বিকৃতিরূপজায়তে নোপজায়তে চানুপতাপাৎ, তস্মাদুভয়োরূপপত্তিরপ্যত্র। সর্ব্বস্য চাত্মজানীন্দ্রিয়াণি তেষাং ভাবাভাবহেতুর্দৈবং, তস্মান্নৈকান্ততো জড়াদিভো জাতাঃ পিতৃসদৃশরূপা ভবন্তি। ন চাত্মা সৎস্বিন্দ্রিয়েষু জ্ঞোঽসৎসু বা ভবত্যজ্ঞো ন হ্যসত্ত্বঃ কদাচিদাত্মা সত্ত্ববিশেষাচ্চোপলভ্যতে জ্ঞানবিশেষ ইতি।

মনুষ্য যদি মনুষ্যপ্রভবই হয়, তবে জড়াদি মনুষ্য হইতে জাত সন্তান পিতৃ সদৃশ হয় না কেন? পূর্ব্বে যে এই প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহারও উত্তর করিতেছি। যে যে অঙ্গাবয়বের বীজে বীজভাব উপতপ্ত হইয়া যায়, সেই সেই অঙ্গাবয়বের বিকৃতি ঘটে এবং যে যে অবয়বের বীজ ভাব উপতপ্ত না হয়, তাহার বিকৃতিও হইতে পারে না। অতএব বিকৃত পিতার সন্তান অবিকৃত এবং অবিকৃত পিতার সন্তান বিকৃত উভয়ই হইতে পারে। সকলেরই ইন্দ্রিয় সকল আত্মজ এবং সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভাবাভাব বিষয়ে কারণ দৈব অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল। অতএব জড়াদিজাত সন্তান যে জড়াদিই হইবে, এইরূপ নিশ্চয়তা থাকিতে পারে না। ইন্দ্রিয় থাকিলে আত্মাজ্ঞ, এবং ইন্দ্রিয় না থাকিলেই আত্মাজ্ঞ হয়, ইহাও নহে। কারণ আত্মা কখনই অসত্ত্ব অর্থাৎ মনের অনুবন্ধ শূন্য হয় না, সুতরাং মনোবিশেষ হইতেই

আত্মার জ্ঞানবিশেষেরও উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় না থাকিলেও মনঃসংস্পৃষ্ট আত্মার কখনই জ্ঞানের অভাব না হওয়ায় ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তাঁহাকে অজ্ঞ বলা যায় না।

ভবন্তি চাত্র

ন কর্ত্তুরিন্দ্রিয়াভাবাৎ কার্য্যজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে।
যৈঃ ক্রিয়া বর্ত্ততে যাং তু সা বিনা তৈর্ন বর্ত্ততে॥
জ্ঞানমপি মৃদোঽভাবাৎ কুম্ভকৃন্ন প্রবর্ত্ততে।
শৃণুষ্ব বেদমধ্যাত্মমাত্মজ্ঞানবলং মহৎ॥
দেহ ইন্দ্রিয়াণি চ সংক্ষিপ্য মনঃ সংগৃহ্য চঞ্চলম্।
প্রবিশ্যাধ্যাত্মমাত্মজ্ঞঃ স্বে জ্ঞানে পর্য্যবস্থিতঃ॥
সর্ব্বত্র বিহিতজ্ঞানঃ সর্ব্বভাবান্ পরীক্ষতে।
গৃহাণৈষ বেদমপরং ভরদ্বাজবিনির্ণয়ম্॥
নিবৃত্তেন্দ্রিয়বাক্‌চেষ্টঃ সুপ্তঃ স্বপ্নগতো যদা।
বিষয়ান্ সুখদুঃখে চ বেত্তি নাজ্ঞোঽপ্যতঃ স্মৃতঃ॥
নাত্মা জ্ঞানাদৃতে চৈকো জ্ঞানং কিঞ্চিৎ প্রবর্ত্ততে।
ন হ্যেকো বর্ত্ততে ভাবো বর্ত্ততে নাপ্যহেতুকঃ॥
তস্মাজ্‌জ্ঞঃ প্রকৃতিশ্চাত্মা দ্রষ্টা কারণমেব চ।
সর্ব্বমেতদ্ভরদ্বাজ নির্ণীতং জহি সংশয়ম্॥

ইন্দ্রিয়ের অভাবে কর্ত্তার কার্য্যজ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয় না। যে সকল কারণদ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, সেই সকল কারণ ব্যতীত সেই ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। কুম্ভকার কুম্ভ নির্ম্মাণে অভিজ্ঞ হইলেও মৃত্তিকার অভাবে সে কুম্ভ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু অধ্যাত্মবেদ ও মহৎ আত্মজ্ঞানবলের বিষয় শ্রবণ কর। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত এবং চঞ্চল মনকে সংযত করিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মজ্ঞানে অবস্থিত থাকেন, এবং সকল বিষয়ে জ্ঞানশালী হইয়া সমুদায় বিষয়ের পরীক্ষা করেন। ভরদ্বাজ নির্ণীত অপর বেদও শ্রবণ কর।—প্রাণিগণ যখন ইন্দ্রিয় বাক্য ও চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইয়া সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনও তাহারা স্বপ্নগত হইয়া বিষয়সমূহ ও সুখ দুঃখের অনুভব করে। এই কারণেও আত্মাকে অজ্ঞ বলা যায় না। জ্ঞান ব্যতীত একমাত্র আত্মা কিছুই জানিতে সমর্থ হন না। যেহেতু একমাত্র ভাব থাকিতে পারেন না, এবং কোন ভাবই অহেতুক নহে। হে ভরদ্বাজ! সংশয় পরিত্যাগ করিয়া, অতএব আত্মাকেই জ্ঞ, প্রকৃতি, দ্রষ্টা ও কারণ বলিয়া জানিবে।

তত্র শ্লোকৌ

হেতুর্লক্ষ্ম নির্ব্বৃত্তৌ বৃদ্ধৌ জন্মনি চৈব যঃ।
শব্দস্পর্শাভিধ্যা চ ভরদ্বাজ যথাতশ্চ যা॥

প্রতিজ্ঞা প্রতিষেধশ্চ বিষদশ্চাত্মনির্ণয়ঃ।
গর্ভাবক্রান্তিমুদ্দিশ্য খুড্ডীকাং সম্প্রকাশিতম্॥
ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
খুড্ডীকা গর্ভাবক্রান্তির্নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

গর্ভের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও জন্মের হেতু, পুনর্ব্বসুর মত, ভরদ্বাজের মত, প্রতিজ্ঞা, প্রতিষেধ, এবং বিশদ আত্মনির্ণয়, এই সমস্ত বিষয় উদ্দেশ করিয়া, এই খুড্ডীকা গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায় বর্ণিত হইল।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরক প্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের শারীরস্থানে খুড্ডীকা গর্ভাবক্রান্তি নামক তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মহতীং গর্ভাবক্রান্তিং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা মহতী গর্ভাবক্রান্তি শারীর অর্থাৎ গর্ভাবক্রমণসম্বন্ধে বিস্তৃত অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

যতশ্চ গর্ভঃ সম্ভবতি যস্মিংশ্চ গর্ভসংজ্ঞা যদ্বিকারশ্চ গর্ভো যথা চানুপূর্ব্ব্যাভিনির্ব্বর্ত্ততে কুক্ষৌ যশ্চাস্য বৃদ্ধিহেতুর্যতশ্চাস্যাবৃদ্ধির্ভবতি যতশ্চ জায়মানঃ কুক্ষৌ বিনাশং প্রাপ্নোতি যতশ্চ কাৎস্ন্যেনোপঘাতং বিকৃতিমাপদ্যতে তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ।

যাহা হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়, যাহাতে গর্ভসংজ্ঞা প্রদত্ত হয়, যাহার বিকার গর্ভ, যে আনুপূর্ব্বিক নিয়মে কুক্ষিতে গর্ভ উৎপন্ন হয়, যাহা গর্ভের বৃদ্ধিকারণ, যে কারণে গর্ভের বৃদ্ধি হয় না, গর্ভ উৎপন্ন হইয়াও যে কারণে বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং যে কারণে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হইয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছি।

মাতৃতঃ পিতৃতঃ আত্মতঃ সাত্ম্যতো রসতঃ সত্ত্বত ইত্যেতেভো ভাবেভ্যঃ সমুদিতেভো গর্ভঃ সম্ভবতি। তস্য যে যেঽবয়বা যতো যতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্ বিভজ্য মাতৃজাদীনবয়বান্ পৃথক্ পৃথগুক্তমগ্রে। শুক্রশোণিতজীবসংযোগে কুক্ষিগতে গর্ভসংজ্ঞা ভবতি। গর্ভস্তু খল্বন্তরীক্ষবায্বগ্নিতোয়ভূমিবিকারশ্চেতনাধিষ্ঠানভূতঃ এবমনযৈব যুক্ত্যা পঞ্চমহাভূতবিকারসমুদায়াত্মকো গর্ভশ্চেতনাধাত্বধিষ্ঠানভূতঃ, স হ্যস্য ষষ্ঠো ধাতুরুক্তঃ।

মাতা, পিতা, আত্মা সাত্ম্য, রস ও সত্ত্ব সম্মিলিত এই সমস্ত ভাব হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়। গর্ভের যে যে অবয়ব যে যে ভাব হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত অবয়ব মাতৃজাদি

বিভাগানুসারে বিভক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। গর্ভাশয়ে শুক্র শোণিত ও জীবাত্মার সংযোগ হইলে, তাহাই গর্ভনামে অভিহিত হয়। গর্ভ, আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূতের বিকার এবং চেতনার অধিষ্ঠান এই যুক্তি অনুসারেই গর্ভকে পঞ্চ মহাভূত বিকার সমুদায়াত্মক ও চেতনাধাতুর অধিষ্ঠানভূত বলা হয়। চেতনাধাতু গর্ভের ষষ্ঠ ধাতু নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যথা ত্বানুপূর্ব্বাভিনির্ব্বর্ত্ততে কুক্ষৌ তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ। গতে পুরাণে রজসি নবে চারস্থিতে পুনঃ শুদ্ধস্নাতাং স্ত্রিয়মব্যাপন্নযোনিশোণিতগর্ভাশয়ামৃতুমতীমাচক্ষতে। তয়া সহ তথাভূতয়া যদা পুমানব্যাপন্নবীজো মিথ্রীভাবং গচ্ছতি তস্যাহর্ষোদীরিতঃ পরঃ শরীরধাত্বাত্মা শুক্রভূতোঽঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি। স তথা হর্ষভূতেনাত্মনোদীরিতশ্চাধিষ্ঠিতবীজধাতুঃ পুরুষশরীরাদভিনিষ্পদ্যোদিতেন পথা গর্ভাশয়মনুপ্রবিশ্যার্ত্তবেনাভিসংসর্গমেতি। তত্র পূর্ব্বং চেতনাধাতুঃ সত্ত্বকরণো গুণগ্রহণায় পুনঃ প্রবর্ত্ততে। স হি হেতুঃ কারণং নিমিত্তমক্ষরং কর্ত্তা মন্তা বোধয়িতা বোদ্ধা দ্রষ্টা ধাতা ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বরূপঃ পুরুষঃ প্রভবোঽব্যয়ো নিত্যো গুণী গ্রহণং প্রাধান্যমব্যক্তং জীবো জ্ঞঃ প্রকুলশ্চেতনাবান্ প্রভুর্ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চান্তরাত্মা চেতি। স গুণোপাদানকালেঽন্তরীক্ষং পূর্ব্বতরমন্যেভ্যো গুণেভ্য উপাদত্তে যথা প্রলয়াত্যয়ে সিসৃক্ষুর্ভূতান্যক্ষরভূতঃ সত্ত্বোপাদানং পূর্ব্বতরমাকাশাং সৃজতি ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান্ ধাতূন্ বায্বাদিকাংশ্চতুরঃ। তথা দেহগ্রহণেঽপি প্রবর্ত্তমানঃ পূর্ব্বতরমাকাশমেবোপাদত্তে ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান্ ধাতূন্ বায্বাদীংশ্চতুরঃ। সর্ব্বমপি তু খল্বেতদ্ গুণোপাদানমণুনা কালেন ভবতি।

যেরূপে গর্ভ কুক্ষিমধ্যে উৎপন্ন হয়, তাহা আনুপূর্ব্বিক ব্যাখ্যা করিতেছি। পুরাণরজঃ অর্থাৎ পূর্ব্বমাসের সঞ্চিত রজঃ নিঃসৃত হইয়া পুনর্ব্বার নূতন রজঃ সঞ্চিত হইলে, সেই শুদ্ধ স্নাতা এবং অদুষ্ট-যোনি শোণিত-গর্ভাশয়বিশিষ্টা স্ত্রীকে ঋতুমতী বলা হয়। সেইরূপ ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত অদুষ্ট শুক্র পুরুষ সঙ্গত হইলে, শ্রেষ্ঠ শরীর ধাতুরূপ আত্মা হর্ষবেগে উদ্রিক্ত হইয়া শুক্ররূপে প্রতি অঙ্গ হইতে ক্ষরিত হয়। সেই হর্ষোদ্রিক্ত বীজশক্তিসম্পন্ন শুক্র, পুরুষশরীর হইতে ক্ষরিত হইয়া, যোনি পথদ্বারা গর্ভাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক আর্ত্তব শোণিতের সহিত মিলিত হয়। সেই মিলিত শুক্র শোণিতে প্রথমেই মনঃসংসৃষ্ট চেতনাধাতু, আকাশাদি গুণ গ্রহণের জন্য অধিষ্ঠান করেন। সেই চেতনাধাতুই হেতু, কারণ, নিমিত্ত, অক্ষর, কর্ত্তা, মন্তা বোধয়িতা, বোদ্ধা, দ্রষ্টা, ধাতা, ব্রহ্মা, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ, পুরুষ, প্রভব, অব্যয়, নিত্য, গুণী, গ্রহণ, প্রাধান্য, অব্যক্ত, জীব, জ্ঞ, প্রকুল, চেতনাবান্, প্রভু, ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা ও অন্তরাত্মা। গর্ভাশয়গত সেই চেতনাধাতু গুণগ্রহণকালে অন্যান্য গুণগ্রহণের পূর্ব্বেই আকাশ গুণ গ্রহণ করেন। প্রলয়াবসানে ব্রহ্মা যেমন জীবসৃষ্টির অভিলাষ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে আকাশের সৃষ্টি করেন, এবং তৎপরে ক্রমশঃ ব্যক্ততর বায্বাদি ভূত চতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেইরূপ

দেহ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াও পুরুষ প্রথমেই আকাশ গ্রহণ করিয়া, তৎপরে ক্রমশঃ ব্যক্তভর বায়ু প্রভৃতি ধাতু চতুষ্টয়কে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত গুণের অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের গ্রহণ অতি অল্প কালেই হইয়া থাকে।

স তু সর্ব্বগুণবান্ গর্ভত্বমাপন্নঃ প্রথমে মাসি সংমূর্চ্ছিতঃ সর্ব্বধাতু-কলুষীকৃতঃ খেটভূতো ভবত্যব্যক্তবিগ্রহঃ সদসদ্ভূতাঙ্গাবয়বঃ। দ্বিতীয়ে মাসি ঘনঃ সম্পদ্যতে পিণ্ডঃ পেশ্যর্ব্বুদং বা, তত্র ঘনঃ পুরুষঃ স্ত্রী পেশী অর্ব্বুদং নপুংসকম্। তৃতীয়ে মাসি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বাঙ্গাবয়বাশ্চ যৌগপদ্যেনাভিনির্ব্বর্ত্তন্তে। তত্রাস্য কেচিদঙ্গাবয়বা মাতৃজাদীনবয়বান্ বিভজ্য পূর্ব্বমুক্তা যথাবৎ। মহাভূতবিকারপ্রবিভাগেন ত্বিদানীমস্য তাংশ্চৈবাঙ্গাবয়বান্ কাংশ্চিৎ, পর্য্যায়ান্তরেণাপরাংশ্চানুব্যাখ্যাস্যামঃ।

এইরূপে চেতনাধাতু সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও গর্ভত্ব প্রাপ্ত হইয়া, প্রথম মাসে শুক্রশোণিতের সহিত সংমূর্চ্ছিত এবং সর্ব্বধাতুর সহিত সম্মিলিত হয়। তৎকালে তাহা গাঢ় ও অব্যক্তদেহ অবস্থায় থাকে, এবং কতক অঙ্গের সূচনা হয় ও কতক অবয়বের সূচনা হয় না। দ্বিতীয়মাসে ঘনীভূত হইয়া, পিণ্ড পেশী বা অর্ব্বুদের ন্যায় আকৃতিপ্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে পিণ্ডাকার হইলে পুরুষ, পেশীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইলে স্ত্রী অর্ব্বুদাকার হইলে গর্ভ নপুংসক হইয়া থাকে। তৃতীয় মাসে সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং সমুদায় অঙ্গাবয়ব যুগপৎ উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত অবয়বের মধ্যে কতকগুলি অবয়ব মাতৃজাদি ভেদে বিভাগ করিয়া, পূর্ব্বেই যথাযথ কথিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেই সকল এবং অন্যান্য অঙ্গাবয়ব মহাভূত বিকারের বিভাগানুসারে নামান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিব।

মাতৃজাদয়োঽপ্যস্য মহাভূতবিকারাঃ, এব তত্রাস্যাকাশাত্মকঃ শব্দঃ শ্রোত্রং লাঘবং সৌক্ষ্ম্যং বিবেকশ্চ। বায্বাত্মকং স্পর্শঃ স্পর্শনং রৌক্ষ্যং প্রেরণং ধাতুব্যূহনং চেষ্টাশ্চ শারীর্য্যঃ। অগ্ন্যাত্মকং রূপঃ দর্শনং প্রকাশঃ পক্তিরৌষ্ণ্যঞ্চ। অবাত্মকং রসো রসনং শৈত্যং মার্দ্দবং স্নেহঃ ক্লেদশ্চ। পৃথিব্যাত্মকং গন্ধঃ ঘ্রাণং গৌরবং স্থৈর্য্যং মূর্ত্তিশ্চ। এবময়ং লোকসম্মিতঃ পুরুষঃ। যাবন্তো হি লোকে ভাববিশেষাস্তাবন্তঃ পুরুষে যাবন্ত পুরুষে তাবন্তো লোকে ইতি বুধাস্ত্বেবং দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি।

গর্ভের অবয়বসকল মাতৃজাদি হইলেও তাহারা মহাভূতের বিকার। তন্মধ্যে শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয়, শরীরের লঘুতা, সূক্ষ্মতা ও সচ্ছিদ্রতা, এইগুলি আকাশাত্মক। স্পর্শ, স্পর্শনেন্দ্রিয়, রুক্ষতা, প্রেরণ, ধাতুরচনা, এবং শারীরিক চেষ্টাসমূহ বায্বাত্মক। রূপ দর্শনেন্দ্রিয়, প্রকাশ, পরিপাকশক্তি, ও উষ্ণতা, এই গুলি অগ্ন্যাত্মক। রস, রসনেন্দ্রিয়, শৈত্য মৃদুতা, স্নেহ ও ক্লেদ, এইগুলি জলাত্মক। আর গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গৌরব, কঠিনতা ও মূর্ত্তি এইগুলি পৃথিব্যাত্মক। এইরূপে পুরুষ পঞ্চভূতাত্মক জগতের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। জগতে যতগুলি ভাব পুরুষেও ততগুলি ভাব, এবং পুরুষে যতগুলি ভাব, জগতেও ততগুলি ভাব দেখিয়া, পণ্ডিতগণ উভয়কেই একরূপ দেখিয়া থাকেন।

এবমস্যেন্দ্রিয়াণ্যঙ্গাবয়বাশ্চ যৌগপদ্যেনাভিনির্ব্বর্ত্তন্তে অন্যত্র তেভ্যো ভাবেভ্যো যেঽস্য জাতস্যোত্তরকালং জায়ন্তে। তদ্‌যথা দন্তা ব্যঞ্জনানি ব্যক্তীভাবস্তথা যুক্তানি চাপরাণ্যেষা প্রকৃতিঃ। বিকৃতিঃ পুনরতোঽন্যথা। সন্তি খল্বস্মিন্ গর্ভে কেচিচ্চ নিত্যা ভাবাঃ সন্তি চানিত্যাঃ কেচিৎ। তস্য য-এবাঙ্গাবয়বাঃ সন্তিষ্ঠন্তে ত এব স্ত্রীলিঙ্গং পুরুষলিঙ্গং নপুংসক লিঙ্গং বা বিভ্রতি।

গর্ভের ইন্দ্রিয়, এবং জন্মের পরে যে সকল অবয়বের উৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত অঙ্গাবয়ব ব্যতীত অপর অঙ্গাবয়ব সমূহ যুগপৎই উৎপন্ন হয়। জন্মের পরে এই সকল অবয়ব উৎপন্ন হয়;—যথা দন্ত ও শ্মশ্রু প্রভৃতি বিশেষ অবস্থাব্যঞ্জক অবয়ব, এবং এইরূপ অন্যান্য অবয়ব। ইহাই প্রকৃতি, ইহার অন্যথা বিকৃতি। গর্ভের কতকগুলি ভাব নিত্য এবং কতকগুলি ভাব অনিত্য। তন্মধ্যে যে সকল অঙ্গাবয়ব স্থায়ী, তাহারাই স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ও নপুংসক লিঙ্গ ধারণ করে।

ততঃ স্ত্রী-পুরুষযোর্যে বৈশেষিকা ভাবাঃ প্রধানসংশ্রয়া গুণসংশ্রয়াশ্চ তেষাং যতো ভূয়স্ত্বং ততোঽন্যতরভাবঃ। তদ্‌যথা ক্লৈব্যং ভীরুত্বমবৈশারদ্যং মোহোঽবস্থানমধোগুরুত্বমসংহননং শৈথিল্যং মার্দ্দবং গর্ভাশয়বীজভাগস্তথা যুক্তানি চাপরাণি স্ত্রীকরাণি, অতো বিপরীতানি পুরুষকরণ্যুভয়ভাগভাবানি নপুংসককরাণি।

স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কতকগুলি বিশেষভাব প্রধানাশ্রিত অর্থাৎ পুরুষাশ্রিত এবং কতকগুলি ভাব গুণাশ্রিত অর্থাৎ স্ত্রী সংশ্রিত। তন্মধ্যে যে সকল ভাবের আধিক্য থাকে, তদনুসারে তাহারা পুত্রকর অথবা স্ত্রীকর হইয়া থাকে। যথা মৈথুনে অল্প শক্তি, ভীরুতা, মৈথুনে নিপুণতার অভাব, মোহ, অবস্থান (মৈথুনকালে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম), অধোদেহের গুরুত্ব, শরীরে দৃঢ়তার অভাব, লিঙ্গের শিথিলতা, মৃদুতা, গর্ভাশয়ে ও বীজের ভাগ বিশেষ অর্থাৎ গর্ভাশয়ের বামভাগ ও বীজভাগে শোণিতাধিক্য, এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য ভাবসকল স্ত্রীকর। ইহার বিপরীত ভাবসমূহ পুরুষকর এবং উভয়ভাগবিশিষ্ট ভাবসমূহ নপুংসককর।

যস্য যৎকালমেবেন্দ্রিয়াণি সন্তিষ্ঠন্তে তৎকালমেবাস্য চেতসি বেগনামনিবন্ধং প্রাপ্নোতি। তস্মাৎ তদা প্রভৃতি গর্ভঃ স্পন্দতে প্রার্থয়তে চ জন্মান্তরানু তামেব যৎ কিঞ্চিৎ [illegible] ব্যমাচক্ষতে বৃদ্ধাঃ। মাতৃজঙ্ঘাস্য হৃদয়ং মাতৃ[illegible] রসবাহিনীভিঃ সংবাহিনীভিস্তস্মাৎ [illegible]ভক্তিঃ সম্পদ্যতে। তচ্চৈব কারণমবেক্ষমাণা ন দ্বৈহৃদয্যমিমানিতং গর্ভমিচ্ছন্তি কর্ত্তুং, বিমাননে হ্যস্য দৃশ্যতে বিনাশো গর্ভস্য বি[illegible]তির্বা। সমানযোগক্ষেমা হি তদা ভবতি কেষুচিদর্থেষু মাতা তস্মাৎ প্রিয়হিতাভ্যাং গর্ভিণীং বিশেষেণোপচরন্তি কুশলাঃ। তস্যা দ্বৈহৃদয্যস্য চ বিজ্ঞানার্থং লিঙ্গানি সমাসেনোপদেক্ষ্যামঃ। উপচারসম্বোধনং হ্যস্য জ্ঞানে দোষজ্ঞানঞ্চ [illegible] আদিতো লিঙ্গোপচারশ্চ।

যে সময়ে গর্ভের ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হয়, সেই সময়েই তাহার চিত্তে সুখ-দুঃখাদি বেদনার অনুভব হইয়া থাকে। তজ্জন্য সেই সময় হইতেই গর্ভ স্পন্দিত হয়, এবং পূর্ব্ব অনুভূত বিষয়সমূহের প্রার্থনা করে। বৃদ্ধগণ সেই প্রার্থনাকে দৌহৃদর্য্য বলেন। গর্ভের হৃদয় মাতৃজ, মাতার হৃদয়ের সহিত রসবাহিনী ধমনী সকল দ্বারা সেই হৃদয় সম্বদ্ধ থাকে, সেই জন্যই সেই ধমনী সকল দ্বারা গর্ভের আকাঙ্ক্ষা মাতার হৃদয়ে প্রকাশ পায়। ইহা বিবেচনা করিয়াই পণ্ডিতগণ গর্ভকালীন দৌহৃদর্য্যের অবমাননা করিতে ইচ্ছা করেন না। দৌহৃদর্য্যের অবমাননা করিলে, গর্ভের বিনাশ বা বিকৃতি হয়। তৎকালে অনেক বিষয়েই মাতা গর্ভের সহিত সমানযোগক্ষেমা হয়, অর্থাৎ একরূপ আহার বিহার দ্বারা মাতার ও গর্ভের উপরেই স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়। অতএব সদ্বিবেচকগণ প্রিয় ও হিতকর উপচারদ্বারা তৎকালে গর্ভিণীর উপচার করেন। দৌহৃদর্য্য বিষয়ে জ্ঞানের জন্য কতকগুলি সংক্ষিপ্ত লক্ষণ উপদেশ করিতেছি। দৌহৃদর্য্য জ্ঞানে উপচার বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, এবং অন্যথায় দোষের বিষয়ও জানিতে পারা যায়, তজ্জন্যই দৌহৃদর্য্যলক্ষণের উপদেশ বাঞ্ছনীয়।

তদ্‌যথা—আর্ত্তবাদর্শনমাস্যসংস্রবণমন্নাভিলাষশ্ছর্দ্দিররোচকোঽন্ন-কামতা চ বিশেষেণ শ্রদ্ধাপ্রণয়নঞ্চোচ্চাবচেষু ভাবেষু গুরুগাত্রত্বং চক্ষু-ষোগ্লানিঃ স্তন্যমৌষ্ঠয়োঃ স্তনমণ্ডলয়োশ্চ কাৰ্ষ্ণ্যংশ্বয়থুঃ পাদয়োরীষ-ল্লোমরাজ্যুদ্‌গমো যোন্যাশ্চাটালত্বমিতি গর্ভে পর্য্যাগতে রূপাণি ভবন্তি।

দৌহৃদর্য্যলক্ষণ যথা—আর্ত্তব শোণিতের অদর্শন, মুখস্রাব, ভোজনে অনিচ্ছা, বমন, অরুচি, অন্নভোজনে বিশেষ ইচ্ছা, নানাবিধ বিষয়ে অভিলাষ, শরীরের গুরুত্ব, চক্ষুর্দ্বয়ের গ্লানি, দুগ্ধসঞ্চার, ওষ্ঠদ্বয়ে ও স্তনের উপরে কৃষ্ণবর্ণতা, পদদ্বয়ে অত্যন্ত শোথ, লোমরাজির ঈষদ্ উদ্‌গম, এবং যোনির বিস্তৃতি, গর্ভ পর্য্যাগত হইলে অর্থাৎ গর্ভের তৃতীয় মাস হইতে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সা যদ্‌যদিচ্ছেৎ তত্তদস্যৈ দদ্যাদন্যত্র গর্ভোপঘাতকরেভ্যো ভাবেভ্যঃ। গর্ভোপঘাতকরাস্ত্বমে ভাবাঃ, তদ্‌যথা সর্ব্বমতিগুরুষ্ণতীক্ষ্ণং দারুণাশ্চ চেষ্টা ইমাংশ্চান্যানুপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ। দেবতারক্ষোঽনুচরপরিরক্ষণার্থং ন রক্তানি বাসাংসি বিভৃয়ান্ন মদকরাণি মদ্যান্যভ্যবহরেন্ন যানমধিরোহেন্ন মাংসমশ্নীয়াৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রতিকূলাংশ্চ ভাবান্ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। যচ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ স্ত্রিয়ো বিদ্যুঃ। তাসাং খলু পার্থনায়াং কাম-মহিতমস্যৈ হিতেনোপসংহিতং দদ্যাৎ প্রার্থনাবিলয়নার্থম্। প্রার্থনা-সন্ধারণাদ্ধি বায়ুঃ কুপিতোঽন্তঃশরীরমনুচরন্ গর্ভস্যাপদ্যমানস্য বিনাশং বৈরূপ্যং বা কুর্য্যাৎ।

গর্ভিণী যে যে বিষয়ের ইচ্ছা করে, তাহার মধ্যে গর্ভের হানিকর বিষয় ব্যতীত অপর সমস্তই তাহাকে দিবে। এই সকল বিষয় গর্ভের হানিকর, যথা—অতিশয় গুরুপাক উষ্ণবীর্য্য ও তীক্ষ্ণদ্রব্যসমূহ, উৎকট কার্য্য, এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয়সমূহ গর্ভোপঘাতকর বলিয়া বৃদ্ধগণ উপদেশ করেন। দেবতা রাক্ষস এবং তদনুচরগণের আক্রমণ রক্ষার জন্য, গর্ভিণী রক্তবস্ত্র পরিধান করিবেন না, মত্ততাজনক মদ্যসমূহ পান করিবেনা, কোনরূপ যানে

আরোহণ করিবে না, মাংস ভোজন করিবে না, এবং সমুদায় ইন্দ্রিয়ের প্রতিকূল বিষয়-সমূহ দূরে পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীগণ অন্যান্য যে সকল বিষয় গর্ভের হানিকর বলিয়া জানেন, তৎসমুদায়ও পরিত্যাগ করিতে হইবে। অহিতকর বিষয়ে গর্ভিণীর তীব্র প্রার্থনা হইলে, সেই প্রার্থনা পূরণের জন্য অহিতকর পদার্থ হিতকর পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। কারণ, প্রার্থনা পূরণ না করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া শরীর মধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক জায়মান গর্ভের বিনাশ বা বিরূপতা সাধন করে।

চতুর্থে মাসি স্থিরত্বমাপদ্যতে গর্ভস্তস্মাৎ তদা গর্ভিণী গুরুগাত্রত্বমাপদ্যতে বিশেষেণ। পঞ্চমে মাসি গর্ভস্য মাংসশোণিতোপচয়ো ভবত্যধিকমন্যেভ্যো মাসেভ্যস্তস্মাৎ তদা গর্ভিণী কার্শ্যমাপদ্যতে বিশেষেণ। ষষ্ঠে মাসি গর্ভস্য বলবর্ণোপচয়ো ভবত্যধিকমন্যেভ্যো মাসেভ্যস্তস্মাৎ তদা গর্ভিণী বলবর্ণহানিমাপদ্যতে বিশেষেণ। সপ্তমে মাসি গর্ভঃ সর্ব্বভাবৈরাপ্যায্যতে। তস্মাৎ তদা গর্ভিণী ক্লান্ততমা ভবতি। অষ্টমে মাসি গর্ভশ্চ মাতৃতো গর্ভতশ্চ মাতা [illegible]ভিঃ সংবাহিনীভিমুহুর্ম্মুহুরোজঃ পরস্পরত আদদাতি গর্ভস্য সম্পূর্ণত্বাৎ, তস্মাৎ তদা গর্ভিণী মুহুর্ম্মুহুমুদাযুক্তা ভবতি মুহুর্ম্মুহুশ্চ গ্লানা তথাচ গর্ভঃ। তস্মাৎ তদা গর্ভস্য জন্ম ব্যাপত্তিমত্তরত্যধিকমোজসোঽনবস্থিতত্বাৎ। তঞ্চৈবার্থমভিসমীক্ষ্যাষ্টমং মাসমগণ্যমিত্যাচক্ষতে কুশলাঃ। তস্মিন্নেকদিবসাতিক্রান্তেঽপি নবমং মাসমুপাদায় প্রসবকালমিত্যাহুরাদ্বাদশমাসাৎ। এতাবান্ প্রসবকালো বৈকারিকমতঃপরং কুক্ষৌ স্থানং গর্ভস্য। এবময়মনুপূর্ব্ব্যাভিনির্ব্বর্ত্ততে কুক্ষৌ।

চতুর্থ মাসে গর্ভ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য তৎকালে গর্ভিণীর দেহে বিশেষরূপে গুরুত্ব অনুভব হয়। পঞ্চম মাসে গর্ভের মাংস ও শোণিত অন্যান্য মাস অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য সেই সময়ে গর্ভিণী অত্যন্ত কৃশ হইয়া যায়। ষষ্ঠমাসে গর্ভের বল ও বর্ণ অন্যান্য মাস অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য গর্ভিণীর বল-বর্ণের বিশেষ হানি হয়। সপ্তম মাসে গর্ভ সমস্ত ভাবদ্বারা পরিপুষ্ট হয়, সেইজন্য গর্ভিণী তখন অধিক ক্লান্ত হয়। অষ্টম মাসে গর্ভ সম্পূর্ণ হওয়ায়, গর্ভ হইতে মাতা এবং মাতা হইতে গর্ভ পরস্পর পরস্পরের ওজঃপদার্থ মুহুর্মুহুঃ গ্রহণ করে, তজ্জন্য গর্ভিণী ও গর্ভ উভয়ই তখন মুহুর্মুহুঃ হৃষ্ট ও গ্লানিযুক্ত হয়। এইরূপে ওজঃপদার্থের অনবস্থিতি জন্য অষ্টম মাসে গর্ভের জন্ম অধিক বিপত্তিজনক হইয়া থাকে। এই কারণেই পণ্ডিতগণ অষ্টমমাসকে প্রসবকালের মধ্যে গণনা করেন না। অষ্টম মাসের পরে একদিন অতীত হইলেই, নবম মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত সময়কে প্রসবকাল বলেন। ইহাই প্রসবকাল, ইহার অধিককাল গর্ভ কুক্ষিতে থাকিলে তাহা বৈকারিক। এইরূপ আনুপূর্ব্বিক ক্রমে কুক্ষিমধ্যে গর্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মাত্রাদীনাং খলু গর্ভকরাণাং ভাবানাং সম্পদস্তথা বৃত্তসৌষ্ঠবান্মাতুশ্চোপস্নেহোপস্বেদাভ্যাংকালপরিণামাৎ স্বভাবসংসিদ্ধেশ্চ কুক্ষৌ

বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি। মাত্রাদীনামেব খলু গর্ভকরাণাং ভাবানাং ব্যাপত্তি-নিমিত্তমস্যা গর্ভস্য ভবতি। যে ত্বস্য কুক্ষৌ গর্ভহেতুনাখ্যাতা ভাবাস্তেষাং বিপর্য্যয়াদুদরে বিনাশমাপদ্যতেঽথবাপ্যচিরজাতঃ স্যাৎ।

মাতা প্রভৃতি গর্ভকর ভাবসমূহের অবিগুণতা এবং মাতার আচরণাদির উৎকর্ষ বশতঃ, মাতার উপস্নেহ ও উপস্বেদ দ্বারা কাল পরিণামে ও স্বভাব সিদ্ধি অনুসারে, গর্ভ কুক্ষিমধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গর্ভকর ভাবসমূহের ব্যাপত্তি হইতেই গর্ভ উৎপন্ন হয় না। এবং যে সকল ভাব কুক্ষিমধ্যে গর্ভবৃদ্ধির কারণ তাহাদের বিপর্য্যয় ঘটিলে, গর্ভ উদর মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়, অথবা অকালে নির্গত হইয়া যায়।

যতস্তু কাৎস্ন্যেনাবিনশ্যন্ বিকৃতিমাপদ্যতে তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ। যদা স্ত্রিয়া দোষপ্রকোপনান্যাসেবমানায়া দোষাঃ প্রকুপিতাঃ শরীরমুপসর্পন্তঃ শোণিতগর্ভাশয়োপঘাতায়োপপদ্যন্তে ন চ কাৎস্ন্যেন শোণিতগর্ভাশয়ৌ দূষয়ন্তি, তদেয়ং গর্ভং লভতে, তদা গর্ভস্য তস্য মাতৃজানামবয়বানামন্য-তমোঽবয়বো বিকৃতিমেকোঽথবাপদ্যতে। যস্য যস্য হ্যবয়বস্য বীজ-ভাগে দোষাঃ প্রকোপমাপদ্যন্তে তং তমবয়বং বিকৃতিরাবিশতি। যদা হ্যস্যাঃ শোণিতগর্ভাশয়বীজভাগঃ প্রদোষমাপদ্যতে তাং স্ত্রিয়ং তদা বন্ধ্যাং জনয়তি। যদা পুনরস্যাঃ শোণিতগর্ভাশয়বীজভাগাবয়বঃ প্রদোষমা-পদ্যতে তদা পূতিপ্রজাং জনয়তি। যদা ত্বস্যাঃ শোণিতগর্ভাশয়বীজ-ভাগাবয়বঃ স্ত্রীকরাণাঞ্চ বীজভাগানামেকদেশঃ প্রদোষমাপদ্যতে তদা স্ত্র্যাকৃতিভূয়িষ্ঠামস্ত্রিয়ং বার্ত্তাং নাম জনয়তি তাং স্ত্রীব্যাপদমাচক্ষতে। এবমেব পুরুষস্য বীজদোষে পিতৃজাবয়ববিকৃতিং বিদ্যাৎ। যদা হ্যস্য বীজে বীজভাগাবয়বঃ প্রদোষমাপদ্যতে তদা পূতিপ্রজাং জনয়তি। যদা ত্বস্য বীজে বীজভাগাবয়বঃ পুরুষকরণাঞ্চ বীজভাগানামেকদেশঃ প্রদোষ-মাপদ্যতে, তদা পুরুষাকৃতিভূয়িষ্ঠমপুরুষং তৃণপূলিকং নাম জনয়তি তাং পুরুষব্যাপদমাচক্ষতে। এতেন সাত্ম্যজানাং রসজানাং সত্ত্বজানাঞ্চা-বয়বানাং বিকৃতিরপি ব্যাখ্যাতা। নির্ব্বিকারঃ পরস্ত্বাত্মা সর্ব্বভূতানাং নির্ব্বিশেষঃ সত্ত্বশরীরয়োস্তু বিশেষাদ্বিশেষোপলব্ধিঃ।

যে সকল কারণে গর্ভ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হইয়া বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি। দোষ প্রকোপক বিষয়ের উপসেবা দ্বারা স্ত্রীর বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া, শরীরে বিচরণ পূর্ব্বক যখন শোণিত ও গর্ভাশয়ের উপঘাতকর হয়, কিন্তু শোণিত গর্ভাশয় সম্পূর্ণরূপে দূষিত করিতে পারেনা, তখন সেই স্ত্রী গর্ভ ধারণ করে; কিন্তু সেই গর্ভের মাতৃজ অবয়ব সমূহের মধ্যে কোন একটি বা অনেকগুলি অবয়ব বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ যে যে অব-য়বের বীজভাগে দোষসমূহ প্রকুপিত হয়, সেই সেই অবয়বেরও বিকৃতি হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর শোণিত গর্ভাশয় ও বীজভাগ দূষিত হইয়া যায়, সেই স্ত্রী তখন বন্ধ্যা হয়। আবার

যখন স্ত্রীর শোণিত গর্ভাশয় ও বীজভাগের অবয়ব বিশেষ প্রদোষপ্রাপ্ত হয়, তখন সেই স্ত্রী পূতিপ্রজা হয় অর্থাৎ দুর্গন্ধি সন্তান প্রসব করে। যখন শোণিত গর্ভাশয় ও বীজভাগের অবয়ব বিশেষ এবং স্ত্রীজনক বীজভাগের একদেশ প্রদূষিত হয়, তখন সেই স্ত্রীলোকের আকৃতি বহুল কিন্তু স্ত্রীলক্ষণাক্রান্ত নহে এইরূপ বার্ত্তানামক নপুংসক বিশেষ উৎপাদন করে। ইহাকে স্ত্রীব্যাপৎ কহে। এইরূপ পুরুষের বীজভাগ দূষিত হইলে, পিতৃজ অবয়বের বিকৃত ঘটিয়া থাকে। যখন পুরুষের বীজভাগে বীজভাগের অবয়ববিশেষ প্রদোষপ্রাপ্ত হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত পূতিপ্রজা জন্মে। এবং পুরুষের বীজভাগে বীজভাগের অবয়ব বিশেষ ও পুরুষকর বীজভাগের একদেশ দূষিত হইলে, পুরুষাকৃতি বহুল ও অপুরুষ তৃণপুলিক নামক নপুংসক জন্মিয়া থাকে। ইহাকে পুরুষব্যাপৎ কহে। এই বিবরণ দ্বারা সাত্ম্যজ রসজ ও সত্ত্বজ অবয়ব সমূহেরও বিকৃতির বিষয় ব্যাখ্যাত হইল। কেবল আত্মাই নির্ব্বিকার। তিনি পরম পদার্থ এবং সর্ব্বভূতের সম্বন্ধে নির্ব্বিশেষ। মন ও শরীরের পার্থক্য অনুসারে তাঁহার বিশেষত্বের উপলব্ধি হয়।

তত্র ত্রয়স্তু শারীরদোষা বাতপিত্তশ্লেষ্মাণস্তে শরীরং দূষয়ন্তি। দ্বৌ পুনঃ সত্ত্বদোষৌ রজস্তমশ্চ। তৌ সত্ত্বং দূষয়তঃ। তাভ্যাঞ্চ সত্ত্বশরীরাভ্যাং দুষ্টাভ্যাং বিকৃতিরূপজায়তে নোপজায়তে চাদুষ্টাভ্যাম্। তত্র শরীরং যোনিবিশেষাচ্চতুর্ব্বিধমুক্তমগ্রে, ত্রিবিধং খলু সত্ত্বং শুদ্ধং রাজসং তামসমিতি। তত্র শুদ্ধমদোষমাখ্যাতং কল্যাণাংশত্বাৎ। রাজসং সদোষমাখ্যাতং রোষাংশত্বাৎ। তথা তামসমপি সদোষমাখ্যাতং মোহাংশত্বাৎ। তেষান্তু ত্রয়াণামপি সত্ত্বানামেকৈস্য ভেদাগ্রমপরিসংখেয়ং তরতমযোগাচ্ছরীরযোনিবিশেষভ্যশ্চান্যোন্যানুবিধানত্বাচ্চ। শরীরংহি সত্ত্বমনুবিধীয়তে সত্ত্বঞ্চ শরীরং তস্মাৎ কতিচিচ্চ সত্ত্বভেদাননূকাভিনির্দ্দিশেন নিদর্শনার্থমেবানুব্যাখ্যাস্যামঃ।

শারীর দোষ তিনটি; বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা। ইহারা শরীরকে দূষিত করে। মানস দোষ দুইটি; রজঃ ও তমঃ। ইহারা মনকে দূষিত করে। শরীর ও মন উভয়ই দূষিত হইলে, বিকার জন্মে; শরীর ও মন দূষিত না হইলে বিকারের উৎপত্তি হয় না। যোনিভেদানুসারে শরীর চারি প্রকার, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মন তিন প্রকার; শুদ্ধ রাজস ও তামস। নির্দ্দোষ মন শুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়, ইহা কল্যাণাংশবিশিষ্ট। রাজস মন দোষযুক্ত, তাহা রোষাংশবিশিষ্ট। তামস মনও দোষদূষিত, তাহা মোহাংশবিশিষ্ট। সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের তারতম্য অনুসারে এবং শরীর ও মনঃ পরস্পরের অনুবিধান জন্য, শরীর ও যোনিবিশেষানুসারে, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ মনের প্রত্যেকেরই ভেদ অপরিসংখ্যেয়। শরীর সত্ত্বের অনুবিধান করে অর্থাৎ আনুরূপ্য সাধন করে, এবং সত্ত্বও শরীরের অনুবিধান করিয়া থাকে। তাহার উদাহরণার্থ কতকগুলি সত্ত্বভেদ সাদৃশ্য নির্দ্দেশ দ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছি।

তদ্যথা—শুচিং সত্যাভিসন্ধং জিতাত্মানং সংবিভাগিনং জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচনপক্তিসম্পন্নং স্মৃতিমন্তং কামক্রোধলোভমানমোহের্ষ্যাপেতং সমং সর্ব্বভূতেষু ব্রাহ্মং বিদ্যাৎ। ইজ্যাধ্যয়ন-ব্রতহোম-ব্রহ্মচর্য্যপরম-

তিথি-ব্রতমুপশান্তমদমানরাগদ্বেষমোহলোভরোষং, প্রতিভাবচনবিজ্ঞানোপধারণশক্তিসম্পন্নমার্ষং, বিদ্যাৎ। ঐশ্বর্য্যবন্তমাদেয়বাক্যং যজ্বানং শূরমোজস্বিনং তেজসোপেতমক্লিষ্টকর্ম্মাণং দীর্ঘদর্শিনং ধর্ম্মার্থকামাভিরতমৈন্দ্রং বিদ্যাৎ। লেখাস্থবৃত্তং প্রাপ্তকারিণমসংহার্য্যুত্থানবন্তং স্মৃতিমন্তমৈশ্বর্য্যালম্বিন ব্যপগতরাগদ্বেষমোহং যাম্যং বিদ্যাৎ। শূরং ধীরং শুচিমশুচিদ্বেষিণং যজ্বানমম্ভোবিহাররতিমক্লিষ্টকর্ম্মাণং স্থানকোপপ্রসাদং বারুণং বিদ্যাৎ। স্থানমানোপভোগং পরিবারসম্পন্নং সুখবিহারং ধর্ম্মার্থকামনিত্যং শুচিং ব্যক্তকোপপ্রসাদং কৌবেরং বিদ্যাৎ। প্রিয়নৃত্যগীতবাদিত্রোল্লাপকং শ্লোকাখ্যায়িকেতিহাসপুরাণেষু কুশলং গন্ধমাল্যেনুলেপনবসনস্ত্রীবিহারকামনিত্যমনসূয়কং গান্ধর্ব্বং বিদ্যাৎ। ইত্যেবং শুদ্ধসত্ত্বস্য সপ্তবিধং ভেদাংশং বিদ্যাৎ কল্যানংশত্বাৎ। তৎসংযোগাৎ তু ব্রাহ্ম্যমত্যন্তশুদ্ধং ব্যবস্যেৎ।

যথা,—শুচি, সত্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বিবেচক, জ্ঞান বিজ্ঞান বচন ও প্রতিবচনে শক্তিসম্পন্ন, স্মৃতিমান্, কাম ক্রোধ লোভ মান মোহ ঈর্ষা ও হর্ষদ্বারা অনভিভূত, এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তিকে ব্রাহ্মসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। যজন, অধ্যয়ন, ব্রত, হোম, ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিপালক, অতিথিব্রত-পরায়ণ, মদ মান রাগ দ্বেষ মোহ লোভ ও রোষ দ্বারা অনভিভূত এবং প্রতিভা, বচন, বিজ্ঞান ধারণার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে আর্য্যসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। ঐশ্বর্য্যবান্ গ্রাহ্য বাক্যবাদী, যজনশীল, মুর, ওজস্বী, তেজঃসম্পন্ন, অক্লিষ্টকর্ম্মা, দীর্ঘদর্শী, ও ধর্ম্মার্থকাম নিরত ব্যক্তিকে ঐন্দ্রসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। যথানিয়মচারী, উপস্থিত কার্য্যকারী, অপ্রতিবার্য্য উন্নতিশীল স্মৃতিমান্, ঐশ্বর্য্যশালী, এবং রাগ, ঈর্ষা, দ্বেষ ও মোহদ্বারা অনভিভূত ব্যক্তিকে যাম্যসত্ত্ব জানিবে। শূর, ধীর, শুচি, অশুচিদ্বেষী, যাজ্ঞিক, জলবিহারপ্রিয়, অক্লিষ্টকর্ম্মা, এবং যথাস্থানে ক্রোধ ও অনুগ্রহকারী ব্যক্তিকে বারুণসত্ত্ব জানিবে। যিনি যথাস্থানে অভিমান ও উপভোগ করেন, পরিবার সম্পন্ন, সুখবিহারী, ধর্ম্মার্থকাম পরায়ণ, শুচি, এবং যাঁহার ক্রোধ ও অনুগ্রহ প্রকাশ পায়, তাঁহাকে কৌবেরসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। নৃত্য গীত বাদ্য ও গল্প যাঁহার প্রিয়, যিনি শ্লোক ও আখ্যায়িকা ইতিহাস ও পুরাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, গন্ধ মাল্য, অনুলেপন বসন ও স্ত্রীবিহারে যিনি নিত্য অনুরক্ত, এবং যিনি অসূয়াশূন্য তাঁহাকে গান্ধর্ব্বসত্ত্ব জানিবে। এই সাত প্রকার সত্ত্বকে কল্যাণাংশত্ব জন্য শুদ্ধ সত্ত্বের ভেদাংশ বলিয়া জানিবে। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মসত্ত্বকে সত্ত্বগুণের বহুলতা জন্য অত্যন্ত শুদ্ধ জানিবে।

শূরং চণ্ডমসূয়কমৈশ্বর্য্যবন্তমৌদরিকং রৌদ্রমনুক্রোশকমাত্মপূজকমাসুরং বিদ্যাৎ। অমর্ষিণমনুবন্ধকোপং ছিদ্রপ্রহারিণং ক্রূরমাহারাতিমাত্ররুচিমামিষপ্রিয়তমং স্বপ্নায়াসবহুলমীর্ষুং রাক্ষসং বিদ্যাৎ। মহালসং ক্লৈব্যং স্ত্রীরহস্কামম্ অশুচিং শুচিদ্বেষিণং ভীরুং ভীষয়িতারং বিহারশীলং পৈশাচং বিদ্যাৎ। [illegible] তীক্ষ্ণমায়াসবহুলং মন্ত্রগুহ্যগোচরমাহারবিহারপরং সার্পং বিদ্যাৎ। আহারকামমতিদুঃখশীলাচারোপচার-

মসূয়কমসবিতানিনমতিলোলুপমকর্ম্মশীলং প্রৈতং বিদ্যাৎ। অনুষক্ত-কামমজস্রমাহারবিহারপরমনবস্থিতমমর্ষিণমসঞ্চয়ং শাকুনং বিদ্যাৎ। ইত্যেবং খলু রাজসস্য সত্ত্বস্য ষড়্‌বিধং ভেদাংশং বিদ্যাদ্ রোষাংশত্বাৎ।

শূর, প্রচণ্ড, অসূয়াকারী, ঐশ্বর্য্যবান্, বহুভোজী, উগ্রস্বভাব, নির্জ্জয় ও আত্মম্ভরী ব্যক্তিকে অসুরসত্ত্ব জানিবে। যে ক্রোধালু, যাহার ক্রোধ দীর্ঘকালস্থায়ী, সামান্য কারণেই যে অন্যকে প্রহার করে, যে ক্রূরস্বভাব, আহারে যাহার অত্যন্ত রুচি, মাংসভোজন যাহার অতিপ্রিয়, যে অতি নিদ্রালু, অতি পরিশ্রমী ও ঈর্ষাপরায়ন, তাহাকে রাক্ষসসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। অত্যন্ত অলস, স্ত্রৈন্য, স্ত্রীগণের সহিত নির্জ্জনে বাস করিতে অভিলাষী, অশুচি, শুচিদ্বেষী, ভীরু, ভয়প্রদর্শক ও বিহারশীল ব্যক্তিকে পৈশাচসত্ত্ব জানিবে। যে ক্রোধের অবস্থায় শূর ও অক্রোধের অবস্থায় ভীরু, তীক্ষ্ণপ্রকৃতি বহু পরিশ্রমী, মন্ত্রণাভিজ্ঞ, এবং আহার বিহার পরায়ণ, তাহাকে সার্পসত্ত্ব জানিবে। যে ব্যক্তি আহারপ্রিয়, যাহার স্বভাব, আচার ও উপচার দুঃখজনক, যে অসূয়াপরায়ণ, হিতাহিত বিভাগে জ্ঞানহীন, অতিলোলুপ, এবং অকর্ম্মশীল, তাহাকে প্রেত্যসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। যে সর্ব্বদা কামনাসক্ত, নিরন্তর আহার-বিহারে রত, অনবস্থিত, ক্ষমাহীন ও সঞ্চয়বিহীন, তাহাকে শাকুনসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। এই ছয়প্রকার সত্ত্বকে রোষাংশত্ব হেতু রাজস সত্ত্বের ভেদাংশ জানিবে।

নিরাকরিষ্ণুমধমবেশংজুগুপ্সিতাচারাহারবিহারমৈথুনপরং স্বপ্নশীলং পাপবং বিদ্যাৎ। ভীরুমবুধমাহারলুব্ধমনবস্থিতমসূয়কামক্রোধং সরণ-শীলং তোয়কামং মৎস্যং বিদ্যাৎ। অলসং কেবলমভিনিবিষ্টমাহারে সর্ব্ববুদ্ধ্যঙ্গহীনং বানস্পত্যং বিদ্যাৎ। ইত্যেবং খলু তামসস্য সত্ত্বস্য ত্রিবিধং ভেদাংশং বিদ্যান্মোহাংশত্বাৎ। ইত্যপরিসংখ্যেয়ভেদানাং খলু ত্রয়াণামপি সত্ত্বানাং ভেদৈকদেশো ব্যাখ্যাতঃ।

সর্ব্ববিষয়ে নিরাকরণশীল, নীচবেশ, ঘৃণিত আচার, আহার বিহার ও মৈথুনে আসক্ত, এবং নিদ্রালু ব্যক্তিকে পাপবসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। ভীরু, নির্ব্বোধ, আহারলুব্ধ, অনবস্থিত, কাম-ক্রোধাসক্ত, ভ্রমণশীল ও জলপ্রিয় ব্যক্তিকে মাৎসসত্ত্ব জানিবে। যে অলস, কেবল আহারে অভিনিবিষ্ট, এবং সমুদায় বুদ্ধ্যঙ্গবিহীন, তাহাকে বানস্পত্যসত্ত্ব জানিবে। এই তিনপ্রকার সত্ত্বকে মোহাংশত্ব হেতু তামসসত্ত্বের ভেদাংশ বলিয়া জানিবে। এইরূপে ত্রিবিধ সত্ত্বের অপরিসংখ্যেয় ভেদসমূহের একদেশ ব্যাখ্যাত হইল।

শুদ্ধস্য সত্ত্বস্য সপ্তবিধো ব্রহ্মর্ষিশক্রবরুণযমকুবেরগন্ধর্ব্বসত্ত্বানু-কারেণ। রাজসস্য ষড়্‌বিধো দৈত্যরাক্ষসপিশাচসর্পপ্রেতশকুনিসত্ত্বানু-কারেণ। তামসস্য ত্রিবিধঃ পশুমত্স্যবনস্পতিসত্ত্বানুকারেণ। কথঞ্চ যথাসত্ত্বমুপচারঃ স্যাদিতি কেবলশ্চায়মুদ্দেশো যথোদ্দেশমভিনির্দ্দিষ্টো ভবতি। গর্ভাবক্রান্তিসংপ্রযুক্তস্যার্থস্য বিজ্ঞানে সামর্থ্যং গর্ভকরাণাঞ্চ ভাবানাং সমাধিবিঘাতশ্চ বিঘাত ণাং ভাবানামিতি।

ব্রহ্মা, ঋষি, ইন্দ্র বরুণ, যম কুবের ও গন্ধর্ব্বের ও সত্ত্বের অনুকরণে শুদ্ধসত্ত্বের সপ্তবিধ ভেদ। দৈত্য, রাক্ষস, পিশাচ, সর্প, প্রেত, ও শকুনির সত্ত্বের অনুকরণে রাজস সত্ত্বের ছয় প্রকার ভেদ। আর পশু মৎস্য ও বনস্পতির সত্ত্বের অনুকরণে তামস সত্ত্বের ত্রিবিধ ভেদ। সত্ত্ববিশেষানুসারে পরিজ্ঞানজন্য এই সকল সত্ত্বের বিষয় যথাদেশে নির্দ্দেশ করা হইল। ইহা-দ্বারা গর্ভাবক্রান্তি বিষয়ে সংপ্রযুক্ত অর্থের জ্ঞান, এবং গর্ভকর ও গর্ভের বিনাশ কর ভাব সমূহের সমাধান বিষয়ে সামর্থ জন্মিবে।

তত্র শ্লোকাঃ

নিমিত্তমাত্মা প্রকৃতির্বৃদ্ধিঃ কুক্ষৌ ক্রমেণ চ।
বৃদ্ধিহেতুশ্চ গর্ভস্য পঞ্চার্থাঃ শুভসংজ্ঞিতাঃ॥
অজন্মনি চ যো হেতুর্বিনাশে বিকৃতাবপি।
ইমাংস্ত্রীনশুভান্ ভাবানাহুর্গর্ভবিঘাতকান্॥
শুভাশুভসমাখ্যাতানেতো ভাবানিমান্ ভিষক্।
সর্ব্বথা বেদ যঃ সর্ব্বান্ স রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি॥
অবাপ্ত্যপায়ান্ গর্ভস্য স এবং জ্ঞাতুমর্হতি।
যে চ গর্ভবিঘাতোক্তা ভাবাস্তাংশ্চাপ্যুদারধীঃ॥

গর্ভের নিমিত্ত, আত্মা, প্রকৃতি, কুক্ষিতে যথাক্রমে বৃদ্ধি, বৃদ্ধির কারণ, গর্ভের শুভজনক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ, গর্ভের অনুৎপত্তির কারণ, এবং বিনাশের ও বিকৃতির কারণ এই তিনটি গর্ভ-বিঘাতকর অশুভ ভাব, এই সমস্ত বিষয় এই অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। যে ভিষক্ এই আটটি শুভাশুভ সংজ্ঞক বিষয় এবং অন্যান্য বিষয় সর্ব্বতোভাবে অবগত হন, তিনি রাজার চিকিৎসা করিতে উপযুক্ত। সেই উদারবুদ্ধি চিকিৎসক, গর্ভ বিঘাতকর বিষয়সমূহের প্রতি-কারের উপায়ও অবগত হইতে সমর্থ হন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
মহতী গর্ভাবক্রান্তির্নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরক প্রতিসংস্কৃততন্ত্রের শারীরস্থানে মহতী গর্ভাবক্রান্তি নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পুরুষবিচয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা পুরুষবিষয় অর্থাৎ পুরুষের বিশেষ পরিচয়-জ্ঞাপক শারীর অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

পুরুষোঽয়ং লোকসম্মিত ইত্যুবাচ ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ। যাবন্তো হি মূর্ত্তিমন্তো লোকে ভাববিশেষাস্তাবন্তঃ পুরুষে, যাবন্তঃ পুরুষে তাবন্তো লোকে। ইত্যেবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। নৈতাবতা বাক্যেনেদং বাক্যার্থমবগাহামহে। ভগবতা বুদ্ধ্যা ভূয়স্তরমতোঽনুব্যাখ্যায়মানং শুশ্রূষামহ ইতি।

ভগবান্ পুনর্ব্বসু আত্রেয় কহিলেন, পুরুষ জগৎসদৃশ। যেহেতু জগতে যতগুলি মূর্ত্তিমান্ ভাব আছে, ততগুলি পুরুষে আছে, এবং যতগুলি মূর্ত্তিমান ভাব পুরুষে আছে, ততগুলি জগতেও আছে। ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলে, অগ্নিবেশ কহিলেন;—আপনার এই বাক্যদ্বারা আমরা বাক্যার্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করুন, আমরা তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। অপরিসংখ্যেয়া লোকাবয়ববিশেষাঃ পুরুষাবয়ববিশেষা অপ্যপরিসংখ্যেয়াঃ। যথা যথা প্রধানঞ্চ তেষাং যথাস্থূলং পুরুষাবয়ববিশেষাঃ কতিচিত্তেষাং সামান্যমভিপ্রেত্যোদাহরিষ্যামঃ। তানেকমনা নিবোধ সম্যগুপবর্ণ্যমানানগ্নিবেশ! ষড়্ধাতবঃ সমুদিতা লোক ইতি শব্দং লভন্তে, তদ্যথা,—পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং ব্রহ্ম চান্যক্তমিত্যেত এব চ ষড়্ ধাতবঃ সমুদিতাঃ পুরুষ ইতি শব্দং লভন্তে। তস্য চ পুরুষস্য পৃথিবীমূর্ত্তিরাপঃ ক্লেদস্তেজোঽভিসন্তাপো বায়ুঃ প্রাণো বিষচ্ছিদ্রাণি ব্রহ্মান্তরাত্মা। যথা খলু ব্রাহ্মী বিভূতির্লোকে তথা পুরুষেঽপ্যান্তরাত্মিকী বিভূতির্ব্রহ্মণো বিভূতির্লোকে প্রজাপতিরন্তাত্মনো বিভূতিঃ পুরুষে সত্ত্বম্, যত্ত্বিন্দ্রো লোকে স পুরুষেঽহঙ্কারঃ, আদিত্যাস্ত্বাদানং রুদ্রো রোষঃ সোমঃ প্রসাদো বসবঃ সুখমশ্বিনৌ কান্তির্মরুদুৎসাহো বিশ্বেদেবাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থাশ্চ তমো মোহো জ্যোতির্জ্ঞানম্। যথা লোকস্য স্বর্গাদিস্তথা পুরুষস্য গর্ভাধানং, যথা কৃতযুগমেবং বাল্যম্, যথা ত্রেতা তথা যৌবনং যথা দ্বাপরস্তথা স্থাবিরং যথা কলিরেবমূর্দ্ধ্বং যথা যুগান্তস্তথা মরণমিত্যেবমেতেনানুমানেনানুক্তানামপি লোকপুরুষয়োরবয়ববিশেষাণামগ্নিবেশ সামান্যং বিদ্যাৎ।

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন;—জগতের অবয়ববিশেষ অপরিসংখ্যেয়, এবং পুরুষেরও অবয়ববিশেষ, তাহাদের সমানতা প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে উদাহরণ করিতেছি। হে অগ্নিবেশ! সেই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। সমবেত ষড়্ধাতুই লোকশব্দ প্রাপ্ত হয়। সেই ষড়্ধাতু যথা পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও অব্যক্ত ব্রহ্ম। এই ষড়্ধাতুই সমবেত হইয়া পুরুষ শব্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই পুরুষের মূর্ত্তি পৃথিবী, ক্লেদ জল, সন্তাপ তেজঃ, প্রাণ বায়ু, ছিদ্রসমূহ আকাশ, এবং অন্তরাত্মা ব্রহ্ম। লোকে যেমন ব্রাহ্মী বিভূতি, পুরুষেও সেইরূপ আন্তরাত্মিকী বিভূতি। জগতে

যেমন ব্রহ্মার বিভূতি প্রজাপতি, পুরুষেও সেইরূপ অন্তরাত্মার বিভূতি মনঃ। জগতে যেমন ইন্দ্র, পুরুষে আদান (রসাদি গ্রহণ বা অর্থ-গ্রহণ)। জগতে রুদ্র, পুরুষে রোষ। জগতে সোম, পুরুষে প্রসাদগুণ। জগতে বসুগণ, পুরুষে সুখ। জগতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পুরুষে কান্তি। জগতে বায়ু, পুরুষে উৎসাহ। জগতে বিশ্বেদেবগণ, পুরুষে সমুদায় ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ। জগতে তমঃ, পুরুষে মোহ। জগতে জ্যোতিঃ, পুরুষে জ্ঞান। জগতে যেমন প্রথম সৃষ্টি, পুরুষে সেইরূপ গর্ভাধান। জগতে যেমন সত্যযুগ, পুরুষে সেইরূপ বাল্যকাল। জগতে যেমন ত্রেতা, পুরুষে তদ্রূপ যৌবন। জগতে যেমন দ্বাপর, পুরুষে সেইরূপ বার্দ্ধক্য। জগতে যেমন কলি, পুরুষে সেইরূপ রুগ্নতা। জগতে যেমন যুগান্ত, পুরুষে সেইরূপ মৃত্যু। হে অগ্নিবেশ! এইরূপ অনুমান দ্বারা লোক-পুরুষের অন্যান্য অনুক্ত অবয়ব বিশেষেরও সমানতা বিবেচনা করিবে।

ইত্যেবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। এবমেতৎ সর্ব্বমনপবাদং যথোক্তং ভগবতা লোকপুরুষয়োঃ সামান্যং। কিন্ত্বস্য সামান্যোপদেশস্য প্রয়োজনমিতি।

ভগবান্ আত্রেয়ের এই সকল কথা শুনিয়া, অগ্নিবেশ তাঁহাকে কহিলেন;—আপনি লোক ও পুরুষের সমানতা যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা সমস্তই সর্ব্ববাদিসম্মত; কিন্তু এইরূপ সামান্যনির্দ্দেশের প্রয়োজন কি?

ভগবানুবাচ। শৃণ্বগ্নিবেশ! সর্ব্বলোকমাত্মান্যাত্মানঞ্চ সর্ব্বলোকে সমনুপশ্যতস্তস্যাত্মবুদ্ধিরুৎপদ্যতে। সর্ব্বলোকং হ্যাত্মনি পশ্যতো ভবত্যাত্মৈব সুখদুঃখয়োঃ কর্ত্তা নান্য ইতি কর্ম্মাত্মকত্বাচ্চ। হেত্বাদিভিরযুক্তঃ সর্ব্বলোকোঽহমিতি বিদিত্বা জ্ঞানং পূর্ব্বমুত্থাপ্যতেঽপবর্গায়। তত্র সংযোগাপেক্ষী লোকশব্দঃ, ষড়্ধাতুসমুদায়ো হি সামান্যতঃ সর্ব্বলোকঃ। তস্য হেতুরুৎপত্তির্বৃদ্ধিরুপপ্লবো বিয়োগশ্চ। তত্র হেতুরুৎপত্তিকারণম্, উৎপত্তির্জন্ম, বৃদ্ধিরাপ্যায়নম্, উপপ্লবো দুঃখাগমঃ, ষড়্ধাতুবিভাগো বিয়োগঃ স জীবাপগমঃ প্রাণনিরোধো ভঙ্গো লোকস্বভাবশ্চ। তস্য মূলং সর্ব্বোপপ্লবানাঞ্চ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরুপরমশ্চ। প্রবৃত্তির্দুঃখং নিবৃত্তিঃ সুখমিতি যজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে তৎ সত্যম্। তস্য হেতুঃ সর্ব্বলোকসামান্যজ্ঞানমেতৎ প্রয়োজনং সামান্যোপদেশস্যেতি।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন;—শুন, অগ্নিবেশ! যে ব্যক্তি আপনাতে সমস্ত জগৎ, এবং সমস্ত জগতে আপনাকে সমভাবে দর্শন করেন, তাঁহারই আত্মজ্ঞান জন্মে। যিনি আপনাতে সমস্ত জগৎ দর্শন করেন, তিনি বুঝিতে পারেন যে কর্ম্মাত্মকত্ব হেতু আত্মাই সুখ-দুঃখের কর্ত্তা, অন্য কেহ নহে। সুতরাং তিনি জন্মকারণসমূহে অসংযুক্ত থাকিয়া, এবং আমিই সর্ব্বলোক অর্থাৎ সমস্তজগতে আত্মাই একমাত্র বস্তু ইহা বুঝিতে পারিয়া, মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। লোক শব্দ সংযোগাপেক্ষী, কারণ সর্ব্বলোকই সামান্যতঃ ষড়্ধাতুসমুদায়। সেই লোকের হেতু, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, উপপ্লব ও বিয়োগ আছে। উৎপত্তিকারণের নাম হেতু, উৎপত্তির অর্থ জন্ম, বৃদ্ধির অর্থ পরিপোষণ, উপপ্লবের অর্থ দুঃখাগম, এবং বিয়োগ শব্দের

অর্থ বড়্ধাতুর বিশ্লেষ। এই বিয়োগই জীবাপগম, প্রাণনিরোধ, ভঙ্গ ও লোকস্বভাব নামে অভিহিত হয়। সেই লোকের পুরুষের এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখাগমের মূল প্রবৃত্তি, এবং তাহাদের উপরমই নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিই দুঃখ এবং নিবৃত্তিই সুখ, এই প্রকার যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই সত্যজ্ঞান। সর্ব্বলোকের সামান্যজ্ঞানই সেই সত্যজ্ঞানের কারণ এবং সেই সত্যজ্ঞানের উৎপাদনই সমানতানির্দ্দেশের প্রয়োজন।

অথাগ্নিবেশ উবাচ। কিংমূলা ভগবন্ প্রবৃত্তির্নিবৃত্তী বা উপায় ইতি। ভগবানুবাচ। মোহেচ্ছাদ্বেষকর্ম্মমূলা প্রবৃত্তিস্তজ্জা হ্যহঙ্কার-সঙ্গসংশয়াভিসংপ্লবাভ্যবপাতবিপ্রত্যয়বিশেষানুপায়াঃ। তরুণমিব দ্রুম-মতিবিপুলশাখান্তরবোঽভিভূয় পুরুষমবতত্যেবোত্তিষ্ঠন্তে যৈরভিভূতো ন সত্তামতিবর্ত্ততে।

ইহা শুনিয়া অগ্নিবেশ কহিলেন; হে ভগবন্। প্রবৃত্তির কারণ কি? এবং নিবৃত্তিরই বা উপায় কি? ভগবান্ উত্তর করিলেন; মোহ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও কর্ম্মই প্রবৃত্তির মূল। সেই মোহাদি হইতেই অহঙ্কার, সঙ্গ, সংশয়, অভিসংপ্লব, অভ্যবপাত, বিপ্রত্যয়, বিশেষ ও অনুপায় উপস্থিত হয়। অতিবিপুল-শাখাবিশিষ্ট তরুগণ যেমন তরুণ বৃক্ষকে অভিভব করিয়া উত্থিত হয়, সেইরূপ এইসকল অহঙ্কারাদিও পুরুষকে অভিভব করিয়া, বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। পুরুষ সেই অহঙ্কারাদি কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াই জন্মকে অতিক্রম করিতে পারে না।

তত্রৈবং জাতিরূপবিত্তবুদ্ধিশীলবিদ্যাভিজনবয়োবীর্য্যপ্রভাবসম্পন্নোঽহ-মিত্যহঙ্কারঃ। যন্মনোবাক্কায়কর্ম্ম নাপবর্গায় স সঙ্গঃ। কর্ম্মফলমোক্ষ-পুরুষপ্রেত্যভাবাদয়ঃ সন্তি নবেতি সংশয়ঃ। সর্ব্বাস্ববস্থাস্বনন্যোঽহ-মহং স্রষ্টা স্বভাবসিদ্ধোঽহমহং শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধিস্মৃতিবিশেষরাশিরিতি গ্রহণমভিসংপ্লবঃ। মম মাতৃপিতৃভ্রাতৃদারাপত্যবন্ধুমিত্রভৃত্যগণো গণস্য চাহমিত্যভ্যবপাতঃ। কার্য্যাকার্য্যহিতাহিতশুভাশুভেষু বিপরীতাভি-নিবেশো বিপ্রত্যয়ঃ। জ্ঞাজ্ঞয়োঃ প্রকৃতিবিকারয়োঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোশ্চা-সামান্যদর্শনং বিশেষঃ। প্রোক্ষণানশনাগ্নিহোত্রত্রিসবণাভ্যুক্ষণাবাহন-যজনযাজনযাচনসলিলহুতাশনপ্রবেশনাদয়ঃ সমারম্ভাঃ প্রোচ্যন্তে হ্যনু-পায়াঃ। এবময়ং ধীধৃতিস্মৃতিরহঙ্কারাভিনিবিষ্টঃ সংসক্তসংশয়োঽভি-প্লুতবুদ্ধ্যভ্যবপতিতোঽন্যথাদৃষ্টিবিশেষগ্রাহী বিমার্গগতিনিবাসবৃক্ষঃ সত্ত্ব-শরীরদোষজ্বলানাং মূলং সর্ব্বদুঃখানাং ভবতি। এবমহঙ্কারাদিভির্দোষৈ-র্ভ্রাম্যমাণো নাতিবর্ত্ততে প্রবৃত্তিং সা মূলমস্য। নিবৃত্তিরপবর্গস্তৎ পরং প্রশান্তং তদক্ষরং তদ্ব্রহ্ম স মোক্ষঃ।

সেইসমস্ত অহঙ্কারাদির মধ্যে, আমি এই প্রকার জাতি, রূপ, বিত্ত, বুদ্ধি, স্বভাব, বিদ্যা, বংশ, বয়স, বীর্য্য ও প্রভাব সম্পন্ন, এইরূপ অভিমানের নাম অহঙ্কার। মানসিক বাচিক ও কায়িক যেসকল কর্ম্ম মোক্ষলাভের জন্য কৃত না হয়, তাহাই সঙ্গ। কর্ম্মফল, মোক্ষ, আত্মা ও পুনর্জ্জন্মাদি আছে কি না এইরূপ সন্দেহের নাম সংশয়। সকল অবস্থাতেই আমি

অনন্ত, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আমি ভিন্ন নহি, আমি স্রষ্টা, আমি স্বভাবসিদ্ধ, এবং আমি শরীর ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ও স্মৃতিবিশেষের রাশি, এইরূপ জ্ঞানের নাম অভিসংপ্লব। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, দারা, অপত্য, বন্ধু, মিত্র ও ভৃত্যগণ আমার, এবং আমি তাহাদের, এইরূপ জ্ঞান অভ্যবপাত। কার্য্যাকার্য্য, হিতাহিত ও শুভাশুভ বিষয়ে বিপরীত জ্ঞানের নাম বিপ্রত্যয়। বিজ্ঞ ও অজ্ঞের এবং প্রকৃতি ও বিকৃতির অসামান্য দর্শনকে অর্থাৎ তাহাদিগকে সমান না দেখার নাম বিশেষ। প্রোক্ষণ, অনশন, অগ্নিহোত্র, ত্রিসবন, অভ্যক্ষণ, আবাহন, যজন, যাজন, যাচন, এবং সলিলপ্রবেশ ও অগ্নিপ্রবেশাদি কর্ম্মারম্ভকে অনুপায় কহে। এইসমস্ত দ্বারা পুরুষ, বুদ্ধি ধৃতি ও স্মৃতিহীন, অহঙ্কারাভিনিবিষ্ট, সংশয়াসক্ত, অভিপ্লুত-বুদ্ধি, অভ্যবপতিত, অন্যথাদৃষ্টি, বিশেষগ্রাহী ও বিপথগামী হইয়া, সত্বদোষ ও শরীরদোষের নিবাসবৃক্ষ, এবং সর্ব্বদুঃখের মূল হইয়া থাকে। এইরূপ অহঙ্কারাদিদ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করিতে পারে না। সেই প্রবৃত্তিই অশুভের মূল কারণ। নিবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগই অপবর্গ। সেই নিবৃত্তি পরম প্রশান্ত, তাহা অক্ষর, তাহাই ব্রহ্ম, এবং তাহাই মোক্ষ।

তত্র মুমুক্ষূণামুদয়নানি চ সর্ব্বাণ্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র মুমুক্ষোরাদিত এবাচার্য্যাভিগমনং, তস্যোপদেশানুষ্ঠানম্, অগ্নেরেবোপচর্য্যা, ধর্ম্মশাস্ত্রানুগমনং, তদর্থাববোধস্তেনাবষ্টম্ভঃ, তত্র যথোক্তাঃ ক্রিয়াঃ, সতামুপাসনম্, অসতাং পরিবর্জ্জনং, ন সঙ্গতির্দুর্জ্জনেন, সত্যং সর্ব্বভূতহিতমপরুষমনতি কালে পরীক্ষ্য বচনং, সর্ব্বপ্রাণিষু চাত্মনীবাবেক্ষা, সর্ব্বাসামস্মরণমসঙ্কল্পনমপ্রার্থনাঽনভিভাষণঞ্চ স্ত্রীণাং, সর্ব্বপরিগ্রহত্যাগঃ, কৌপীনং প্রচ্ছাদনার্থং ধাতুরাগনিবসনং, কন্থাসীবনহেতোঃ সূচীপিপ্পলকং, শৌচাধানহেতোর্জলকুণ্ডিকা, দণ্ডধারণং, ভৈক্ষ্যচর্য্যার্থং পাত্রং, প্রাণধারণার্থমেককালমগ্রাম্যো যথোপপন্ন এবাভ্যবহারঃ। শ্রমাপনয়নার্থং শীর্ণশুষ্কপর্ণতৃণাস্তরণোপধানং, ধ্যানহেতোঃ কায়নিবন্ধনং, বনেঽনিকেতবাসঃ, তন্দ্রানিদ্রালস্যাদিকর্ম্মবর্জ্জনং, সর্ব্বেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষ্বনুরাগোপতাপনিগ্রহঃ, সুপ্তস্থিতগতপ্রেক্ষিতাহারবিহারপ্রত্যঙ্গচেষ্টাদিকেষ্বারম্ভেষু স্মৃতিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ, সৎকারস্তুতিগর্হাবমানক্ষমিত্বং, ক্ষুৎপিপাসায়াসশ্রমশীতোষ্ণবাতবর্ষা-সুখদুঃখসংস্পর্শসহত্বং, শোকদৈন্যদ্বেষ-মদমানলোভরাগের্ষ্যাভয়ক্রোধাদিভিরনভিভবনং, অহঙ্কারাদিষূপসর্গসংজ্ঞা, লোকপুরুষয়োঃ স্বর্গাদিসামান্যাবেক্ষণং, কার্য্যকালাত্যয়ভয়ং, যোগারম্ভে সততমনির্ব্বেদঃ সত্ত্বোৎসাহঃ, অপবর্গায় ধীধৃতিস্মৃতিবলাধানং, নিয়মনমিন্দ্রিয়াণাং চেতসি চেতস আত্মন্যাত্মনশ্চ, ধাতুভেদেন শরীরাবয়বসংখ্যানমভীক্ষ্ণং, সর্ব্বং কারণবদ্দুঃখমস্বমনিত্যমিত্যভ্যুপগমঃ। সর্ব্বপ্রবৃত্তিষু দুঃখসংজ্ঞা, সর্ব্বসংন্যাসে সুখমিত্যভিনিবেশঃ, এষ মার্গোঽপবর্গায় অতোঽন্যথা বধ্যত ইত্যুদয়নানি ব্যাখ্যাতানি।

মুমুক্ষুগণের মোক্ষোপায় সকল এক্ষণে ব্যাখ্যা করিব। মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রথমেই আচার্য্যের নিকট গমন, এবং তাঁহার উপদেশের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। অগ্নিসেবা, ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ পালন, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিষয়ে জ্ঞান, সেই জ্ঞানদ্বারা চিত্তের অবরোধ, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান, সজ্জনের উপাসনা, অসজ্জনের সংসর্গত্যাগ, দুর্জ্জনের সহিত সঙ্গ না করা, সত্য সর্ব্বভূতের হিতকর অপরুষ অনধিক এবং যথাকালে বিবেচনা পূর্ব্বক বাক্যকথন, সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মবৎ দর্শন, স্ত্রীলোকমাত্রেরই স্মরণ সংকল্প ও প্রার্থনা ত্যাগ এবং তাহাদের সহিত সম্ভাষণ না করা, সমুদায় বিষয়েরই পরিগ্রহত্যাগ অর্থাৎ কোন দ্রব্য গ্রহণ না করা, আচ্ছাদনার্থ কৌপীনধারণ, গৈরিকবসন পরিধান, কন্থাসীবনের জন্য সূচী ও সূচীর আধার সংগ্রহ, শৌচ-ক্রিয়ার জন্য জলকমণ্ডলুগ্রহণ, দণ্ডধারণ, ভৈক্ষ্যাচরণের জন্য ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ, প্রাণধারণার্থ একবারমাত্র যদৃচ্ছালব্ধ বন্য ফল-মূলাদিভোজন, শ্রমাপনয়নের জন্য শীর্ণ ও শুষ্ক তৃণপর্ণকৃত শয্যা ও উপাধান, ধ্যানার্থ কায়নিবন্ধন (যোগাসন), বনে গৃহাদি না করিয়া অর্থাৎ বৃক্ষ-তলাদিতে বাস, তন্দ্রা নিদ্রা আলস্যাদি কর্ম্মের পরিত্যাগ, ইন্দ্রিয়ার্থ সম্বন্ধে অনুরাগ বা উপ-তাপের নীরোধ; নিদ্রা, স্থিতি, গতি, দৃষ্টি, আহার, বিহার এবং প্রত্যঙ্গের কর্ম্মসমূহে হিতাহিত স্মরণপূর্ব্বক প্রবৃত্তি, সৎকার স্তুতি নিন্দা বা অবমানে উদাসীনতা, ক্ষুধা পিপাসা আয়াস শ্রম শীত উষ্ণ বাত বর্ষা সুখ ও দুঃখে সহিষ্ণুতা, শোক দৈন্য দ্বেষ মদ মান লোভ রাগ ঈর্ষা ভয় ও ক্রোধাদি দ্বারা বিচলিত না হওয়া, অহঙ্কারাদিতে উপসর্গজ্ঞান, জগৎ ও পুরুষের সৃষ্টিপ্রভৃতিতে তুল্যতাদর্শন, কার্য্যকালের অতিক্রমবিষয়ে ভয়, যোগারম্ভে মনঃখেদ না হওয়া এবং তদ্বিষয়ে মনের উৎসাহ, মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধি ধৃতি ও স্মৃতির বলাধান, ইন্দ্রিয়-সমূহের সংযম, চিত্তের সংযম এবং আত্মায় আত্মার সংযম, ত্বগ্-রক্তাদি ধাতুভেদানুসারে শারীরাবয়বসমূহের জ্ঞান, কারণজাত সমস্ত পদার্থকেই দুঃখপ্রদ আত্মাতিরিক্ত ও অনিত্য বলিয়া জ্ঞান, সমুদায় প্রবৃত্তিতে অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে দুঃখবোধ এবং সর্ব্বত্যাগে সুখবোধ; এইসমস্ত মোক্ষের উপায়। ইহার অন্যথায় বন্ধ হইতে হয়। মোক্ষের উপায়সমূহ ব্যাখ্যাত হইল।

ভবন্তি চাত্র

এতৈরবিমলং সত্ত্বং শুদ্ধ্যুপায়ৈর্বিশুধ্যতি।
মৃজ্যমান ইবাদর্শস্তৈলচেলকচাদিভিঃ॥
গ্রহান্দুদরজোধূমনীহারৈরসমাবৃতম্।
যথার্কমণ্ডলং ভাতি ভাতি সত্ত্বং তথামলম্॥
জ্বলত্যাত্মনি সংরুদ্ধং তৎ সত্ত্বং সংবৃতায়নে।
শুদ্ধঃ স্থিরঃ প্রসন্নার্চ্চির্দীপো দীপাশয়ে যথা॥

তৈল বস্ত্রখণ্ড ও কেশাদিদ্বারা মার্জ্জনা করিলে, দর্পণ যেরূপ নির্ম্মল হয়, এইসকল শুদ্ধিজনক উপায়দ্বারা মলিন মন সেইরূপ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এবং গ্রহ মেঘ ধূলি ধূম ও নীহারদ্বারা অনাবৃত সূর্য্যমণ্ডল যেমন প্রকাশ পায়, নির্ম্মল মনও সেইরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। দীপাশয়ের (লণ্ঠনের) মধ্যে প্রদীপ যেমন শুদ্ধ (ধূমশূন্য), স্থির ও উজ্জ্বলকিরণ হইয়া জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ মনও ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে আত্মাতে সংরুদ্ধ হইয়া নির্ম্মল হয়।

শুদ্ধসত্ত্বস্য যা শুদ্ধা সত্যা বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে।
যয়া ভিনত্ত্যতিবলং মহামোহময়ং তমঃ॥
সর্ব্বভাবস্বভাবজ্ঞো যয়া ভবতি নিস্পৃহঃ।
যোগং যয়া সাধয়তে সাংখ্যঃ সম্পদ্যতে যয়া॥
যয়া নোপৈত্যহঙ্কারং নোপাস্তে কারণং যয়া।
যয়া নালম্বতে কিঞ্চিৎ সর্ব্বং সংন্যস্যতে যয়া॥
যাতি ব্রহ্ম যয়া নিত্যমজরং শান্তমক্ষরম্।
বিদ্যা সিদ্ধির্মতির্মেধা প্রজ্ঞা জ্ঞানঞ্চ সা মতা॥

শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির যে বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা শুদ্ধ ও সত্য বুদ্ধি। যে সত্যবুদ্ধিদ্বারা অতিবলবৎ মহামোহময় তমঃ বিনাশ করা যায়, যে বুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বভাবের স্বভাব জানিতে পারা যায়, ও নিস্পৃহ হওয়া যায়, যে বুদ্ধিদ্বারা যোগসাধন করা যায়, যাহাদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারা যায়, যাহাদ্বারা অহঙ্কার ও পুনর্জ্জন্মের কারণ অপগত হয়, যাহাদ্বারা অপর কোন বিষয় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়না, যাহাদ্বারা সমুদায় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, এবং যে বুদ্ধিদ্বারা নিত্য, অজর, শান্ত ও অক্ষর ব্রহ্ম লাভ করা যায়, সেই শুদ্ধ-সত্য-বুদ্ধিই বিদ্যা, সিদ্ধি, মতি, মেধা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়।

লোকে বিততমাত্মানং লোকঞ্চাত্মনি পশ্যতঃ।
পরাবরদৃশঃ শান্তির্জ্ঞানমূলা ন নশ্যতি॥
পশ্যতঃ সর্ব্বভূতানি সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
ব্রহ্মভূতস্য সংযোগো ন শুদ্ধস্যোপপদ্যতে॥

যিনি আত্মাকে সমস্ত জগতে এবং সমস্ত জগৎকে আত্মাতে বিস্তৃত দেখেন, এবং ব্রহ্মকে পর অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য সমুদায় পদার্থকে যিনি অবর অর্থাৎ নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহার জ্ঞানজনিত শান্তি কখনই বিনষ্ট হয় না। তিনি সকল অবস্থাতেই সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীকে সমভাবে দর্শন করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্মভূত পুরুষে ধর্ম্মাধর্ম্মজনক কোন কর্ম্মেরই সংযোগ হয়না, অর্থাৎ তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্ত না হওয়ায় জীবন্মুক্ত ভাবে অবস্থান করেন।

নাত্মনঃ কারণাভাবাল্লিঙ্গমপ্যুপলভ্যতে।
স সর্ব্বকারণত্যাগান্মুক্ত ইত্যভিধীয়তে॥
বিপাপং বিরজঃ শান্তং পরমক্ষরমব্যয়ম্।
অমৃতং ব্রহ্ম নির্ব্বাণং পর্য্যায়ৈঃ শান্তিরুচ্যতে॥
এতৎ তৎ সৌম্য বিজ্ঞানং যজ্জ্ঞাত্বা মুক্তসংশয়াঃ।
মুনয়ঃ প্রশমং জগ্মুর্বীতমোহরজঃস্পৃহাঃ॥

কারণের অভাবে সেই ব্রহ্মভূত আত্মার সুখদুঃখাদি কোন লিঙ্গ উপলব্ধ হয়না। এবং সমুদায় কারণের পরিত্যাগজন্য তিনি মুক্ত বলিয়া অভিহিত হন। বিপাপ, বিরজঃ, শান্ত,

পর, অক্ষর, অব্যয়, অমৃত, ব্রহ্ম ও নির্ব্বাণ এইসমস্ত শব্দ শান্তির পর্য্যায় অর্থাৎ নামান্তর। হে সৌম্য! কথিত এইসমস্ত বিজ্ঞানই অবগত হইয়া, মুনিগণ মুক্তসংশয় এবং মোহ রজঃ ও স্পৃহাশূন্য হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তত্র শ্লোকৌ

সপ্রয়োজনমুদ্দিষ্টং লোকস্য পুরুষস্য চ।
সামান্যং মূলমুৎপত্তৌ নিবৃত্তৌ মার্গ এব চ॥
শুদ্ধসত্ত্বসমাধানং সত্যা বুদ্ধিশ্চ নৈষ্ঠিকী।
বিচয়ে পুরুষস্যোক্তা নিষ্ঠা চ পরমর্ষিণা॥

লোকের ও পুরুষের তুল্যতা প্রদর্শনের প্রয়োজন, তুল্যতা প্রদর্শন, উৎপত্তির কারণ, নিবৃত্তির উপায়, শুদ্ধ সত্ত্বের সমাধান, সত্যা বুদ্ধি, নৈষ্ঠিকী বুদ্ধি ও নিষ্ঠা, এইসমস্ত বিষয় মহর্ষি আত্রেয় কর্ত্তৃক এই পুরুষবিচয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
পুরুষবিচয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের শারীরস্থানে
পুরুষবিচয় নামক পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শরীরবিচয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ
স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা শরীরবিচয় অর্থাৎ শরীরের বিবরণজ্ঞাপক শারীর ব্যাখ্যা করিব।

শরীরবিচয়ঃ শরীরোপকারার্থমিষ্যতে ভিষগ্বিদ্যায়াম্। জ্ঞাত্বা হি শরীরতত্ত্বং শরীরোপকারকরেষু ভাবেষু জ্ঞানমুৎপদ্যতে তস্মাৎ শরীরবিচয়ং প্রশংসন্তি কুশলাঃ।

শরীরের উপকারার্থ চিকিৎসাশাস্ত্রে শরীরবিজ্ঞান প্রয়োজনীয়। শরীরতত্ত্ব অবগত হইলে, শরীরের উপকারক বিষয়সমূহে অভিজ্ঞতা জন্মে; সেইজন্যই পণ্ডিতগণ শরীরবিজ্ঞানের প্রশংসা করেন।

তত্র শরীরং নাম চেতনাধিষ্ঠানভূতং পঞ্চমহাভূতবিকারসমুদায়াত্মকম্। সমযোগবাহিনো যদা হ্যস্মিন্ শরীরে ধাতবো বৈষম্যমাপদ্যন্তে তদায়ং ক্লেশং বিনাশং বা প্রাপ্নোতি।

চেতনাধিষ্ঠানভূত পঞ্চমহাভূতবিকার-সমুদায়কে শরীর বলা যায়। শরীরস্থ সমুদায় ধাতুই সমযোগবাহী, অর্থাৎ তাহারা সমুচিত পরিমাণে পরস্পর সংযোগ বহন করে। যখন সেইসকল ধাতু বৈষম্য প্রাপ্ত হয়, তখনই শরীর ক্লেশ বা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বৈষম্যগমনং পুনর্ধাতূনাং [illegible] কাৎস্ন্যেন। প্রকৃত্যা চ যৌগপদ্যেন বিরোধিনাং ধাতূনাং বৃদ্ধিহ্রাসৌ ভবতঃ। যদ্ধি যস্য ধাতোর্বৃদ্ধিকরং তৎ ততো বিপরীতগুণস্য ধাতোঃ প্রত্যবায়করন্তু সম্পদ্যতে। তদেব তস্মাৎ ভেষজং সম্যগবচার্য্যমাণং যুগপন্ন্যূনাতিরিক্তানাং ধাতূনামধিকমপকর্ষতি ন্যূনমাপ্যায়য়তি। এতাবদেব হি ভৈষজ্যপ্রয়োগে ফলমিষ্টং স্বস্থবৃত্তানুষ্ঠানঞ্চ যাবদ্ধাতূনাং সাম্যং স্যাৎ।

ধাতুসমূহ অসাকল্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে ধাতুর বৈষম্যপ্রাপ্তি কহে। বিরোধী ধাতুসমূহের স্বভাবতই একসময়ে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। যাহা যে ধাতুর বৃদ্ধিকারক, তাহা তদ্বিপরীত-গুণবিশিষ্ট ধাতুর হ্রাসিকর হয়। অতএব সেই এক ঔষধই সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে, যুগপৎ ন্যূনাতিরিক্ত ধাতুসমূহের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধাতুর হ্রাস এবং হ্রাসপ্রাপ্ত ধাতুর পূরণ করে। এইরূপে বৈষম্যপ্রাপ্ত ধাতুসমূহের সাম্যবিধান, এবং ধাতুসমূহের সাম্যাবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষণই ঔষধপ্রয়োগের অভিলষিত ফল, অর্থাৎ এই উভয় প্রয়োজনেই ভৈষজ্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

স্বস্থস্যাপি সমধাতূনাং সাম্যানুগ্রহার্থমেব কুশলা রসগুণাহারবিকারাংশ্চ পর্য্যায়েণেচ্ছন্ত্যুপযোক্তুম্। সাত্ম্যসমাজ্ঞাতানেকপ্রকারভূয়িষ্ঠাংশ্চোপযুঞ্জানাস্তদ্বিপরীতকরণলক্ষণসমাজ্ঞাতচয়্যা সমমিচ্ছন্তি কর্ত্তুম্। দেশকালাত্মগুণবিপরীতানাং হি কর্ম্মণামাহারবিকারাণাঞ্চ ক্রমেণোপযোগঃ সম্যক্। সর্ব্বাভিযোগোঽনুদীর্ণানাং সন্ধারণমসন্ধারণমুদীর্ণানাঞ্চ গতিমতাং সাহসানাঞ্চ বর্জ্জনম্। স্বস্থবৃত্তমেতাবদ্ধাতূনাং সাম্যানুগ্রহার্থমুপদিশ্যতে।

স্বস্থ ব্যক্তির সমধাতুসমূহের সমতা রক্ষার জন্য, বিবেচক ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে রসগুণবিশিষ্ট আহারবিকার পর্য্যায়ক্রমে আহার করিতে দেন। যেসকল আহার সাত্ম্য বলিয়া পরিচিত, তাহাদের মধ্যেও কোন একপ্রকার দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করিতে হইলে, বিবেচকগণ সেই দ্রব্যের বিপরীতগুণকারক সংস্কারদ্বারা সংস্কৃত করিয়া, সমগুণবিশিষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যেসকল কর্ম্ম দেশ কাল ও আত্মগুণের বিপরীত, ক্রমশঃ সেইসকলের সম্যক্ উপযোগ, মল-মূত্রাদির অনুপস্থিত বেগের সন্ধারণ ও উপস্থিত বেগের অসন্ধারণ, এবং অতিসাহসের বর্জ্জন, এইসমস্ত স্বস্থবৃত্ত ধাতুসমূহের সমতা রক্ষার জন্য পণ্ডিতগণ উপদেশ দিয়া থাকেন।

ধাতবঃ পুনঃ শারীরাঃ সমানগুণৈঃ সমানগুণভূয়িষ্ঠৈর্বাপ্যাহারবিকারৈরভ্যস্যমানৈর্বৃদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি। হ্রাসন্তু বিপরীতগুণৈর্বিপরীতগুণভূয়িষ্ঠৈর্বাপ্যাহারৈরভ্যস্যমানৈঃ। তত্রেমে শরীরধাতুগুণাঃ সংখ্যাসামর্থ্যতোঽবয়বতশ্চ। গুরুলঘুশীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষমন্দতীক্ষ্ণস্থিরসরমৃদুকঠিনবিষদপিচ্ছিলশ্লক্ষ্ণখরসূক্ষ্মস্থূলসান্দ্রদ্রবাঃ। তেষু যে গুরবো ধাতবো গুরুভিরাহারবিকারগুণৈরভ্যস্যমানৈরাপ্যায়ন্তে লঘবশ্চ হ্রসন্তি। লঘবস্তু লঘুভিরেবাপ্যায়ন্তে গুরবশ্চ সন্ত্যেবমেব সর্ব্বধাতুগুণানাং সমাস্যাদ্ বৃদ্ধিবিপ-

র্য্যায়াদ্‌হ্রাসঃ। তস্মান্মাংসমাপ্যায্যতে মাংসেন ভূয়োঽন্যেভ্যঃ শরীর-ধাতুভ্যঃ। তথা লোহিতং লোহিতেন, মেদো মেদসা, বসা বসয়া, অস্থি তরুণাস্থ্না, মজ্জা মজ্জা, শুক্রং শুক্রেণ, গর্ভস্ত্বামগর্ভেণ।

সমানগুণবিশিষ্ট অথবা সমানগুণভূয়িষ্ঠ আহার-বিকারের সেবনাভ্যাসদ্বারা শারীর ধাতু-সমূহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং তাহাদের বিপরীত গুণবিশিষ্ট বা বিপরীত গুণভূয়িষ্ঠ আহার-বিকারের সেবনাভ্যাসদ্বারা তাহারা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইসমস্ত শরীর-ধাতুগুণ সংখ্যাসামর্থ্যকর অর্থাৎ এইসকল শরীর ধাতুগুণদ্বারা আহারবিকারগুণের সামান্য-বিশেষ জ্ঞানে সামর্থ্য জন্মে। যথা,—গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মন্দ, তীক্ষ্ণ, স্থির, সর, মৃদু, কঠিন, বিষদ, পিচ্ছিল, শ্লক্ষ্ণ, খর, সূক্ষ্ম, স্থূল, সান্দ্র ও দ্রব। গুরুগুণবিশিষ্ট আহার-বিকারের সেবনাভ্যাসদ্বারা গুরু ধাতুসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং লঘু ধাতুসকল হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এইরূপ লঘুগুণবিশিষ্ট আহার-বিকারের সেবনাভ্যাসদ্বারা লঘু ধাতুসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও গুরু ধাতুসকল হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সমস্ত ধাতুগুণেরই সমানতাদ্বারা বৃদ্ধি ও অসমানতাদ্বারা হ্রাস হয়। সুতরাং মাংসদ্বারা, অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা মাংসই অধিক বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ রক্তদ্বারা রক্ত, মেদোদ্বারা মেদঃ, বসাদ্বারা বসা, কোমল অস্থিদ্বারা অস্থি, মজ্জদ্বারা মজ্জা, শুক্রদ্বারা শুক্র এবং অপক্ক গর্ভদ্বারা গর্ভ অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যত্র ত্বেবং লক্ষণেন সামান্যেন সামান্যবতামাহারবিকারাণামসান্নিধ্যং স্যাৎ; সন্নিহিতানাং বাপ্যযুক্তত্বান্নোপযোগো ঘৃণিত্বাদন্যস্মাদ্বা কারণাৎ স চ ধাতুরভিবর্দ্ধয়িতব্যঃ স্যাৎ; তস্য যে সমানগুণাঃ স্যুরাহারবিকারা অসেব্যাশ্চ তত্র সমানগুণভূয়িষ্ঠানামন্যপ্রকৃতীনাঞ্চাহারবিকারাণামুপযোগঃ স্যাৎ। তদ্‌যথা—শুক্রক্ষয়ে ক্ষীরসর্পিষোরুপযোগো মধুরস্নিগ্ধসমাখ্যাতা-নাঞ্চাপরেষামেব দ্রব্যাণাম্, মূত্রক্ষয়ে পুনরিক্ষুরসবারুণীমণ্ডদ্রবমধুরাম্ল-লবণোপক্লেদিনাম্, পুরীষক্ষয়ে কুলত্থমাষকুক্কুণ্ডাজমধ্যযবশাকধান্যাম্লা-নাম্, বাতক্ষয়ে কটুতিক্তকষায়রুক্ষলঘুশীতানাঞ্চ, পিত্তক্ষয়েঽম্ললবণকটুক-ক্ষারোষ্ণতীক্ষ্ণাণাম্, শ্লেষ্মক্ষয়ে স্নিগ্ধগুরুমধুরসান্দ্রপিচ্ছিলানাং দ্রব্যাণাম্। কর্ম্মাপি চ যদ্‌যদ্‌যস্য ধাতোর্বৃদ্ধিকরং তৎ তদনুসেব্যম্। এবমন্যেষামপি শরীরধাতূনাং সামান্যবিপর্য্যয়াভ্যাং বৃদ্ধিহ্রাসৌ যথাকালং কার্য্যাবিতি।

যেখানে এই সামান্য লক্ষণানুসারে সমানগুণবিশিষ্ট আহার-বিকারের অপ্রাপ্তি ঘটে, অথবা প্রাপ্ত হইলেও, ব্যবহারের অযোগ্যতা, ঘৃণিত্ব বা অন্য কোন কারণে তাহা ব্যবহার করা না যায়, অথচ সেই ধাতুর যদি বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, সেখানে সেই ধাতুর সমানগুণবিশিষ্ট যাহা অসেব্য আহার-বিকার, সেই আহার-বিকারের সমানগুণবিশিষ্ট অন্যপ্রকৃতিক আহার-বিকারের উপযোগ করিতে হয়। যথা শুক্রক্ষয়ে দুগ্ধ-ঘৃতের এবং মধুর-স্নিগ্ধজাতীয় অন্যান্য দ্রব্যের উপযোগ। মূত্রক্ষয়ে ইক্ষুরস, বারুণীমণ্ড, এবং দ্রব, মধুর, অম্ল, লবণ ও ক্লেদজনক পদার্থের উপযোগ। পুরীষক্ষয়ে কুল্মাষ (অর্দ্ধস্বিন্ন কলাই), মাষ কলাই, কুক্কুণ্ড, ছাগদেহের মধ্যভাগ, যব, শাক ও কাঞ্জিকাদি ধান্যাম্লের উপযোগ। বায়ুক্ষয়ে কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ, লঘু ও শীতল দ্রব্যের উপযোগ। পিত্তক্ষয়ে

অম্ল, লবণ, কটু, ক্ষার, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ পদার্থের উপযোগ। শ্লেষ্মক্ষয়ে স্নিগ্ধ, গুরু, মধুর, সান্দ্র ও পিচ্ছিল দ্রব্যের উপযোগ। এবং যে যে কর্ম্ম যে যে ধাতুর বৃদ্ধিকর, তাহাও সেই সেই ধাতুর বৃদ্ধির জন্য সেবা করা আবশ্যক। এইরূপে অন্যান্য শারীর ধাতুসমূহেরও সমানতা ও অসমানতাদ্বারা যথাকালে তাহাদের বৃদ্ধি বা হ্রাস করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বধাতূনামেকৈকশোঽতিদেশতশ্চ বৃদ্ধিহ্রাসকরাণি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি। কার্ৎস্ন্যেন শরীরবৃদ্ধিকরাস্ত্বিমে ভাবা ভবন্তি, তদ্‌যথা,—কালযোগঃ স্বভাবসিদ্ধিরাহারসৌষ্ঠবমবিঘাতশ্চেতি। বলবৃদ্ধিকরাস্ত্বিমে ভাবা ভবন্তি, তদ্‌যথা,—যস্মিন্‌ৎপুরুষে দেশে জন্ম বলবৎপুরুষে চ কালে। সুখশ্চ কালযোগো বীজক্ষেত্রগুণসম্পচ্চাহারসম্পচ্চ শরীরসম্পচ্চ সাত্ম্যসম্পচ্চ সত্ত্বসম্পচ্চ স্বভাবসংসিদ্ধিশ্চ যৌবনঞ্চ কর্ম্ম চ সংহর্ষশ্চেতি।

শারীর ধাতুসকলের এক একটির উল্লেখপূর্ব্বক বৃদ্ধি-হ্রাসকর পদার্থসমূহ ব্যাখ্যাত হইল। এইসমস্ত বিষয় সমুদায় শরীরের বৃদ্ধি করিয়া থাকে; যথা,—কালযোগ, স্বভাবসিদ্ধি, আহারের উৎকর্ষ ও অব্যাঘাত। এইসকল বিষয় বলবৃদ্ধিকর; যথা,—যে দেশে বা যে কালে পুরুষ বলবান্ হয় সেই দেশে বা সেই কালে জন্ম, সুখ, কালযোগ, বীজগুণের ও ক্ষেত্রগুণের উৎকর্ষ, আহারের উৎকর্ষ, শরীরের উৎকর্ষ, সাত্ম্যের উৎকর্ষ, সত্ত্বের উৎকর্ষ, স্বভাবসিদ্ধি, যৌবন, কর্ম্ম এবং হর্ষ।

আহারপরিণামকরাস্ত্বিমে ভাবা ভবন্তি, তদ্‌যথা,—উষ্মা, বায়ুঃ, ক্লেদঃ, স্নেহঃ কালঃ, সংযোগশ্চেতি। তত্র তু খল্বেষামুষ্মাদীনামাহারপরিণামকরাণাং ভাবানামিমে কর্ম্মবিশেষা ভবন্তি, তদ্‌যথা,—উষ্মা পচতি বায়ুরপকর্ষতি, ক্লেদঃ শৈথিল্যমাপাদয়তি, স্নেহো মার্দ্দবং জনয়তি, কালঃ পর্য্যাপ্তিমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি, সংযোগস্ত্বেষাং পরিণামধাতুসাম্যকরঃ সম্পদ্যতে। পরিণামতস্ত্বাহারস্য গুণাঃ শরীরগুণভাবমাপদ্যন্তে যথাস্বমবিরুদ্ধা বিরুদ্ধাশ্চ বিহন্যুর্বিহতাশ্চ বিরোধিভিঃ শরীরম্।

এইসকল বিষয় আহারের পরিপাককারক; যথা,—উষ্মা, বায়ু, ক্লেদ, স্নেহ, কাল ও সংযোগ। এইসমস্ত আহার-পরিপাককারক বিষয়ের এইগুলি বিশেষ কার্য্য, যথা,—উষ্মা পাক করে, বায়ু অপকর্ষণ করে, ক্লেদ শিথিল করে, স্নেহ মৃদুতা জন্মায়, কাল পরিণতি সম্পাদন করে, এবং সংযোগ তাহাদের পরিণতিদ্বারা ধাতুসমূহের সমতা বিধান করে। আহারপরিণতিদ্বারাই আহারের গুণসমূহ অবিরুদ্ধ হইলে অর্থাৎ শরীর-ধাতুগুণের সহিত সমান হইলে, শরীরগুণভাব প্রাপ্ত হয়, এবং বিরুদ্ধ হইলে বিরোধী গুণদ্বারা বিহত হইয়া শরীর নষ্ট করে।

শরীরধাতবস্ত্বেবং দ্বিবিধাঃ সংগ্রহেণ মলভূতাঃ প্রসাদভূতাশ্চ। তত্র মলভূতাস্তে শরীরস্য যে বাধকরাঃ স্যুস্তদ্‌যথা শরীরচ্ছিদ্রেষূপদেহাঃ পৃথগ্‌জন্মানো বহির্ম্মুখাঃ পরিপ্লবাশ্চ ধাতবঃ। প্রকুপিতাশ্চ বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো যে চান্যেঽপি কেচিৎ শরীরে তিষ্ঠন্তি ভাবাঃ শরীরস্তোপঘাতা-

শারীরাণাং সর্ব্বাংস্তান্ মলান্ সংপ্রচক্ষতে। ইতরাংস্তু প্রসাদাখ্যান্ গুর্ব্বাদীংশ্চ দ্রবান্তান্ গুণভেদেন রসাদীংশ্চ শুক্রান্তান্ দ্রব্যভেদেন॥

শারীর ধাতুসমূহ সংক্ষেপতঃ দুইপ্রকার, মলভূত ও প্রসাদভূত। তন্মধ্যে যেসকল ধাতু শরীরের বাধাজনক, তাহারাই মলভূত। যেমন শরীরছিদ্রজাত মলসমূহ (কর্ণমল প্রভৃতি)। ইহারা পৃথগ্‌ভাবে জন্মে, বহির্গমনে উন্মুখ এবং পরিপক্ক ধাতু। প্রকুপিত বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা এবং শরীরস্থ অন্যান্য যেসকল পদার্থ শরীরের হানিকর, তাহারাও মলনামে অভিহিত হয়। ইহাভিন্ন অপর সমুদায় ধাতু প্রসাদভূত। গুর্ব্বাদি হইতে দ্রব পর্য্যন্ত গুণসমূহকে, এবং দ্রব্যভেদে রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত দ্রব্যসমূহকে প্রসাদভূত বলা যায়।

তেষাং সর্ব্বেষামেব বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো দুষ্টা দূষয়িতারো ভবন্তি দোষত্বাৎ, বাতাদীনাং পুনর্ধাত্বন্তরে কালান্তরে প্রদুষ্টানাং বিবিধাশিতপীতীয়েঽধ্যায়ে বিজ্ঞানান্যুক্তানি। এতাবত্যেব দুষ্টদোষগতির্যাবৎ সংস্পর্শনাচ্ছরীরধাতূনাম্। প্রকৃতিভূতানান্তু খলু বাতাদীনাং ফলমারোগ্যং তস্মাদেষাং প্রকৃতিভাবে প্রযতিতব্যং বুদ্ধিমদ্ভিঃ।

দুষ্ট বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা দোষত্ব হেতু ঐ সমস্ত ধাতুর দূষয়িতা হয়। বাতাদি দোষসমূহ ধাত্বন্তরে ও কালান্তরে দূষিত হইলে, তাহাদের যেসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বিবিধাশিতপীতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। শারীর ধাতুসমূহের সংস্পর্শন হেতু দুষ্ট দোষসকলের এইরূপই গতি হইয়া থাকে। প্রকৃতিস্থ বাতাদির ফল আরোগ্য। অতএব বাতাদি প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্য বুদ্ধিমানগণের যত্ন করা আবশ্যক।

তত্র শ্লোকঃ

সর্ব্বদা সর্ব্বথা সর্ব্বং শরীরং বেদ যো ভিষক্।
আয়ুর্ব্বেদং স কাৎস্ন্যেন বেদ লোকসুখপ্রদম্॥

যে চিকিৎসক সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশরীরস্থ অবগত থাকেন, তিনিই লোকসুখপ্রদ আয়ুর্ব্বেদ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছেন।

তমেবমুক্তবন্তং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। শ্রুতং তমেতদ্ যদ্ভবতা ভগবতা শরীরাধিকারে বচঃ। কিমু খলু গর্ভস্যাঙ্গং পূর্ব্বমভিনির্ব্বর্ত্ততে কুতো মুখং, কথং বা চান্তর্গতস্তিষ্ঠতি, কিমাহারশ্চ বর্ত্তয়তি, কথম্ভূতশ্চ নিষ্ক্রামতি, কথং চায়ুরোপচারৈর্জাতস্য ব্যাধিরভিবর্দ্ধতে, সদ্যো হন্যতে কৈঃ, কথঞ্চাস্য দেবাদিপ্রভাবনিমিত্তা বিকারা উপলভ্যন্তে, আয়োঃ ক্ষয় কিঞ্চাস্য কালাকালমৃত্যোর্ভগবানধ্যবস্যতি, কিঞ্চাস্য পরমায়ুঃ, কানি চাস্য পরমায়ুষো নিমিত্তানীতি॥

ভগবান্ আত্রেয় এইরূপ বলিলে, অগ্নিবেশ তাঁহাকে কহিলেন,—আপনি শরীরাধিকারে যেসমস্ত বিষয় বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি,—কুক্ষিমধ্যে গর্ভের কোন্ অঙ্গ অগ্রে উৎপন্ন হয়? অন্তর্গত গর্ভ কোন্ মুখে এবং কি প্রকারে অবস্থিত থাকে? কি আহার করিয়া জীবিত থাকে? কিরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হয়?

কিরূপ আহারদ্বারা জাতসন্তান নীরোগ থাকিয়া বৃদ্ধি পায়? কিরূপ আহার দ্বারা বয়ঃ বিনষ্ট হয়? কিরূপে তাহার দেবাদি-প্রকোপজনিত বিকার সকল উপলব্ধ হয়, অথবা হয় না? তাহার কালমৃত্যু ও অকালমৃত্যুর অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব বিষয়ে ভগবান্ কিরূপ নিশ্চয় করেন? তাহার পরমায়ুঃ কিরূপ নির্দ্দিষ্ট? এবং পরমায়ুর কারণসকলই বা কি?

ইত্যেবমুক্তবন্তমগ্নিবেশং ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয় উবাচ। পূর্ব্বমুক্তমেতদ্গর্ভাবক্রান্তৌ যথায়মভিনির্ব্বর্ত্ততে কুক্ষৌ। যচ্চাস্য যদা সম্ভিষ্ঠতে যচ্চাঙ্গজাতম্। বিপ্রতিপত্তিবাদাস্ত্বত্র বহুবিধাঃ সূত্রকারিণামৃষীণাং সন্তি সর্ব্বেষাং তানপি নিবোধোচ্যমানান্। শিরঃ পূর্ব্বমভিনির্ব্বর্ত্ততে কুক্ষাবিতি কুমারশিরা ভরদ্বাজঃ পশ্যতি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠানমিতি, হৃদয়মিতি কাঙ্কায়নো বাহ্লীকভিষক্ চেতনাধিষ্ঠানত্বাৎ, নাভিরিতি ভদ্রকাপ্য আহারাগম ইতি কৃত্বা, পক্বগুদমিতি শৌনকো মারুতাধিষ্ঠানত্বাৎ, হস্তপাদমিতি বড়িশস্তৎকরণত্বাৎ, পুরুষস্য ইন্দ্রিয়াণীতি জনকো বৈদেহস্তান্যস্য বুদ্ধ্যধিষ্ঠানানীতি কৃত্বা, বুদ্ধিপরোক্ষত্বাদচিন্ত্যমিতি মারীচিঃ কশ্যপঃ, সর্ব্বাঙ্গনির্ব্বৃত্তির্যুগপদিতি ধন্বন্তরিঃ। তদুপপন্নং সর্ব্বাঙ্গানাং তুল্যকালাভিনির্ব্বৃত্তত্বাদ্ হৃদয়প্রভৃতীনাম্। সর্ব্বাঙ্গানাং হ্যস্য হৃদয়ং মূলমধিষ্ঠানঞ্চ কেষাঞ্চিদ্ভাবানাং, ন চ তস্মাৎ পূর্ব্বাভিনির্ব্বৃত্তিরেষাস্তস্মাদ্ধৃদয়পূর্ব্বাণাং সর্ব্বাঙ্গানাং তুল্যকালাভিনির্ব্বৃত্তিঃ। সর্ব্বভাবা হ্যন্যোন্যপ্রতিবদ্ধাস্তস্মাদ্যথাভূতদর্শনং সাধু।

অগ্নিবেশ এই সকল প্রশ্ন করিলে, ভগবান্ আত্রেয় পুনর্ব্বসু তাঁহাকে কহিলেন;—গর্ভ যেরূপে কুক্ষিমধ্যে উৎপন্ন হয়, এবং তাহার যে অঙ্গের যে সময়ে উৎপত্তি হয়, তাহা গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায়ে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু এবিষয়ে সূত্রকার ঋষিগণের বহুবিধ বাদ-প্রতিবাদ আছে। সেইসমস্ত বাদ-প্রতিবাদ বলিতেছি, শ্রবণ কর। মস্তকই সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্থান ইহা দেখিয়া, কুমারশিরা ভরদ্বাজ বলেন কুক্ষিমধ্যে গর্ভের মস্তকই অগ্রে উৎপন্ন হয়। হৃদয় চেতনার অধিষ্ঠান, এইজন্য বাহ্লীক ভিষক্ কাঙ্কায়ন বলেন; হৃদয়ই অগ্রে উৎপন্ন হয়। আহারাগমস্থান বলিয়া, ভদ্রকাপ্য বলেন, নাভি অগ্রে উৎপন্ন হয়। বায়ুর অধিষ্ঠান বলিয়া, শৌনক ঋষি বলেন, পক্বাশয় অগ্রে উৎপন্ন হয়। হস্তপদের করণত্ব হেতু বড়িশ ঋষি বলেন, হস্তপদ অগ্রে জন্মে। বুদ্ধির অধিষ্ঠান বলিয়া, বৈদেহ জনক ঋষি বলেন, ইন্দ্রিয়সমূহ অগ্রে উৎপন্ন হয়। বুদ্ধির অগোচর বলিয়া মারিচি কশ্যপ বলেন, ইহা অচিন্ত্য, অর্থাৎ কোন্ অঙ্গ অগ্রে উৎপন্ন হয়, তাহা বলা যায় না। ধন্বন্তরি বলেন, সকল অঙ্গ এক-সময়েই উৎপন্ন হয়। হৃদয় প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গই বস্তুতঃ এক সময়ে উৎপন্ন হয়, এইজন্য ধন্বন্তরির মতই যুক্তিযুক্ত। হৃদয় সমুদয় অঙ্গের মূল, এবং কতিপয় ভাবের অধিষ্ঠান। সুতরাং হৃদয়ের পূর্ব্বে কোন অঙ্গই উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব হৃদয়পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গই একসময়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রথমেই হৃদয় উৎপন্ন হয়, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই অপর সমুদায় অঙ্গ যুগপৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেহেতু, শরীরের সমুদায় ভাবই পরস্পর প্রতিবদ্ধ; অতএব সর্ব্বাঙ্গের যুগপৎ উৎপত্তিসিদ্ধান্তই সঙ্গত।

গর্ভস্তু খলু মাতুঃ পৃষ্ঠাভিমুখ ঊর্দ্ধশিরাঃ সঙ্কুচ্যাঙ্গান্যাস্তে জরায়ুবৃতঃ কুক্ষৌ। ব্যপগতপিপাসাবুভুক্ষস্তু গর্ভঃ পরতন্ত্রবৃত্তির্মাতরমাশ্রিত্য বর্ত্তয়ত্যুপস্নেহোপস্বেদাভ্যাম্। গর্ভস্তু সদসদ্ভূতাঙ্গাবয়বস্তদন্তরং হ্যস্য লোমকূপায়নৈরুপস্নেহঃ কশ্চিন্নাভিনাড্যয়নৈঃ। নাভ্যাং হ্যস্য নাড়ীপ্রসক্তা সা নাভ্যাঞ্চামরামরা চাস্য মাতুঃ প্রসক্তা হৃদয়ে, মাতৃহৃদয়ং হ্যস্য তামমরামভিসংপ্লবতে শিরাভিঃ স্যন্দমানাভিঃ। স তস্য রসো বলবর্ণকরঃ সম্পদ্যতে। স চ সর্ব্বরসবানাহারঃ স্ত্রিয়াঃ হ্যাপন্নগর্ভায়াঃ স্ত্রিধা রসঃ প্রতিপদ্যতে স্বশরীরপুষ্টয়ে স্তন্যায় গর্ভবৃদ্ধয়ে চ, স তেনাহারেণোপস্টব্ধো বর্ত্তয়ত্যন্তর্গতঃ। স চোপস্থিতকালে জন্মনি প্রসূতিমারুতযোগাৎ পরিবর্ত্ত্যাবাক্‌শিরা নিষ্ক্রামত্যপত্যপথেন [illegible] এষা প্রকৃতির্বিকৃতিরতোঽন্যথা পরবৃত এব স্বতন্ত্রবৃত্তির্ভবতি।

কুক্ষিমধ্যে গর্ভ মাতার পৃষ্ঠাভিমুখ ঊর্দ্ধশিরা সঙ্কুচিতাঙ্গ ও জরায়ুসংবৃত হইয়া অবস্থান করে। গর্ভ ক্ষুধা-পিপাসাবর্জ্জিত ও পরাধীনবৃত্তি হইয়া মাতাকে অবলম্বনপূর্ব্বক উপস্নেহ ও উপস্বেদদ্বারা জীবিত থাকে। সদসদ্‌ভূতাঙ্গাবয়ব (কোন অঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে কোন অঙ্গ প্রকাশিত হয় নাই তদ্রূপ) গর্ভ তাহার লোমকূপসমূহদ্বারা এবং নাভিনাড়ী দ্বারা উপস্নেহ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ঐসমস্ত পথদ্বারা মাতার আহাররসের স্নেহভাগ গর্ভ শরীরে চুয়াইয়া পড়ে। গর্ভের নাভিতে যে নাড়ী সংলগ্ন থাকে, তাহার নাম অমরা, সেই অমরা নাড়ীর এক প্রান্ত মাতার হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া থাকে। মাতার হৃদয় ক্ষরণকারক শিরাসমূহদ্বারা গর্ভের-সেই অমরা নাড়ীকে আপ্লুত করে, সেই রসই গর্ভের বল-বর্ণকর হয়। গর্ভিণী স্ত্রী সর্ব্বরসবান্ আহারের রস তিনভাগে বিভক্ত হইয়া, একভাগ দ্বারা তাঁহার নিজের শরীরপোষণ হয়, দ্বিতীয়ভাগ স্তন্যরূপে পরিণত হয়, এবং তৃতীয়ভাগ দ্বারা গর্ভের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং গর্ভ মাতার আহাররস দ্বারা জীবিত থাকিয়া কুক্ষিমধ্যে অবস্থান করে। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, বায়ুবেগে গর্ভ পরিবর্ত্তিত হইয়া অধোমুখ হয়, এবং যোনিপথ দ্বারা নির্গত হয়। ইহাই প্রকৃতি; ইহার অন্যথা ঘটিলে, তাহাকে বিকৃতি কহে। প্রসবের পর গর্ভ স্বাধীনবৃত্তি হয়, অর্থাৎ আহার বিহারাদি স্বেচ্ছানুসারে করিয়া থাকে।

আহারোপচারৌ জাতিসূত্রীয়োপদিষ্টাবিকারকরৌ চাভিবৃদ্ধিকরৌ ভবতঃ। তাভ্যামেব সেবিতাভ্যাং বিষমাভ্যাং জাতঃ সদ্য উপহন্যতে ক্ষুরিরিবাচিরব্যপরোপিতো বাতাতপাভ্যামপ্রতিষ্ঠিতমূলঃ। আপ্তোপদেশাদদ্ভূতরূপদর্শনাৎ সমুত্থানবিশেষচিকিৎসিতবিশেষাচ্চ দোষপ্রকোপনিমিত্তাশ্চ বিকারাঃ সমুপলভ্যন্তে॥

জাতিসূত্রীয় অধ্যায়ে যেসকল আহারোপচার উপদিষ্ট হইলে, সেইসকল আহারোপচার গর্ভের জাতসন্তানের অবিকার কর ও বৃদ্ধিজনক। অবিপরীতোপদিষ্ট ও অদ্ভুতমূল ক্ষুর যেমন বাতাতপদ্বারা সদ্য বিনষ্ট হয়, সেইরূপ জাতসন্তানের আহারোপচার বিষমভাবে সেবিত হইলে, সেই শিশুও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আপ্তোপদেশ, অদ্ভুত রূপদর্শন, এবং সেই সেই রোগের

নিদান লক্ষণ ও চিকিৎসা বিশেষদ্বারা, দোষপ্রকোপের অনুরূপ দেবাদি প্রকোপজনিত বিকার সমূহেরও উপলব্ধি হইয়া থাকে।

কালাকালমৃত্যোস্তু ভাবাভাবয়োরিদমধ্যবসিতং নঃ। যঃ কশ্চিন্ম্রিয়তে সর্ব্বঃ কাল এব স ম্রিয়তে ন হি কালচ্ছিদ্রমস্তীত্যেকে ভাষন্তে। তচ্চাসমাঙ্ ন হ্যচ্ছিদ্রতা বা কালস্যোপপদ্যতে কালস্বলক্ষণভাবাৎ।

কালমৃত্যু ও অকালমৃত্যুর অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বসম্বন্ধে আত্রেয়দের নিশ্চয় এই যে;—অনেকে বলেন, যে কেহ যখন মরে, সে কালেই মরে; যেহেতু কালের অবিচ্ছেদবশতঃ কখনই অকাল-মৃত্যু হইতে পারে না। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে, কারণ কালের স্বলক্ষণ স্বভাবানুসারে তাহার অচ্ছিদ্রতাও উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ নিয়ত চক্রবদ্ ভ্রমণলক্ষণত্ব হেতু কালকে সচ্ছিদ্র (সাবকাশ), এবং ঋতু-মাস-পক্ষ-দিন-রাত্রি প্রভৃতি বিভাগবশতঃ অচ্ছিদ্রও (অবিচ্ছিন্ন) বলা যাইতে পারে না।

তথাহুরপরে যো যদা ম্রিয়তে স তস্য নিয়তো মৃত্যুকালঃ স সর্ব্ব-ভূতানাং সত্যঃ সমক্রিয়ত্বাদিতি। তদপি চান্যথার্থগ্রহণং ন হি কশ্চিন্ন ম্রিয়ত ইতি সমক্রিয়ঃ, কালঃ পুনরায়ুষঃ প্রমাণমধিকৃত্যোচ্যতে। যস্য চেষ্টং যো যদা ম্রিয়তে তস্য স নিয়তো মৃত্যুকাল ইতি। তস্য সর্ব্বে ভাবা যথাস্বং নিয়তকালা ভবিষ্যন্তি। তচ্চ নোপপদ্যতে প্রত্যক্ষং হ্যকালা-হারবচনকর্ম্মণাং ফলমনিষ্টং বিপর্য্যয়ে চেষ্টম্। প্রত্যক্ষতশ্চোপলভ্যতে খলু কালাকালযুক্তিস্তাসু তাস্ববস্থাসু তং তমর্থমভিসমীক্ষ্য। তদ্যথা কালোঽয়মস্য তু ব্যাধেরাহারস্যৌষধস্য প্রতিকর্ম্মণো বিসর্গস্যাকালো বা। লোকেঽপ্যেতদ্ভবতি কালে দেবো বর্ষত্যকালে বর্ষতি, কালে শীতমকালে শীতং, কালে তপত্যকালে তপতি, কালে পুষ্পফলমকালে চ পুষ্পফল-মিতি। তস্মাদুভয়মস্তি কালে মৃত্যুরকালে চ নৈকান্তিকম্। হ্যকালে মৃত্যুর্ন স্যান্নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং স্যাৎ।

অপর কেহ কেহ বলেন, যে যখন মরে, সেই তাহার মৃত্যুকাল। কাল সমক্রিয়, সুতরাং সত্য অর্থাৎ প্রকৃতার্থকারী। ইহাও প্রকৃত জ্ঞানের কথা নহে। কাল কাহাকেও মারে না, এইজন্যই সে সমক্রিয় ইহা বলা যাইতে পারে না। কারণ আয়ুর পরিমাণ অধিকার করিয়াই কালশব্দ অভিহিত হয়। যাঁহারা বলেন, "যে যখন মরে, সেই তাহার নির্দ্দিষ্ট মৃত্যুকাল," তাঁহাদের মতে সকল পদার্থই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কালস্থায়ী ইহাই উপলব্ধ হয়। কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; যেহেতু অকালে আহার বাক্য ও কর্ম্মের ফল অনিষ্ট, এবং তাহার বিপর্য্যয়ের ফল ইষ্ট ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিলেও কালাকাল যুক্তির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়; যেমন, এই ব্যাধির এই কাল বা অকাল, এই আহারের এই কাল বা অকাল, এই ঔষধের এই কাল বা অকাল, এই চিকিৎসার এই কাল বা অকাল, এই যোগযুক্তির এই কাল বা অকাল। লোকেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, যে দেবতা কালে বর্ষণ করিতেছেন অথবা অকালে বর্ষণ করিতেছেন,

কালে শীত হইতেছে বা অকালে শীত হইতেছে, কালে তাপ হইতেছে, বা অকালে তাপ হইতেছে, এবং কালে ফুল ও ফল হইতেছে অথবা অকালে ফুল ও ফল হইতেছে। অতএব কালে মৃত্যু ও অকালে মৃত্যু উভয়ই আছে, ইহার মধ্যে কোনটির একান্ত গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। যদি অকালে মৃত্যু না হইত, তবে সকলের আয়ুই নির্দ্দিষ্ট-কাল-পরিমিত হইত।

এবং গতে হিতাহিতজ্ঞানমকারণং স্যাৎ প্রত্যক্ষানুমানোপদেশাশ্চাপ্রমাণীস্যুর্যে প্রমাণভূতাঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু যৈরায়ুষ্যাণ্যনায়ুষ্যাণি চোপলভ্যতে। বাগ্বস্তুমাত্রমেতদ্বাদমৃষয়ো মন্যন্তে নাকালে মৃত্যুরস্তীতি। বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণমস্মিন্ কালে তস্য নিমিত্তং প্রকৃতিগুণাত্মসম্পৎসাত্ম্যোপসেবনঞ্চেতি।

সকল আয়ুই নির্দ্দিষ্ট-কালপরিমিত হইলে, হিতাহিতজ্ঞান অকারণ হইয়া পড়ে, এবং যে প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপদেশ-সর্ব্বতন্ত্রেই প্রমাণস্বরূপ, যাহাদ্বারা আয়ুর হিতকর ও অহিতকর বিষয় অবগত হওয়া যায়, সেই প্রত্যক্ষ অনুমান-উপদেশও অপ্রমাণ হইয়া যায়। অতএব "অকালে মৃত্যু নাই" এই বাদকে ঋষিগণ বাগ্‌বস্তুমাত্র অর্থাৎ নিরর্থক কথামাত্র বিবেচনা করেন। এই কলিকালে আয়ুর পরিমাণ একশত বৎসর। প্রকৃতির অর্থাৎ উৎপাদক শুক্রশোণিতের উৎকর্ষ, আত্মার উৎকর্ষ এবং সাত্ম্যসেবা, এইগুলি নির্দ্দিষ্ট আয়ুর্ভোগের কারণ।

তত্র শ্লোকাঃ

শরীরং যদ্ যথাশ্চেচ্চ বর্ত্তন্তে ক্লিষ্টমাময়ৈঃ।
যথা ক্লেশং বিনাশঞ্চ যাতি যে চাস্য ধাতবঃ॥
বৃদ্ধিহ্রাসৌ যথা চৈষাং ক্ষীণানামৌষধঞ্চ যৎ।
দেহবৃদ্ধিকরা ভাবা বলবৃদ্ধিকরাশ্চ যে॥
পরিণামকরা ভাবা যা চ তেষাং পৃথক্ ক্রিয়া।
মলাখ্যাঃ সম্প্রসাদাখ্যা ধাতবঃ প্রশ্ন এব চ॥
নবকো নির্ণয়শ্চাস্য বিধিবৎ সম্প্রকাশিতঃ।
তথ্যঃ শরীরবিচয়ে শারীরে পরমর্ষিণা॥

শরীরের স্বরূপনির্ণয়, যেরূপে শরীর নীরোগ থাকে, যাহাদ্বারা শরীর রোগক্লিষ্ট হইয়া ক্লেশ বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, শরীরস্থ ধাতুসমূহ, যেরূপে ধাতুসকলের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, ক্ষীণ ধাতুর ঔষধ, দেহবৃদ্ধিকর ও বলবৃদ্ধিকর পদার্থসমূহ, পরিপাককারক পদার্থসকল, পরিপাককারক পদার্থসকলের পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া, মলসংজ্ঞক ও প্রসাদসংজ্ঞক ধাতুসমূহ, নয়টি প্রশ্ন, এবং সেইসকল প্রশ্নের যথাযথ নির্ণয়, এইসমস্ত বিষয়ের তথ্য, এই শরীরবিচয় শারীর অধ্যায়ে মহর্ষি আত্রেয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
শরীরবিচয়ো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের শারীরস্থানে শরীরবিচয় নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শরীরসংখ্যা নাম শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা শরীরসংখ্যা নামক শারীর ব্যাখ্যা করিব।

শরীরসঙ্খ্যামবয়বশঃ কৃৎস্নং শরীরং প্রবিভজ্য সর্ব্বশরীরসঙ্খ্যান-প্রমাণজ্ঞানহেতোর্ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশঃ পপ্রচ্ছ।

অবয়বানুসারে সমস্ত শরীর বিভাগ করিয়া সমুদায় শরীরের সংখ্যাপরিমাণ জানিবার জন্য অগ্নিবেশ ভগবান্ আত্রেয়কে শরীরসংখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন।

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। শৃণু মত্তোঽগ্নিবেশ! সর্ব্বং শরীরমভি-সংচক্ষাণাদ্ যথাপ্রশ্নমেকমনাঃ। যথাবচ্ছরীরে ষট্ ত্বচস্তদ্যথা—উদক-ধরা ত্বগ্ বাহ্যা, দ্বিতীয়া ত্বগসৃগ্ধরা, তৃতীয়া সিধ্মকিলাসসম্ভবাধিষ্ঠানা, চতুর্থী কুষ্ঠসম্ভবাধিষ্ঠানা, পঞ্চমী অলজীবিদ্রধীসম্ভবাধিষ্ঠানা, ষষ্ঠী তু সা যস্যাং ছিন্নায়াং তাম্যত্যন্ধ ইব চ তমঃ প্রবিশতি যাং চাপ্যধিষ্ঠায়ারুংষি জায়ন্তে পর্ব্বসন্ধিষু কৃষ্ণরক্তানি স্থূলমূলানি দুশ্চিকিৎস্যতমানি চেতি, ষট্ ত্বচ এতাঃ ষড়ঙ্গং শরীরমবততা তিষ্ঠন্তি।

তত্রায়ং শরীরস্যাঙ্গবিভাগঃ তদ্যথা—দ্বৌ বাহূ দ্বে সক্থিনী শিরো-গ্রীবমন্তরাধিরিতি ষড়ঙ্গমঙ্গম্।

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে কহিলেন; হে অগ্নিবেশ! আমি তোমার প্রশ্ন অনুসারে সর্ব্ব শরীরের বিষয় যথাযথ বর্ণন করিতেছি, তুমি তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। শরীরে ছয়টি ত্বক্ আছে; যথা বাহ্য ত্বক্ উদক ধরা, দ্বিতীয় ত্বক্ অসৃগ্ ধরা, তৃতীয় ত্বক্ সিধ্ম ও কিলাস-রোগের উৎপত্তিস্থান, চতুর্থ ত্বক্ কুষ্ঠরোগের জন্মস্থান, পঞ্চম ত্বক্ অলজী ও বিদ্রধি রোগের আশ্রয়স্থান, তাহার পরে ষষ্ঠ ত্বক্, এই ত্বক্ ছিন্ন হইলে লোকে মূর্চ্ছিত হয়, এবং অন্ধের ন্যায় অন্ধকার দর্শন করে; এই ত্বক্ আশ্রয় করিয়াই পর্ব্বসন্ধিস্থলে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ স্থূলমূল দুশ্চিকিৎস্যতম ব্রণ সকল উৎপন্ন হয়। এই ছয়প্রকার ত্বক্ ষড়ঙ্গশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। ষড়ঙ্গ শরীরের অঙ্গ বিভাগ যথা;—দুইটি বাহু, দুইটি পদ, মস্তক ও গ্রীবা একটি, এবং মধ্যদেহ একটি, এইরূপে অঙ্গ ছয় ভাগে বিভক্ত।

ত্রীণি ষষ্ট্যধিকানি শতান্যস্থ্নাং সহ দন্তোলূখলনখৈঃ। তদ্যথা,—দ্বাত্রিংশদ্দন্তোলূখলানি, দ্বাত্রিংশদ্দন্তাঃ, বিংশতির্নখাঃ, বিংশতিঃ পাণিপাদ-শলাকাঃ, চত্বার্যধিষ্ঠানান্যাসাং, চত্বারি পাণিপাদপৃষ্ঠানি, মণ্টিরঙ্গুল্যস্থীনি, দ্বে পাষ্ণ্যোর্দ্বে কূর্চ্চাধশ্চত্বারঃ পাণ্যোর্মণিকাশ্চত্বারঃ পাদয়োর্গুল্ফাঃ, চত্বার্যরত্ন্যোরস্থীনি চত্বারি জঙ্ঘয়োর্জানুনোর্দ্বে কূর্পরয়োর্দ্বে ঊর্ব্বোর্দ্বে

বাহ্বোঃ সাংসয়োঃ, দ্বাবক্ষকৌ, দ্বে তালুনি, দ্বে শ্রোণিফলকে, একং ভগাস্থি, পুংসাং মেট্রাস্থি, একং ত্রিকসংশ্রিতমেকং গুদাস্থি, পৃষ্ঠগতানি পঞ্চত্রিংশৎ, পঞ্চদশাস্থীনি গ্রীবায়াং, দ্বে জত্রুণ্যেকং হনুস্থি, দ্বে হনুমূল-বন্ধনে, দ্বে ললাটে, দ্বে অক্ষ্যোর্দ্বে দ্বে গণ্ডয়োর্নাসিকায়াং ত্রীণি ঘোণাখ্যানি, দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োশ্চতুর্ব্বিংশতিশ্চতুর্ব্বিংশতিঃ পঞ্জরাস্থীনি চ পার্শ্বকানি তাবন্তি চৈষাং স্থালিকান্যর্ব্বুদাকারাণি, তানি দ্বিসপ্ততিদ্বৌ শঙ্খকৌ, চত্বারি শিরঃকপালানি যক্ষসি সপ্তদশেতি ত্রীণি ষষ্ট্যধিকানি শতান্য-স্থ্নামিতি।

দন্ত, উদূখল (দন্তের অবস্থিতি স্থান) ও নখ লইয়া, সর্ব্বসমেত ৩৬০ তিনশত ষাটখানি অস্থি সর্ব্বশরীরে আছে। যথা,—দন্তের উদূখল বত্রিশটি, দন্ত বত্রিশটি, নখ কুড়িখানি, হস্ত ও পদের শলাকা কুড়িটি, ঐসকল শলাকার আশ্রয়স্থান চারিটি, হস্ত ও পদের পৃষ্ঠাস্থি চারিখানি, অঙ্গুলির অস্থি ষাট্ খানি. পাঞ্চি দুইখানি, কূর্চ্চাধঃ দুই খানি, হস্তদ্বয়ের মণিবন্ধাস্থি চারিখানি, পদদ্বয়ের গুল্ফাস্থি চারিখানি, অরত্নি অর্থাৎ প্রকোষ্ঠদেশে চারিখানি, জঙ্ঘাদ্বয়ে চারিখানি, জানুদ্বয়ে দুইখানি, কূর্পরদ্বয়ে দুইখানি, উরুদ্বয়ে দুইখানি, বাহুদ্বয়ে দুইখানি, অংসদ্বয়ে দুইখানি, অক্ষক অস্থি দুইখানি, তালুর অস্থি দুইখানি, শ্রোণিফলক দুইখানি, ভগাস্থি বা পুরুষের মেঢ্রাস্থি একখানি, ত্রিকস্থানে একখানি, গুহ্যদেশের অস্থি একখানি, পৃষ্ঠগত অস্থি পঁয়ত্রিশখানি, গ্রীবাদেশের অস্থি পঞ্চদশখানি, জত্রুস্থানে একখানি, হনুর অস্থি দুইখানি, হনু মূলের বন্ধনাস্থি দুইখানি, চক্ষুদ্বয়ে দুইখানি, গণ্ডদ্বয়ে দুইখানি, নাসিকায় ঘোণানামক অস্থি তিনখানি, পার্শ্বদ্বয়ে চব্বিশখানি, পঞ্জরে পার্শ্বকাস্থি অর্ব্বুদাকৃতি চব্বিশ-খানি, এইরূপে পার্শ্বদেশে বায়াত্তরখানি অস্থি; শঙ্খদ্বয়ে দুইখানি, মস্তকের কপালাস্থি চারিখানি, বক্ষঃস্থলে সপ্তদশখানি, সর্ব্বসাকল্যে তিনশত ষাট্খানি অস্থিসংখ্যা।

পঞ্চেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানানি, তদ্‌যথা ত্বগ্‌জিহ্বা নাসিকাক্ষিণী কর্ণৌ চ। পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, তদ্‌যথা স্পর্শনং রসনং ঘ্রাণং দর্শনং শ্রোত্রমিতি। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তদ্‌যথা হস্তৌ পাদৌ পায়ুরুপস্থো জিহ্বা চেতি।

ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান পাঁচটি; যথা,—ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকা, নেত্রদ্বয় ও কর্ণদ্বয়। বুদ্ধিন্দ্রিয় পাঁচটি; যথা,—স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি; যথা,—হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, পায়ু (গুহ্যদ্বার), উপস্থ (লিঙ্গ বা যোনি) ও জিহ্বা (বাগিন্দ্রিয়)।

হৃদয়ং চেতনাধিষ্ঠানমেকম্। দশ প্রাণায়তনানি, তদ্‌যথা—মূর্দ্ধা কণ্ঠো হৃদয়ং নাভিগুর্দো বস্তিরোজঃ শুক্রং শোণিতং মাংসমিতি। তেষু ষট্ পূর্ব্বাণি মর্ম্মাখ্যাতানি। পঞ্চদশ কোষ্ঠাঙ্গানি, তদ্‌যথা নাভিশ্চ হৃদয়ঞ্চ ক্লোম চ [illegible] প্লীহা চ বৃক্কৌ চ বস্তিশ্চ পুরীষাধারশ্চামাশয়শ্চ পক্বাশয়শ্চোত্তরগুদঞ্চাধরগুদঞ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রঞ্চ স্থূল্যন্ত্রঞ্চ বপাবহনঞ্চেতি।

চেতনাধিষ্ঠান হৃদয় একটি। প্রাণায়তন দশটি; যথা,—মূর্দ্ধা, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, গুহ্য-দেশ, বস্তি, ওজঃ, শুক্র, শোণিত, ও মাংস। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ মূর্দ্ধা হইতে

বস্তি পর্য্যন্ত ছয়টি মর্ম্ম নামে অভিহিত। কোষ্ঠাঙ্গ পঞ্চদশটি; যথা, নাভি, হৃদয়, ক্লোম, যকৃৎ, প্লীহা, বৃক্কদ্বয়, বস্তি (মূত্রাশয়), মলাশয়, উত্তরগুদ, অধরগুদ, ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূলান্ত্র, ও রসাবহ স্রোতঃ।

ষট্‌পঞ্চাশৎ প্রত্যঙ্গানি ষট্‌স্বঙ্গেষুপনিবদ্ধানি যান্যপরিসংখ্যাতানি পূর্ব্বমঙ্গেষু পরিসংখ্যায়মানেষু, তান্যন্যঃ পর্য্যায়ৈরিহ প্রকাশ্য ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি। তদ্‌যথা—দ্বে জঙ্ঘাপিণ্ডিকে দ্বে ঊরুপিণ্ডিকে দৌ স্ফিচৌ দ্বৌ বৃষণাবেকং শেফঃ দ্বে উখে দ্বৌ বঙ্ক্ষণৌ দ্বৌ কুকুন্দরাবেকং বস্তিশীর্ষমেকমুদরং দ্বৌ স্তনৌ দ্বৌ ভুজৌ দ্বে বাহুপিণ্ডিকে চিবুকমেকং দ্বাবোষ্ঠৌ দ্বে সৃক্কণ্যৌ দ্বৌ দন্তবেষ্টকাবেকং তালু একা গলশুণ্ডিকা দ্বে উপজিহ্বিকে একা গোজিহ্বিকা দৌ গণ্ডৌ দ্বে কর্ণশষ্কুলিকে দ্বৌ কর্ণপুত্রকৌ দ্বে অক্ষিকূটে চত্বার্য্যক্ষিবর্ত্মানি দ্বে অক্ষিকনীনিকে দ্বে ভ্রুবাবেকমবটু চত্বারি পাণিপাদহৃদয়ানি নব মহান্তি ছিদ্রাণি সপ্ত শিরসি দ্বে চাধঃ।

যে ছাপ্পান্ন প্রকারপ্রত্যঙ্গ ষড়ঙ্গ শরীরে উপনিবদ্ধ আছে, পূর্ব্বে অঙ্গসংখ্যানির্দ্দেশ সময়ে, তাহা বলা হয় নাই। সেই সমস্ত প্রত্যঙ্গ অন্য পর্য্যায়দ্বারা প্রকাশ করিয়া এক্ষণে ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা,—জঙ্ঘাপিণ্ডিকা দুইটি, ঊরুপিণ্ডিকা দুইটি, স্ফিক্ দুইটি, বৃষণ দুইটি, লিঙ্গ একটি, উখ অর্থাৎ কক্ষপার্শ্বের নিম্নভাগ দুইটি, বঙ্ক্ষণ দুইটী, কুকুন্দর দুইটি, বস্তিশিরঃ একটি, উদর একটি, স্তন দুইটি, ভুজ দুইটি, বাহুপিণ্ডিকা দুইটি, চিবুক একটি, ওষ্ঠ দুইটি, সৃক্কণী দুইটি, দন্তবেষ্ট দুইটি, তালু একটি, গলশুণ্ডিকা (গলনলী) একটি, উপজিহ্বিকা দুইটি, গোজিহ্বিকা একটি, গণ্ড দুইটি, কর্ণশষ্কুলী দুইটি, কর্ণপুত্রক দুইটি, অক্ষিকূট দুইটি, নেত্রবর্ত্ম চারিটি, নেত্রকনীনিকা দুইটি, ভ্রূ দুইটি, অবটু (ঘাড়) একটি, পাণিতল ও পাদতল সমুদায়ে চারিটি, মহাছিদ্র নয়টি, তন্মধ্যে মস্তকে সাতটি (নেত্রছিদ্র ২, কর্ণছিদ্র ২, নাসিকাছিদ্র ২, মুখ ১) অধোদেশে দুইটি (লিঙ্গ বা যোনি ১, গুহ্যদ্বার ১)।

এতাবদ্দৃশ্যং শক্যমপি নির্দ্দেষ্টুমনির্দ্দেশ্যমতঃপরং তর্ক্যমেব। তদ্‌যথা,—নব স্নায়ুশতানি সপ্ত শিরাশতানি দ্বে ধমনীশতে পঞ্চ পেশীশতানি সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতং দ্বে পুনঃ সন্ধিশতে ত্রিংশচ্ছতসহস্রাণি নব চ শতানি ষট্‌পঞ্চাশৎসহস্রাণি শিরাধমনীনামণুশঃ প্রবিভজ্যমানানাং মুখাগ্রপরিমাণম্, তাবন্তি চৈব কেশশ্মশ্রুলোমানীত্যেতদ্ যথাবদ্ যৎ সংখ্যাতং ত্বক্‌প্রভৃতি দৃশ্যমতঃপরং তর্ক্যম্। একে তদুভয়মপি ন বিকল্পয়ন্তে প্রকৃতিভাবাচ্ছরীরস্য।

এইসকল প্রত্যঙ্গ দৃশ্য, সুতরাং ইহার নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন অন্যান্য অদৃশ্য অবয়ব অনুমান দ্বারা নিশ্চয় করিতে হয়। যথা,—স্নায়ু নয়শত, শিরা সাত শত, ধমনী দুইশত, পেশী পাঁচশত, মর্ম্ম একশত সাতটি, সন্ধিস্থান দুইশত; শিরা ও ধমনীসকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিভাগ করিলে তাহাদের মুখাগ্র পরিমাণ সমুদায়ে ত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত হইয়া থাকে। কেশ, শ্মশ্রু এবং লোমসমূহের পরিমাণও ঐরূপ। এইরূপে ত্বক্

প্রভৃতি দৃশ্য প্রত্যঙ্গ সকলের সংখ্যা যথাযথ নির্দ্দেশ করা হইল; ইহা ভিন্ন অদৃশ্য অবয়ব সমূহের পরিমাণ অনুমানগ্রাহ্য। কেহ কেহ শরীরের প্রকৃতিভাববশতঃ দৃশ্য ও তর্ক্য উভয়-বিধ প্রত্যঙ্গেরই সংখ্যা কল্পনা করেন না।

যৎ ত্বঞ্জলিসঙ্খ্যেয়ং তদুপদেক্ষ্যামঃ, তৎপরং প্রমাণমভিজ্ঞেয়ং তচ্চ বৃদ্ধিহ্রাসযোগি তর্ক্যমেব। তদ্‌যথা দশোদকস্যাঞ্জলয়ঃ শরীরে স্বেনা-ঞ্জলিপ্রমাণেন যৎ তু প্রচ্যবমানং পুরীষমনুবধ্নাত্যতিযোগেন তথা মূত্রং রুধিরমন্যাংশ্চ শরীরধাতূন্, যৎ তু সর্ব্বশরীরচরং বাহ্যত্বগ্ বিভর্ত্তি যৎ ত্বগন্তরে ব্রণগতং লসীকাশব্দং লভতে যচ্চোষ্মণানুবদ্ধ লোমকূপেভ্যো নিষ্পতৎ স্বেদশব্দমবাপ্নোতি তদুদকং দশাঞ্জলিপ্রমাণম্। নবাঞ্জলয়ঃ পূর্ব্ব-স্যাহারপরিণামধাতোর্যদ্রসমিত্যাচক্ষতে। অষ্টৌ শোণিতস্য, সপ্ত পুরী-ষস্য, ষট্ শ্লেষ্মণঃ, পঞ্চ পিত্তস্য, চত্বারো মূত্রস্য, ত্রয়ো বসায়াঃ দ্বৌ মেদস, একো মজ্জ্ঞঃ, মস্তিষ্কস্য অর্দ্ধাঞ্জলিঃ, শুক্রস্য তাবদেব প্রমাণং, তাবদেব শ্লেষ্মণশ্চৌজস ইত্যেতচ্ছরীরতত্ত্বমুক্তম্।

অঞ্জলিপরিমাণদ্বারা যেসকল পদার্থের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহারও উপদেশ করিতেছি। কারণ, সেইসকল পদার্থের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটিতে পারে, সুতরাং তাহাদের পরিমাণ অবগত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই অঞ্জলিপরিমাণ অনুমানজ্ঞেয়। যথা,—শরীরে স্ব স্ব অঞ্জলি পরিমাণে দশ অঞ্জলি জল আছে। যে জল বর্দ্ধিত হইলে ক্ষরিত হইয়া, পুরীষ, মূত্র, রক্ত ও অন্যান্য শরীরধাতুর সহিত মিশ্রিত হয়; যাহা সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত থাকিয়া বাহ্য ত্বকের পোষণ করে; যাহা ত্বকের অভ্যন্তরে ব্রণগত হইয়া লসীকা নামে অভিহিত হয়; যাহা উষ্মার সহিত সংযুক্ত হইলে লোমকূপ সমূহ দ্বারা ক্ষরিত হইয়া স্বেদ নাম প্রাপ্ত হয়; সেই জল দশ-অঞ্জলিপরিমিত। আহারপরিণামের প্রথম ধাতু যাহা রস নামে অভিহিত, তাহার পরিমাণ নয় অঞ্জলি। রক্তের পরিমাণ আট অঞ্জলি, পুরীষের পরিমাণ সাত অঞ্জলি, শ্লেষ্মার পরিমাণ ছয় অঞ্জলি, পিত্তের পরিমাণ পাঁচ অঞ্জলি, মূত্রের পরিমাণ চারি অঞ্জলি, বসার পরিমাণ তিন অঞ্জলি, মেদোধাতুর পরিমাণ দুই অঞ্জলি, মজ্জার পরিমাণ এক অঞ্জলি, মস্তিষ্কের পরিমাণ অর্দ্ধাঞ্জলি এবং শুক্রের ও ওজোনামক শ্লেষ্মার পরিমাণও অর্দ্ধাঞ্জলি। শারীর পদার্থের সাঙ্খ্যতত্ত্ব এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

তত্রযদ্বিশেষতঃ স্থূলং স্থিরং মূর্ত্তিমদ্ গুরুখরকঠিনং নখাস্থিদন্ত-মাংসচর্ম্মবর্চ্চঃকেশশ্মশ্রুলোমকণ্ডরাদি তৎ পার্থিবং গন্ধো ঘ্রাণঞ্চ। যদ্ দ্রবসরমন্দস্নিগ্ধমৃদুপিচ্ছিলং রসরুধিরবসাকফপিত্তমূত্রস্বেদাদি তদাপ্যং রসো রসনঞ্চ। যৎ পিত্তমুষ্মা চ যো যা চ ভাঃ শরীরে তৎ সর্ব্বমাগ্নেয়ং রূপং দর্শনঞ্চ। যদুচ্ছ্বাস-প্রশ্বাসোন্মেষনিমেষাকুঞ্চনপ্রসারণ-গমনপ্রেরণ-ধারণাদি তদ্বায়বীয়ং স্পর্শঃ স্পর্শনঞ্চ। যদ্বিবিক্তমুচ্যতে মহান্তি চাণূনি চ স্রোতাংসি তদান্তরীক্ষং শব্দঃ শ্রোত্রঞ্চ। যৎ প্রযোক্তৃ তত্তৎ প্রধানং বুদ্ধির্মনশ্চেতি শরীরাবয়বসংখ্যা যথাস্থূলভেদেনাবয়বানাং নির্দ্দিষ্টা।

এইসকল শারীর পদার্থের মধ্যে যেসকল পদার্থ বিশেষরূপে স্থূল, স্থির, মূর্ত্তিমান্, গুরু, খর ও কঠিন, যথা,—নখ, অস্থি, দন্ত, মাংস, চর্ম্ম, পুরীষ, কেশ, শ্মশ্রু, লোম ও কণ্ডরাদি, তৎসমুদায় পদার্থ পার্থিব। শরীরস্থ গন্ধ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও পার্থিব পদার্থ। রস, রক্ত, বসা, কফ, পিত্ত, মূত্র ও স্বেদাদি যেসকল পদার্থ দ্রব, সর, মন্দ, স্নিগ্ধ, মৃদু ও পিচ্ছিল, তৎসমস্ত পদার্থ জলীয়। রস এবং রসনেন্দ্রিয়ও জলীয় পদার্থ। শরীরে যে পিত্ত, যে উষ্মা ও যে প্রভা, তৎসমুদায় আগ্নেয় পদার্থ। রূপ এবং দর্শনেন্দ্রিয়ও আগ্নেয় পদার্থ। উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস, উন্মেষ, নিমেষ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন, প্রেরণ ও ধারণাদি, বায়বীয় পদার্থ। স্পর্শ এবং স্পর্শনেন্দ্রিয়ও বায়বীয়। শরীরের ছিদ্রসমূহ এবং মহৎ ও ক্ষুদ্র স্রোতঃসকল আন্তরীক্ষ পদার্থ। শব্দ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ও আন্তরীক্ষ। যাহা শরীরাবয়বের প্রয়োজক কর্ত্তা, তাহা প্রধান; যথা মনঃ ও বুদ্ধি। অবয়বসমূহের মোটামুটি বিভাগ করিয়া, শরীরাবয়বের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল।

শরীরাবয়বাস্তু পরমাণুভেদেনাপরিসংখ্যেয়া ভবন্তি, অতিবহুত্বাদতি-সৌক্ষ্ম্যাদতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ। তেষাং সংযোগবিভাগে পরমাণূনাং কারণং বায়ুঃ কর্ম্ম স্বভাবশ্চ। তদেতচ্ছরীরসংখ্যাতমনেকাবয়বং দৃষ্টমেকত্বেন সঙ্গসংখ্যাতম্ পৃথক্ত্বেনাপবর্গঃ। তত্র প্রধানমসক্তং সর্ব্বসত্তানিবৃত্তৌ নিবর্ত্তত ইতি।

অতিবহুত্ব, অতিসূক্ষ্মত্ব ও অতীন্দ্রিয়ত্ব হেতু, পরমাণুভেদে শরীরাবয়ব সকল অপরিসংখ্যেয়। সেইসকল পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ বিষয়ে, বায়ু কর্ম্ম ও স্বভাব কারণ। এই শরীরসংজ্ঞক অনেক অবয়ব একত্বরূপে দৃষ্ট হইলে, অর্থাৎ অনেক-অবয়বসমষ্টি শরীরকে একটি পদার্থ বিবেচনা করিলে, তাহা সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তির কারণ বলিয়া অভিহিত হয়, এবং সমস্ত অবয়ব পৃথক্ বলিয়া অবগত হইলে, তাহা মোক্ষের উপায়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সমস্ত সত্তার নিবৃত্তি হইলে, শরীরস্থ প্রধান পদার্থ জীবাত্মা অসক্ত অর্থাৎ আসক্তিশূন্য হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তত্র শ্লোকৌ।

শরীরসংখ্যাং যো বেদ সর্ব্বাবয়বশো ভিষক্।
তদজ্ঞাননিমিত্তেন স মোহেন ন যুজ্যতে॥
অমূঢ়ো মোহমূলৈশ্চ ন দোষৈরভিভূয়তে।
নির্দ্দোষো নিঃস্পৃহঃ শান্তঃ প্রশাম্যত্যপুনর্ভবঃ॥

যে ভিষক্ শরীরসংখ্যার বিষয় সর্ব্বতোভাবে অবগত হন, তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অজ্ঞানতা জন্য মোহ প্রাপ্ত হইতে হয় না; এবং সেই মোহশূন্য ভিষক্ মোহমূলক দোষেও অভিভূত হন্ না। নির্দ্দোষ নিস্পৃহ ও সর্ব্বকর্ম্মে শান্ত হইতে পারিলে, তাঁহার পুনর্জন্মও নিবারিত হয়।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
শরীরসংখ্যা নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের শারীরস্থানে শরীরসংখ্যা নামক সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

—*—

অথাতো জাতিসূত্রীয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা জাতিসূত্রীয় শারীর ব্যাখ্যা করিব।

স্ত্রীপুরুষয়োরব্যাপন্নশুক্রশোণিতযোনিগর্ভাশয়য়োঃ শ্রেয়সীং প্রজামিচ্ছতোস্তন্নির্ব্বৃত্তিকরং কর্ম্মোপদেক্ষ্যামঃ। অথাপ্যেতৌ স্ত্রীপুরুষৌ স্নেহস্বেদাভ্যামুপপাদ্য বমনবিরেচনাভ্যাং সংশোধ্য ক্রমাৎ প্রকৃতিমাপাদয়েৎ, সংশুদ্ধৌ চাস্থাপনানুবাসনাভ্যামুপাচরেদুপাচরেচ্চ মধুরৌষধসংস্কৃতাভ্যাং ঘৃতক্ষীরাভ্যাং পুরুষং স্ত্রিয়ন্তু তৈলমাষাভ্যাম্। ততঃ পুষ্পৎ প্রভৃতি ত্রিরাত্রমাসীত ব্রহ্মচারিণ্যধঃশায়িনী পাণিভ্যামন্নমজর্জ্জরপাত্রে ভুঞ্জানা ন চ কাঞ্চিদেব মৃজামাপদ্যেত॥

যে পুরুষের শুক্র অদুষ্ট, এবং যে স্ত্রীর শোণিত যোনি ও গর্ভাশয় অদুষ্ট, তাহারা উৎকৃষ্ট সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করিলে, যেসকল কর্ম্মদ্বারা উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহার উপদেশ করিতেছি। সেই স্ত্রীপুরুষকে প্রথমতঃ স্নেহস্বেদ প্রয়োগ পূর্ব্বক, বমন বিরেচন দ্বারা সংশোধিত করিয়া, যথাক্রমে তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবে। তৎপরে আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। তাহার পর জীবনীয়গণোক্ত মধুর-ঔষধসমূহের সহিত ঘৃত ও দুগ্ধ পাক করিয়া পুরুষকে এবং ঐসকল ঔষধের সহিত তিল ও মাষকলাই পাক করিয়া স্ত্রীকে সেবন করাইবে। তৎপরে সেই স্ত্রীর ঋতু হইলে, ঋতুর প্রথম তিন দিন মৈথুন ত্যাগ করিবে, ভূমিতলে শয়ন করিবে, করতলে বা অজর্জ্জর পাত্রে ভোজন করিবে, এবং গাত্রমার্জ্জনাদি পরিত্যাগ করিবে।

ততশ্চতুর্থেঽহন্যেনামুৎসাদ্য সশিরস্কং স্নাপয়িত্বা শুক্লানি বাসাংস্যাচ্ছাদয়েৎ পুরুষঞ্চ। ততঃ শুক্লবাসসৌ চ স্রগ্বিণৌ সুমনসাবন্যোন্যমভিকামৌ সংবসেতামিতি ব্রূয়াৎ। স্নানাৎ প্রভৃতি যুগ্মেষ্বহঃসু সংবসেতাং পুত্রকামৌ তাবযুগ্মেষু দুহিতৃকামৌ।

চতুর্থ দিনে সেই স্ত্রীকে হরিদ্রাদি উৎসাদন দ্রব্য মর্দ্দন করাইয়া, সশিরস্ক অর্থাৎ আমস্তক স্নান করাইবে, এবং শুভ্র বসন পরিধান করাইবে। পুরুষকেও ঐরূপ উৎসাদন স্নান ও শুক্ল বস্ত্র পরিধান করাইতে হইবে। তারপর সেই স্ত্রীপুরুষকে, শুক্ল বসন পরিধান ও মাল্য ধারণ করিয়া হৃষ্টমনে পরস্পর সঙ্গমোৎসুক হইয়া সহবাস করিতে বলিবে। পুত্রকামনা করিলে ঋতুস্নানের পর যুগ্মদিনে এবং কন্যাকামনা করিলে অযুগ্মদিনে সহবাস করিতে হয়।

ন চ ন্যুব্জাং পার্শ্বগতাং বা সংসেবেত। ন্যুব্জায়া বাতো বলবান্ স যোনিং পীড়য়তি। পার্শ্বগতায়া দক্ষিণে পার্শ্বে শ্লেষ্মা সংব্যূতঃ পিদ-

ধাতি গর্ভাশয়ম্। বামে পার্শ্বে পিত্তং তদস্যাঃ পীড়িতং বিদহতি রক্তং শুক্রঞ্চ। তস্মাদুত্তানা সতী বীজং গৃহ্ণীয়াৎ, তস্যা হি যথাস্থানমবতিষ্ঠন্তে দোষাঃ। পর্য্যাপ্তে চৈনাং ঘৃতোদকেন পরিষিঞ্চেৎ।

স্ত্রীকে ন্যুব্জ বা পার্শ্বগত ভাবে শয়ন করাইয়া সঙ্গম করিবে না। ন্যুব্জ অবস্থায় রমণ করিলে, বায়ু বলবান্ হইয়া যোনিকে পীড়িত করে। পার্শ্বগত অবস্থায় থাকিলে, দক্ষিণ পার্শ্বে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া গর্ভাশয় আচ্ছাদিত করে, এবং বামপার্শ্বে পিত্ত পীড়িত হইয়া গর্ভাশয়গত শুক্র-শোণিতকে বিদগ্ধ করে। অতএব স্ত্রী উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করিয়া বীজগ্রহণ করিবে। কারণ, উত্তানভাবে থাকিলে, তাহার বাতাদি দোষসকল যথাস্থানে অবস্থিত থাকে। মৈথুনান্তে স্ত্রী, শরীরে শীতল জল পরিষেচন করিবে।

তত্রাত্যশিতা ক্ষুধিতা পিপাসিতা ভীতা বিমনাঃ শোকার্ত্তা ক্রুদ্ধা চান্যঞ্চ পুমাংসমিচ্ছন্তী মৈথুনে চাতিকামা বা নারী গর্ভং ন ধত্তে বিগুণাং বা প্রজাং জনয়তি। অতিবালামতিবৃদ্ধাং দীর্ঘরোগিণীমন্যেন বা বিকারেণোপসৃষ্টাং বর্জ্জয়েৎ। পুরুষেঽপ্যেত এব দোষাঃ। অতঃ সর্ব্বদোষবর্জ্জিতৌ স্ত্রীপুরুষৌ সংসৃজ্যেয়াতাম্।

অতিভুক্তা, ক্ষুধিতা, পিপাসিতা, ভীতা, বিমনাঃ, শোকার্ত্তা, ক্রুদ্ধা, রমণকালে অন্য পুরুষাকাঙ্ক্ষিণী, কিংবা অতিকামার্ত্তা স্ত্রী গর্ভ ধারণ করে না, অথবা গর্ভ গ্রহণ করিলেও বিকৃত সন্তান উৎপাদন করে। অতিবালিকা, অতিবৃদ্ধা, চিররোগিণী, অথবা অন্য কোন রোগগ্রস্তা স্ত্রীকেও পরিত্যাগ করিবে। পুরুষেও এইসকল দোষ লক্ষ করা আবশ্যক। অতএব সর্ব্বদোষবর্জ্জিত স্ত্রীপুরুষেরই সহবাস করা উচিত।

সঞ্জাতহর্ষৌ মৈথুনে চানুকূলাবিষ্টগন্ধং সাস্তীর্ণং সুখং শয়নমুপকল্প্য মনোজ্ঞং হিতমশনমশিত্বা দক্ষিণপাদেন পুমান্ বামপাদেন স্ত্রী চারোহেৎ। তত্র মন্ত্রং প্রযুঞ্জীত, অহিরসি আয়ুরসি সর্ব্বতঃ প্রতিষ্ঠাসি ধাতা ত্বাদধাতু বিধাতা ত্বাদধাতু ব্রহ্মবর্চ্চসা ভবেদিতি—

ব্রহ্মা বৃহস্পতির্বিষ্ণুঃ সোমঃ সূর্য্যস্তথাশ্বিনৌ।
ভগোঽথ মিত্রাবরুণৌ পুত্রং বীরং দধাতু মে॥

ইত্যুক্ত্বা সংবসেয়াতাম্।

মৈথুনবিষয়ে জাতহর্ষ ও পরস্পর সম্মত স্ত্রীপুরুষ, মনোরম ও হিতকর পদার্থ আহারের পরে, সদ্গন্ধযুক্ত সাস্তীর্ণ ও সুখকর শয্যা প্রস্তুত করিয়া, সেই শয্যায় পুরুষ দক্ষিণপদ দ্বারা এবং স্ত্রী বামপদ দ্বারা আরোহণ করিবে। তৎপরে "অহিরসি আয়ুরসি" প্রভৃতি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সহবাসে প্রবৃত্ত হইবে।

সা চেদেবমাশাসীত বৃহন্তমবদাতং হর্য্যক্ষমোজস্বিনং শুচিং সত্ত্বসম্পন্নং পুত্রমিচ্ছেয়মিতি। শুদ্ধস্নানাৎ প্রভৃত্যস্যৈ মন্থমবদাতং যবানাং মধুসর্পির্ভ্যাং সংসৃজ্য শ্বেতয়া গোঃ সরূপবৎসায়াঃ পয়সালোড্য রাজতে কাংস্যে বা পাত্রে কালে কালে সপ্তাহং সততং প্রযচ্ছেৎ পানায়, প্রাতশ্চ

শালিযবান্নবিকারান্ দধিমধুসর্পির্ভিঃ পয়োভির্বা সংসৃজ্য ভুঞ্জীত, তথা সায়মবদাতশরণশয়নাসনযানবসনভূষণবেশাচ স্যাৎ। সায়ং প্রাতশ্চ শশ্বৎ শ্বেতং মহান্তমৃষভমাজানেয়ং বা হরিচন্দনাঙ্গদং পশ্যেৎ। সৌম্যাভিশ্চৈনাং কথাভির্মনোঽনুকূলাভিরুপাসীত। সৌম্যাকৃতিবচনোপচারচেষ্টাংশ্চ স্ত্রীপুরুষানিতরানপি চেন্দ্রিয়ার্থানবদাতান্ পশ্যেৎ। সহচর্য্যশ্চৈনাং প্রিয়হিতাভ্যাং সততমুপচরেয়ুস্তথা ভর্ত্তা ন চ মিশ্রীভাবমাপদ্যেয়াতাম্। ইত্যনেন বিধিনা সপ্তরাত্রং স্থিত্বাষ্টমেঽহন্যাপ্লুত্যাদ্ভিঃ সশিরস্কং সহ ভর্ত্রা চাহতানি বস্ত্রাণ্যাচ্ছাদয়েদবদাতান্যবদাতাশ্চ স্রজো ভূষণানি বিভৃয়াৎ।

স্ত্রী যদি মহাকায়, গৌরবর্ণ, সিংহসম-পরাক্রান্ত, ওজস্বী, শুচি ও সত্ত্বসারসম্পন্ন পুত্র ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে ঋতুস্নানের পর হইতে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত, নির্ম্মল যবমস্থ মধু ও ঘৃত মিশ্রিত এবং শ্বেতবর্ণ-বৎসবিশিষ্ট শ্বেতগাভীর দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া, রৌপ্যপাত্রে বা কাংস্যপাত্রে সময়ে সময়ে পান করিতে দিবে। প্রাতঃকালে শালিধান্য বা যবের অন্নবিকার, দধি মধু ও ঘৃত অথবা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করাইবে। রাত্রিকালেও ঐরূপ আহারের ব্যবস্থা করিবে। সেই স্ত্রী সর্ব্বদা শুভ্রগৃহে বাস, শুভ্র শয্যায় শয়ন, শুভ্র আসনে উপবেশন, শুভ্র যানে আরোহণ, শুভ্র বসন পরিধান, এবং শুভ্র ভূষণ ও শুভ্র বেশ ধারণ করিবেন। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে নিরন্তর শ্বেতবর্ণ ও শ্বেতচন্দনার্চ্চিত বৃহৎ বৃষ বা অশ্ব দর্শন করিবেন। তাঁহাকে শান্ত ও মনোরম কথাদ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। সৌম্য আকৃতি সৌম্য বচন, সৌম্য উপচার ও সৌম্য চেষ্টা সম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষসকল এবং অন্যান্য শুভ্র ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ তাঁহাকে দর্শন করাইবে। সহচরীগণ প্রিয় ও হিতকর বিষয় দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিবে এবং ভর্ত্তাও তাঁহার সহিত প্রীতিকর ব্যবহার করিবেন। কিন্তু এই সপ্তাহকালের মধ্যে সহবাস করিবেন না। এইরূপে সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিয়া, অষ্টম দিবসে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সশিরস্ক স্নান করিবেন এবং অচ্ছিন্ন শুক্লবস্ত্র পরিধান ও শুক্ল মাল্য-শুক্ল ভূষণ ধারণ করিবেন।

তত ঋত্বিক্ প্রাগুত্তরস্যাং দিশ্যাগারস্য প্রাক্প্রবণমুদকপ্রবণং বা প্রদেশমভিসমীক্ষ্য গোময়োদকাভ্যাং স্থণ্ডিলমুপসংলিপ্য প্রোক্ষ্য চোদকেন বেদীমস্মিন্ স্থাপয়েৎ। তাং পশ্চিমেনানাহতবস্ত্রসঞ্চয়ে শ্বেতার্ষভে বাপ্যজিন উপবিশেদ্ ব্রাহ্মণপ্রযুক্তো রাজন্যপ্রযুক্তস্তু বৈয়াঘ্রে চর্ম্মণ্যানুড়ুহে বা বৈশ্যপ্রযুক্তস্তু রৌরবে বাস্তে বা। তত্রোপবিষ্টঃ পালাশীভিরৈঙ্গুদীভিরৌড়ুম্বরীভির্মাধূকীভির্বা সমিদ্ভিরগ্নিমুপসমাধায় কুশৈঃ পরিধিভিশ্চ পরিধায় লাজৈঃ শুক্লাভিশ্চ গন্ধবতীভিঃ সুমনোভিরুপকিরেৎ। তত্র প্রণীয়োদপাত্রং পবিত্রং পূতমুপসংস্কৃত্য সর্পিরাজ্যার্থং যথোক্তবর্ণানাজানেয়াদীন্ সমন্ততঃ স্থাপয়েৎ।

তৎপরে পুরোহিত, গৃহের পূর্ব্বোত্তর দিকে একটি পূর্ব্বনিম্ন বা উত্তরনিম্ন স্থান নির্দ্দেশ করিবেন; এবং গোময় ও জলদ্বারা সেই স্থানটি উপলিপ্ত এবং জলদ্বারা ধৌত করিয়া, তথায় একটি বেদী প্রস্তুত করাইবেন। সেই বেদীর পশ্চিম দিকে, কতকগুলি নূতন-বস্ত্ররাশির উপরে, ব্রাহ্মণনিযুক্ত পুরোহিত শ্বেতবৃষভচর্ম্মের বা হরিণচর্ম্মের আসন পাতিয়া উপবেশন করিবেন। পুরোহিত ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বা বৃষভচর্ম্মের আসনে, এবং বৈশ্যকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে রুরুমৃগের বা ছাগের চর্ম্মের আসনে উপবেশন করিতে হইবে। পুরোহিত সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া পলাশ ইঙ্গুদী, উড়ুম্বর বা মৌলকাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে কুশ বিস্তীর্ণ করিবেন; এবং লাজ (খই) ও শুক্লবর্ণ সুগন্ধি পুষ্পের আহুতি প্রদান করিবেন। পবিত্র ও মন্ত্রপূত উদকপাত্র, যজ্ঞের জন্য ঘৃত, এবং যথানির্দ্দিষ্ট বর্ণযুক্ত অশ্ব, চারিদিকে স্থাপন করিবেন।

ততঃ পুত্রকামা পশ্চিমতোঽগ্নিং দক্ষিণতো ব্রাহ্মণমুপবেশ্যাস্থালভেত সহ ভর্ত্রা যথেষ্টং পুত্রমাশসানা। ততস্তস্যা আশসানায়া ঋত্বিক্ প্রজাপতিমভিনির্দ্দিশ্য যোনৌ তস্যাঃ কামপরিপূরণার্থং কাম্যামিষ্টিং নির্ব্বপেদ্বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়ত্বিত্যনয়ার্চ্চা ততশ্চৈবাজ্যেন স্থালীপাকমভিসংসার্য্য ত্রির্জুহুয়াৎ। যথান্নায়ং মন্ত্রোপমন্ত্রিতমুদকপাত্রং তস্মৈ দদ্যাৎ সর্ব্বোদকার্থান্ কুরুষ্বেতি। ততঃ সমাপ্তে কর্ম্মণি পূর্ব্বং দক্ষিণপাদমভিহরন্তী প্রদক্ষিণমগ্নিমনুপরিক্রামেৎ, ততো ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়িত্বা সহ ভর্ত্রাজ্যশেষং প্রাশ্নীয়াৎ পূর্ব্বং পুমান্ পশ্চাৎ স্ত্রী। ন চোচ্ছিষ্টমবশেষয়েৎ। ততস্তৌ সহ সংবসেতামষ্টরাত্রং তথাবিধপরিচ্ছদাবেব চ স্যাতাং তথেষ্টপুত্রং জনয়েতাম্।

অতঃপর পুত্রকামা স্ত্রী স্বামীর সহিত, অভিমত পুত্র কামনা পূর্ব্বক, অগ্নিকে পশ্চিমে ও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণে রাখিয়া উপবেশন করিবেন, এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন। তৎপরে পুরোহিত সেই পুত্রকামা স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রজাপতিকে উদ্দেশ করিয়া, তাহার অভিলাষ পূরণের জন্য "বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু" এই মন্ত্রদ্বারা তাহার যোনিতে কাম্য ইষ্টি প্রদান করিবেন। তাহার পরে ঘৃতসহ স্থালীপাক (চরুপাক) সম্পাদন করিয়া তিনবার আহুতি দিবেন। পূর্ব্বোক্ত উদকপাত্র যথাবেদ মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জলদ্বারা সমস্ত উদককার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাহা সেই স্ত্রীকে প্রদান করিবেন। যজ্ঞকার্য্য সমাপ্ত হইলে স্ত্রী প্রথমে দক্ষিণ পদ নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া স্বামীর সহিত যজ্ঞশেষ ঘৃত পান করিবেন। ঘৃতপানকালে অগ্রে স্বামী ও তৎপরে স্ত্রী পান করিবেন এবং উচ্ছিষ্ট ঘৃতের অবশেষ রাখিবেন না। অতঃপর তাঁহারা সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, অষ্টরাত্রি সহবাস করিবেন। এইরূপ করিলে, অভীষ্ট পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবেন।

যা তু স্ত্রী শ্যামং লোহিতাক্ষং ব্যূঢ়োরস্কং মহাবাহুঞ্চ পুত্রমাশাসীত, যা বা কৃষ্ণং কৃষ্ণমৃদুদীর্ঘকেশং শুক্লাক্ষং শুক্লদন্তং তেজস্বিনমাত্মবন্তম্, এষ এবানয়োরপি হোমবিধিঃ। কিন্তু পরিবর্হো বর্ণবর্জ্জং স্যাৎ, পুত্র-

বর্ণানুরূপস্তু যথাশীরেব তয়োঃ পরিবর্হোঽন্যঃ কার্য্যঃ স্যাৎ। দ্বিজেভ্যঃ শূদ্রা তু নমস্কারমেব কুর্য্যাদ্ দেবগুরুতপস্বিসিদ্ধেভ্যশ্চ। যা যা চ যথাবিধং পুত্রমাশাসীত তস্যাস্তস্যাস্তাং পুত্রাশিষমনুনিশম্য তাংস্তান্ জনপদান্ মনসানুপরিক্রাময়েৎ। ততো যা যেষাং জনপদানাং মনুষ্যাণামনুরূপং পুত্রমাশাসীত সা সা তেষাং জনপদানাং মনুষ্যাণামাহারবিহারোপচারপরিচ্ছদাননুবিধীয়স্বেতি বাচ্যা স্যাৎ। ইত্যেতৎ সর্ব্বং পুত্রাশিষাং সমৃদ্ধিকরং কর্ম্ম ব্যাখ্যাতং ভবতি।

যে স্ত্রী শ্যামবর্ণ, রক্তনেত্র, বিশালবক্ষঃ ও মহাবাহু পুত্রের অভিলাষ করেন, অথবা যে স্ত্রী কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণ মৃদু ও দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট, শুক্লচক্ষু, শুভ্রদন্ত, তেজস্বী ও আত্মনির্ভর পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদের উভয়ের সম্বন্ধেও হোমবিধি পূর্ব্বরূপ। কিন্তু তাঁহাদের পরিচ্ছদাদির বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে হয়; অর্থাৎ তাঁহাদিগকে পুত্রবর্ণের অনুরূপ বর্ণবিশিষ্ট পান ভোজন বসন ভূষণ শয্যা আসন ও গৃহাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শূদ্রা স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, দেবতা, গুরু, তপস্বী ও সিদ্ধ পুরুষগণকে কেবল প্রণাম করিবে। (তাহাতেই তাহাদের অভিলষিত পুত্র লাভ হইবে।) যে যে স্ত্রী যে যে প্রকার পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করিবেন, সেই সেই স্ত্রী সেই সেই পুত্র কামনায় সেইরূপ জনপূর্ণ জনপদের বিষয় মনে মনে চিন্তা করিবেন। আর যে যে স্ত্রী যে যে জনপদের মনুষ্যসদৃশ পুত্রলাভের ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে সেই সেই জনপদের আহার বিহার উপচার ও পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করিতে উপদেশ দিতে হইবে। পুত্রাভিলাষিণী স্ত্রীগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণকারক কর্ম্মসমূহ ব্যাখ্যাত হইল।

ন খলু কেবলমেতদেব কর্ম্ম বর্ণানাং বৈশেষ্যকরমপি তু তেজোধাতুরপ্যুদকান্তরীক্ষধাতুপ্রায়োঽবদাত-বর্ণকরো ভবতি, পৃথিবীবায়ুধাতুপ্রায়ঃ কৃষ্ণবর্ণকরঃ, সমসর্ব্বধাতুপ্রায়ঃ শ্যামবর্ণকরঃ।

কেবল এইসমস্ত কার্য্যই বর্ণভেদজনক নহে। উদক ও আকাশধাতুর আধিক্যযুক্ত তেজোধাতু শুভ্রবর্ণের উৎপাক। পৃথিবী ও বায়ুধাতুবহুল তেজোধাতু কৃষ্ণবর্ণের সম্পাদক। আর সমপরিমিত অন্যান্যধাতুবহুল তেজোধাতু শ্যামবর্ণজনক।

সত্ত্ববৈশেষ্যকরাণি পুনস্তেষাং তেষাং প্রাণিনাং মাতাপিতৃসত্ত্বান্যন্তর্ব্বত্ন্যাঃ শ্রুতয়শ্চাভীক্ষ্ণং স্বোচিতঞ্চ কর্ম্ম সত্ত্ববিশেষাভ্যাসশ্চেতি। যথোক্তেন বিধিনোপসংস্কৃতশরীরয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োস্তু মিশ্রীভাবমাপন্নয়োঃ শুক্রং শোণিতেন সহ সংযোগং সমেত্যাব্যাপন্নমব্যাপন্নেন যোনাবনুপহতায়ামপ্রদুষ্টে গর্ভাশয়ে গর্ভমভিনির্ব্বর্ত্তয়ত্যেকান্তেন। যথা নির্ম্মলে বাসসি সুপরিকল্পিতে রঞ্জনং সমুদিতগুণমুপনিপাতাদেব রাগমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি তদ্বৎ। যথা বা ক্ষীরং দধ্নাভিষুতমভিষবণাদ্বিহায় স্বভাবমাপদ্যতে দধিভাবং শুক্রং তদ্বৎ, এবমভিনির্ব্বর্ত্তমানস্য গর্ভস্য তু স্ত্রীপুরুষত্বে হেতু পূর্ব্বমুক্তঃ।

মাতার ও পিতার মন, গর্ভিণীর নানাবিষয়ক বাক্যাদি শ্রবণ, স্ব স্ব পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম, এবং সত্ত্ববিশেষের অভ্যাস, এইগুলি প্রত্যেক প্রাণীর মনোবিশেষের কারণ; অর্থাৎ ঐসকল কারণে প্রাণিগণের মন, সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী-পুরুষ যদি যথোক্তবিধানে শরীর সংস্কৃত করিয়া সহবাস করে, অদুষ্ট শুক্র যদি অদুষ্ট শোণিতের সহিত সম্যগ্‌রূপে মিলিত হয়, এবং যোনি ও গর্ভাশয় যদি অদুষ্ট থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই গর্ভোৎপত্তি হয়। যেমন সুনির্ম্মিত নির্ম্মল বস্ত্র যথাগুণসম্পন্ন রঞ্জকদ্রব্য নিক্ষিপ্ত করিলে, তাহা নিশ্চয়ই রং উৎপাদন করে, সেইরূপ অদুষ্ট যোনি-গর্ভাশয়ে অদুষ্ট শুক্র-শোণিতের সংযোগ হইলে নিশ্চয়ই গর্ভোৎপত্তি হয়। অথবা যেমন দুগ্ধ দধির সহিত মিশ্রিত হইয়া স্বকীয় স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দধিভাব প্রাপ্ত হয়, শুক্রও সেইরূপ শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হয়। এইরূপে উৎপন্ন গর্ভের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব প্রাপ্তি-বিষয়ের হেতু পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

যথা হি বীজমনুপতপ্তমুপ্তং স্বাং স্বাং প্রকৃতিমনুবিধীয়তে ব্রীহির্ব্বা ব্রীহিত্বং যবো বা যবত্বং, তথা স্ত্রীপুরুষাবপি যথোক্তং হেতুবিভাগমনুবিধীয়তে। তয়োঃ কর্ম্মণা বেদোক্তেন বিবর্ত্তনমুপদিশ্যতে প্রাগ্ব্যক্তীভাবাৎ প্রযুক্তেন। সম্যক্ কর্ম্মণাং হি দেশকালসম্পদুপেতানাং নিয়তমিষ্টফলত্বং তথেতরেষামিতরত্বম্। তস্মাদাপন্নগর্ভাং স্ত্রিয়মভিসমীক্ষ্য প্রাগ্ ব্যক্তীভাবাদ্ গর্ভস্য পুংসবনমৌষধমস্যৈ দদ্যাৎ।

অনুপতপ্ত বীজ উপ্ত হইলে, তাহা যেমন স্ব স্ব প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া ব্রীহি ব্রীহিত্ব এবং যব যবত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ স্ত্রী-পুরুষও যথোক্ত হেতুর অনুবিধান করে; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হেতু অনুসারে গর্ভ স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গর্ভের স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্ব চিহ্ন প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে বেদোক্ত কর্ম্মবিশেষের অর্থাৎ পুংসবনক্রিয়ার প্রয়োগদ্বারা স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্বের পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। যথাস্থানে ও যথাসময়ে কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান হইলে, তাহা নিশ্চিতই ইষ্টফল প্রদান করে, এবং ইহার বিপরীত হইলেই ফলেরও বিপর্য্যয় ঘটে। অতএব, স্ত্রী গর্ভিণী হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিলেই, গর্ভের ব্যক্তীভাব প্রকাশের পূর্ব্বে তাহাকে পুংসবন অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশুর পুংস্ত্বকারক ঔষধ প্রদান করিবে।

গোষ্ঠে জাতস্য ন্যগ্রোধস্য প্রাগুত্তরাভ্যাং শাখাভ্যাং শুঙ্গেঽনুপহত আদায় দ্বাভ্যাং সম্পদুপেতাভ্যাং মাষাভ্যাং গৌরসর্ষপাভ্যাং বা সহ দধ্নি প্রক্ষিপ্য পুষ্যে ঋক্ষে পিবেৎ। তথৈবাপরান্ জীবকর্ষভকাপামার্গসহচরকল্কাংশ্চ যুগপদেকৈকশো যথেষ্টং বাপ্যুপসংস্কৃত্য পয়সা কুড্যকীটকং মৎস্যকঞ্চোদকাঞ্জলৌ প্রক্ষিপ্য পুষ্যেণ পিবেৎ। তথা কনকময়ান্ রাজতানায়সাংশ্চ পুরুষকানগ্নিবর্ণানণুপ্রমাণান্ দধ্নি পয়স্যুদকাঞ্জলৌ বা প্রক্ষিপ্য পিবেদনবশেষতঃ পুষ্যেণ। পুষ্যেণৈব চ পিষ্টস্য পচ্যমানস্যোষ্মাণমুপঘ্রায় তস্যৈব চ পিষ্টস্যোদকসংসৃষ্টস্য রসং দেহলীমুপধায় দক্ষিণে

নাসাপুটে স্বয়মাসিঞ্চেৎ পিচুনা। ইতি পুংসবনানি যচ্চান্যদপি ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুরাপ্তা বা পুংসবনমিষ্টং তচ্চানুষ্ঠেয়ম্।

গোচারণস্থানে উৎপন্ন বটবৃক্ষের পূর্ব্ব ও উত্তর শাখা হইতে দুইটি অভগ্ন শুঙ্গ গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বগুণান্বিত দুইটি মাষকলাই বা দুইটি শ্বেতসর্ষপের সহিত তাহা দধিতে নিঃক্ষেপ করিবে, এবং সেইসমস্ত দ্রব্য পুষ্য নক্ষত্রে গর্ভিণী পান করিবে। অথবা জীবক, ঋষভক, অপামার্গ ও ঝিণ্টী, এই চারিটি দ্রব্যের যে কয়েকটি পাওয়া যায় তাহার কল্ক দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া, কিংবা একটি কুড্যকীট (টিক্‌টিকি) অথবা একটি ক্ষুদ্র মৎস্য, এক অঞ্জলি জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া, সেই জলসহ তাহা পুষ্যানক্ষত্রে পান করিবে। স্বর্ণের রৌপ্যের বা লৌহের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম (গলাধঃকরণযোগ্য) পুরুষাকৃতি প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা অগ্নিতাপে অগ্নিবর্ণ করিয়া, দধি দুগ্ধ বা জলে নিঃক্ষেপ করিবে; পরে সেইসমস্ত দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রে অবশেষ না রাখিয়া পান করিবে। পুষ্যানক্ষত্রে পিষ্টক পাক করিয়া সেই পিষ্টকের জলোষ্মা আঘ্রাণ করিবে; এবং জলসংযুক্ত পিষ্টকের রস দেহলীতে রাখিয়া, সেই জলে পিচু (তুলার বর্ত্তি) ভিজাইবে, এবং সেই পিচুদ্বারা গর্ভিণী নিজের দক্ষিণ নাসারন্ধ্র সেচন করিবে। এইসকল কার্য্যের নাম পুংসবনক্রিয়া। ইহা ভিন্ন যেসকল পুংসবনক্রিয়া ব্রাহ্মণগণ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ উপদেশ করেন, তৎসমুদায়েরও অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

অত ঊর্দ্ধং গর্ভস্থাপনানি ব্যাখ্যাস্যামঃ। ঐন্দ্রী ব্রাহ্মী শতবীর্য্যা সহস্রবীর্য্যাঽমোঘাঽব্যথা শিবা বলাঽরিষ্টা বাট্যপুষ্পী বিশ্বক্‌সেনকান্তা চ, আসামোষধীনাং শিরসা দক্ষিণেন পাণিনা ধারণমেতাভিশ্চৈব সিদ্ধস্য পয়সঃ সর্পিষো বা পানম্, এতাভিশ্চৈব পুষ্যে পুষ্যে স্নানং, সদা চৈতাভিঃ সমালভেত। তথা সর্ব্বাসাং জীবনীয়োক্তানামোষধীনাং সদোপযোগস্তৈস্তৈরুপযোগবিধিভিরিতি গর্ভস্থাপনানি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি।

অতঃপর গর্ভস্থাপক ঔষধসকল ব্যাখ্যা করিব। রাখালশশা, বামুনহাটি, শ্বেতদূর্ব্বা, কৃষ্ণদূর্ব্বা, পারুল, লক্ষণামূল, হরীতকী, বেড়েলা, কট্‌কী, পীতবেড়েলা ও শতমূলী, এইসকল ঔষধি গর্ভিণী দক্ষিণ হস্তে ও মস্তকে ধারণ করিবে। এইসকল দ্রব্যসহ দুগ্ধ বা ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিবে। এইসমস্ত দ্রব্যেরই কাথদ্বারা প্রতি পুষ্যানক্ষত্রে স্নান করিবে, এবং এইসমস্ত দ্রব্যের কল্ক প্রত্যহ গাত্রে মর্দ্দন করিবে। জীবনীয়গণোক্ত ঔষধ সমূহও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্যবহার করিবে। গর্ভস্থাপক ঔষধের বিষয় ব্যাখ্যাত হইল।

গর্ভোপঘাতকরাস্ত্বিমে ভাবা ভবন্তি, তদ্‌যথা, উৎকটবিষমস্থান-কঠিনাসনসেবিন্যা বাতমূত্রপুরীষবেগানুপরুন্ধত্যা দারুণানুচিতব্যায়াম-সেবিন্যাস্তীক্ষ্ণোষ্ণাতিমাত্রসেবিন্যাঃ প্রমিতাশনসেবিন্যা গর্ভো ম্রিয়তেঽন্তঃ কৃক্ষেরকালে বা স্রংসতে শোষী বা ভবতি। তথাভিঘাতপ্রপীড়নৈঃ শ্বভ্র-কূপ-প্রপাতদেশাবলোকনৈর্বাভীক্ষ্ণং মাতুঃ প্রপতত্যকালে। তথাতি-মাত্রসংক্ষোভিভির্যানৈরপ্রিয়াতিমাত্রশ্রবণৈর্বা। প্রততোত্তানশায়িন্যাঃ পুনর্গর্ভস্য নাভ্যাশ্রয়া নাড়ী কণ্ঠমনুবেষ্টয়তি। বিবৃতশায়িনী নক্তঞ্চা-

রিণী চোন্মত্তং জনয়ত্যপস্মারিণং পুনঃ কলিকলহাচারশীলা, ব্যবায়শীলা দুর্ব্বপুষমস্ত্রীকং স্ত্রৈণং বা, শোকনিত্যা ভীতমপচিতমল্পায়ুষং বা, অভিধ্যাত্রী পরোপতাপিনমীর্ষ্যুং স্ত্রৈণং বা, স্তেনা ত্বায়াসবহুলমভিদ্রোহিণমকর্ম্মশীলং বা, অমর্ষিণী চণ্ডমৌপাধিকমসূয়কং বা, স্বপ্ননিত্যা তন্দ্রালুমবুধমল্পাগ্নিং বা, মদ্যনিত্যা পিপাসালুমনবস্থিতচিত্তং বা, গোধামাংসপ্রিয়া শর্করিণমশ্মরিণং শনৈর্মেহিনং বা, বরাহমাংসপ্রিয়া রক্তাক্ষং ক্রথনমতিপরুষরোমাণং বা, মৎস্যমাংসনিত্যা চিরনিমিষং স্তব্ধাক্ষং বা, মধুরনিত্যা প্রমেহিণং মূকমতিস্থূলং বা, অম্লনিত্যা রক্তপিত্তিনমক্ষিরোগিণং বা, লবণনিত্যা শীঘ্রবলীপলিতখালিত্যরোগিণং বা, কটুকনিত্যা দুর্ব্বলমল্পশুক্রমনপত্যং বা, তিক্তনিত্যা শোষিণমবলমপচিতং বা, কষায়নিত্যা শ্যাবমানাহিনমুদাবর্ত্তিনং বা, যদ্‌যচ্চ যস্য যস্য ব্যাধেনিদানমুক্তং তৎ তদাসেবমানান্তর্ব্বর্ত্নী তন্নিমিত্তবিকারবহুলমেবাপত্যমুপজনয়তি। পিতৃজাস্তু শুক্রদোষা মাতৃজৈরপচারৈর্ব্যাখ্যাতা ইতি গর্ভোপঘাতকরা ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ।

এইসমস্ত বিষয় গর্ভের উপঘাতকর; যথা,—গর্ভিণী উৎকটভাবে বিষমস্থানে বা কঠিন আসনে উপবেশন করিলে, বায়ু মূত্র ও পুরীষের বেগ ধারণ করিলে, দারুণ বা অনভ্যস্ত কার্য্যে পরিশ্রম করিলে, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য অতিরিক্ত সেবন করিলে, অথবা অল্প ভোজন করিলে, গর্ভ কুক্ষিমধ্যেই মরিয়া যায়, কিংবা অকালে নির্গত হয়, অথবা শুষ্ক হইয়া যায়। গর্ভ আঘাত বা পীড়ন পাইলে, এবং গর্ভিণী গর্ত্ত কূপ বা উচ্চ দেশ নিরন্তর অবলোকন করিলে, অত্যন্ত গাত্রচালনাকারক যানে আরোহণ করিলে, বা অপ্রিয় শব্দ অতিমাত্র শ্রবণ করিলেও অকালে গর্ভপাত হয়। গর্ভিণী সর্ব্বদা উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করিলে গর্ভের নাভিনাড়ী তাহার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে। বিবৃতশায়িনী হইলে অর্থাৎ হাতপা ছড়াইয়া শয়ন করিলে, অথবা রাত্রিকালে ভ্রমণ করিলে, উন্মত্ত সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী পাপাচারশীলা বা সর্ব্বদা কলহপ্রিয়া হইলে, অপস্মাররোগগ্রস্ত সন্তান প্রসব করে। মৈথুনশীলা হইলে, কুরূপ, নির্লজ্জ, অথবা স্ত্রৈণ সন্তান প্রসব করে। সর্ব্বদা শোকার্ত্তা হইলে, ভীত, কৃশ বা অল্পায়ুঃ সন্তান প্রসব করে। পরধনের অভিলাষিণী হইলে, পরোপতাপী, ঈর্ষ্যক কিম্বা স্ত্রৈণ সন্তান প্রসব করে। চৌর্য্যশীলা হইলে, অত্যন্ত পরিশ্রমী, অভিদ্রোহী ও কুকর্ম্মশীল সন্তান প্রসব করে। ক্রোধপরায়ণা হইলে, প্রচণ্ড, প্রতারক ও অসূয়াকারী সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী সর্ব্বদা মদ্যপান করিলে, পিপাসার্ত্ত ও আস্থরচিত্ত সন্তান প্রসব করে। গোধামাংসপ্রিয়া হইলে, শর্করা অশ্মরী বা শনৈর্মেহরোগগ্রস্ত সন্তান প্রসব করে। বরাহমাংসপ্রিয়া হইলে, রক্তনেত্র, ক্রথন (সহসা যাহার শ্বাসরোধ হইয়া যায়), বা অতি কর্কশরোমা সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী নিত্য মৎস্য-মাংস আহার করিলে, চিরনিমিষ (যাহার বিলম্বে নিমিষ পড়ে) বা স্তব্ধনেত্র সন্তান প্রসব করে। নিত্য মধুর রস ভোজন করিলে, প্রমেহরোগগ্রস্ত, মূক বা অতিস্থূল সন্তান প্রসব করে। অম্লরস সর্ব্বদা ভোজন করিলে, রক্তপিত্ত বা নেত্ররোগগ্রস্ত সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী সর্ব্বদা লবণরস ভোজন করিলে, তাহার সন্তানকে অকালে বলী পালিত্য ও খালিত্য রোগ-

গ্রস্ত হইতে হয়। সর্ব্বদা কটুরস ভোজন করিলে, দুর্ব্বল, অল্পশুক্র অথবা অনপত্য সন্তান প্রসব করে। নিত্য কষায় রস সেবন করিলে, শ্যাববর্ণ, এবং আনাহ বা উদাবর্ত্ত রোগগ্রস্ত সন্তান প্রসব করে। যে যে দ্রব্য যে যে রোগের নিদান বলিয়া কথিত, গর্ভিণী সেই সেই দ্রব্য সেবন করিলে, সেই নিদানজনিত-রোগবহুল সন্তানই প্রসব করিয়া থাকে। এইসমস্ত মাতৃজ অপচারের ব্যাখ্যাদ্বারাই পিতার শুক্রদোষেরও ব্যাখ্যা করা হইল; অর্থাৎ এইসকল অপচার দ্বারা যাহার শুক্র দূষিত হয়, তাহার সেই শুক্রজাত সন্তান সেই সেই দোষাক্রান্ত হইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। গর্ভের উপঘাতকর বিষয়সমূহ ব্যাখ্যাত হইল।

তস্মাদহিতানাহারবিহারান্ প্রজামিচ্ছন্তী স্ত্রী বিশেষেণ বর্জ্জয়েৎ। সাধ্বাচারা চাত্মানমুপচরেদ্ধিতাভ্যামাহারবিহারাভ্যামিতি।

অতএব সন্তানাভিলাষিণী স্ত্রী অহিতকর আহার-বিহারসমূহ বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিবেন, এবং সদাচারিণী হইয়া হিতকর আহার-বিহার করিবেন।

ব্যাধীংশ্চাস্যা মৃদুমধুরশিশিরসুখসুকুমার-প্রায়ৈরৌষধাহারোপচারৈরুপাচরেৎ, ন চাস্যা বমনবিরেচনশিরোবিরেচনানি প্রযোজয়েৎ, ন রক্তমবসেচয়েৎ, সর্ব্বকালঞ্চ নাস্থাপনমনুবাসনং বা কুর্য্যাদন্যত্রাত্যয়িকাদ্ব্যাধেঃ। অষ্টমং মাসমুপাদায় বমনাদিসাধ্যেষু পুনর্বিকারেষ্বাত্যয়িকেষু মৃদুভির্বমনাদিভিস্তদনুকারিভিবোপচারঃ স্যাৎ। পূর্ণমিব তৈলপাত্রমসংক্ষোভ্যাহস্তর্ব্বত্নী ভবত্যুপচর্য্যা।

গর্ভিণী স্ত্রীর কোন ব্যাধি উপস্থিত হইলে, যেসকল ঔষধ আহার ও বিহার, মৃদু মধুর শীতল সুখকর ও সুকুমার,তাহাই তাহাকে প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে। বমন বিরেচন বা শিরোবিরেচন তাহাকে প্রয়োগ করিবে না; এবং তাহার রক্তমোক্ষণ করিবে না। বিশেষ বিপজ্জনক কোনও ব্যাধি উপস্থিত না হইলে, কখনই তাহাকে আস্থাপন বা অনুবাসন প্রয়োগ করিবে না। কিন্তু অষ্টমমাস হইতে যদি আশু বিপজ্জনক অথচ বমনাদিসাধ্য কোনও ব্যাধি উপস্থিত হয়, তবে মৃদু বমনাদিকারক অথবা বমনাদিকার্য্যের অনুকারী অর্থাৎ নিষ্ঠীবন-কবলাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। পূর্ণ তৈলপাত্রের ন্যায় গর্ভিণীকেও সঞ্চালিত না করিয়া, তাহার উপচার আবশ্যক; অর্থাৎ পূর্ণ তৈলপাত্র সঞ্চালিত হইলেই যেমন তৈল পড়িয়া যায়, সেইরূপ বমনাদিদ্বারা সংক্ষোভিত হইলে গর্ভিণীরও গর্ভপাত হয়; অতএব কোনরূপে তাহাকে সংক্ষোভিত করা উচিত নহে।

সা চেদপচারাদ্ দ্বয়োস্ত্রিষু বা মাসেষু পুষ্পং পশ্যেন্নাস্যা গর্ভঃ স্থাস্যতীতি বিদ্যাৎ, অজাতসারা হি তস্মিন্ কালে ভবন্তি গর্ভাঃ। সা চেচ্চতুষ্প্রভৃতিষু মাসেষু ক্রোধশোকাসূয়ের্ষ্যাভয়ত্রাসব্যবায়ব্যায়ামসংক্ষোভসন্ধারণবিষমাশনশয়নস্থান-ক্ষুৎপিপাসাদ্যতিযোগাৎ কদাহারাদ্বা পুষ্পং পশ্যেৎ তস্যা গর্ভস্থাপনবিধিমুপদেক্ষ্যামঃ।

যদি অপাচার বশতঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে গর্ভিণীর রজস্রাব হয়, তবে তাহার গর্ভ থাকিবে না জানিবে। যেহেতু গর্ভ তৎকালে অজাতসার থাকে। আর যদি চতুর্থ প্রভৃতি

মাংস, ক্রোধ, শোক, অসূয়া, ঈর্ষা, ভয়, ত্রাস, মৈথুন, পরিশ্রম, সংক্ষোভ, মল-মূত্রাদির বেগ-ধারণ, বিষমভোজন, বিষমভাবে শয়ন, বিষমভাবে উপবেশন, ক্ষুধা-পিপাসার অতিযোগ, অথবা কুৎসিত আহার বশতঃ রজঃস্রাব হয়, তবে তাহার গর্ভস্থাপনের জন্য যেসকল উপায় করিতে হইবে, তাহার উপদেশ করিতেছি।

পুষ্পদর্শনাদেবৈনাং ক্রয়াচ্ছয়নং তাবন্মৃদুসুখশিশিরাস্তরণসংস্তীর্ণমীষদবনতশিরস্কং প্রতিপদ্যস্বেতি। ততো যষ্টিমধুকসর্পির্ভ্যাং পরমশিশিরবারিণি সংস্থিতাভ্যাং পিচুমাপ্লাব্যোপস্থসমীপে স্থাপয়েৎ। তস্যাস্তথা শতধৌতসহস্রধৌতাভ্যাং সর্পির্ভ্যামধোনাভেঃ সর্ব্বতঃ প্রদিহ্যাৎ। সর্ব্বতশ্চ গব্যেন চৈনাং পয়সা সুশীতেন মধুকাম্বুনা বা ন্যগ্রোধাদিকষায়েণ বা পরিষেচয়েদধো নাভেঃ। উদকং বা সুশীতমবগাহয়েৎ। ক্ষীরিণাং কষায়দ্রুমাণাঞ্চ স্বরসপরিপীতানি চেলানি গ্রাহয়েৎ। ন্যগ্রোধাদিসিদ্ধয়োর্বা ক্ষীরসর্পিষোঃ পিচুং গ্রাহয়েদতশ্চৈবাক্ষমাত্রং প্রাশয়েৎ প্রাশয়েদ্বা কেবলঞ্চ ক্ষীরসর্পিঃ। পদ্মোৎপলকুমুদকিঞ্জল্কাংশ্চাস্যৈ সমধুশর্করান্ লেহার্থং দদ্যাৎ, শৃঙ্গাটকপুষ্করবীজকশেরুকান্ ভক্ষণার্থম্। গন্ধপ্রিয়ঙ্গুসিতোৎপলশালূকোড়ুম্বরশলাটুন্যগ্রোধশুঙ্গানি বা পায়য়েদেনামাজেন পয়সা। পয়সা চৈনাং বলাতিবলাশালিষষ্টিকেক্ষুমূলকাকোলীশৃতেন সমধুশর্করং রক্তশালীনামোদনং মৃদুসুরভিশীতং ভোজয়েৎ। লাবকপিঞ্জলকুরঙ্গশম্বরশশহরিণৈণকালপুচ্ছকরসেন বা ঘৃতসুসংস্কৃতেন সুখশিশিরোপবাতদেশস্থাং ভোজয়েৎ। তথা ক্রোধশোকায়াসব্যবায়ব্যায়ামতশ্চাভিরক্ষেৎ। সৌম্যাভিশ্চৈনাং কথাভির্মনোঽনুকূলাভিরুপাসীত, তথাস্যা গর্ভস্তিষ্ঠতি।

রজঃস্রাবের পর হইতেই তাহাকে কোমল সুখকর ও শীতল আস্তরণবিশিষ্ট এবং মস্তকের দিকে ঈষৎ অবনত শয্যায় শয়ন করিতে বলিবে। তৎপরে যষ্টিমধুচূর্ণ ও ঘৃতমিশ্রিত অতি শীতলজলে তুলা ভিজাইয়া সেই তুলা যোনিদ্বারে স্থাপন করিবে। শতধৌত ও সহস্রধৌত ঘৃতদ্বারা নাভির অধোভাগ প্রলিপ্ত করিবে। সুশীতল গব্যদুগ্ধ বা যষ্টিমধুর কাথ অথবা ন্যগ্রোধাদিগণের কাথ নাভির অধোভাগে সেচন করিবে। কিংবা শীতল জলে অবগাহন করাইবে। বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের অথবা বকুলাদি কষায়বৃক্ষের স্বরস দ্বারা বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া, যোনিমধ্যে তাহা প্রবেশ করিয়া দিবে। অথবা ন্যগ্রোধাদিগণের কাথ ও কল্কসহ দুগ্ধ বা ঘৃত পাক করিয়া, তদ্দ্বারা তূলার বর্ত্তি সিক্ত করিয়া যোনিমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিবে; এবং সেই দুগ্ধ বা ঘৃত দুইতোলা পরিমাণে পান করাইবে। কিংবা কেবল দুগ্ধ ও ঘৃত পান করাইবে। পদ্ম উৎপল বা কুমুদ পুষ্পের কেশর মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে; এবং শিঙ্গাড়া পদ্মবীজ ও কেশুর ভক্ষণ করিতে দিবে। গন্ধ-প্রিয়ঙ্গু, উৎপলের কন্দ, শুষ্ক যজ্ঞডুমুর ও বটের শুঙ্গা, এইসকল দ্রব্যের কল্ক ছাগদুগ্ধের সহিত পান করাইবে। বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, শালিধান্যের মূল, বেটেধান্যের মূল, ইক্ষু-

মূল ও কাকোলী, ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ এবং মধু ও শকরার সহিত, রক্তশালির কোমল সুগন্ধি ও শীতল অন্ন ভোজন করাইবে। অথবা লাব, কপিঞ্জল, কুরঙ্গ, শম্বর, শশ, হরিণ, এণ, বা কালপুচ্ছক মৃগের মাংসরস ঘৃতে সন্তোলিত করিয়া, সেই মাংসরসের সহিত রক্তশালির অন্ন ভোজন করিতে দিবে। ভোজনকালে গর্ভিণীকে সুখ-শীতল বায়ুসংস্পৃষ্টস্থানে উপবেশন করাইয়া ভোজন করাইবে। ক্রোধ, শোক, পরিশ্রম, মৈথুন ও ব্যায়াম হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে, অর্থাৎ ঐ সকল কার্য্য তাহাকে করিতে দিবে না। শান্ত ও মনোহর বাক্যদ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিবে। এইসমস্ত ক্রিয়া দ্বারা সেই গর্ভিণীর গর্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

যস্যাঃ পুনরামান্বয়াৎ পুষ্পদর্শনং স্যাৎ, প্রায়স্তস্যাস্তদ্ গর্ভবাধকং ভবতি বিরুদ্ধোপক্রমত্বাৎ তয়োঃ। যস্যাঃ পুনরুষ্ণতীক্ষ্ণোপযোগাদ্-গর্ভিণ্যা মহতি সংজাতসারে গর্ভে পুষ্পদর্শনং স্যাদন্যো বা যোনিপ্রস্রাবঃ, তস্যা গর্ভো বৃদ্ধিং ন প্রাপ্নোতি নিঃস্রুতত্বাৎ, স কালান্তরমবতিষ্ঠতেঽতিমাত্রং, তমুপবিষ্টকমিত্যাচক্ষতে কেচিৎ। উপবাসব্রতকর্ম্মপরায়াঃ পুনঃ কদাহারায়াঃ স্নেহদ্বেষিণ্যা বাতপ্রকোপণান্যাসেবমানায়া গর্ভো বৃদ্ধিং নাপ্নোতি পরিশুষ্কত্বাৎ, স চাপি কালান্তরমবতিষ্ঠতেঽতিমাত্রমস্পন্দনঞ্চ ভবতি, তন্তু নাগোদরমিত্যাচক্ষতে। নার্য্যোস্তয়োরুভয়োরপি চিকিৎসিতবিশেষমুপদেক্ষ্যামঃ।

আমের অনুবন্ধ হেতু যে গর্ভিণীর রজঃস্রাব হয়, তাহার সেই পুষ্পদর্শন প্রায়ই গর্ভের হানিকর হয়; কারণ আম ও রক্তস্রাব এতদুভয়ের চিকিৎসা পরস্পর বিপরীত। গর্ভ বৃহৎ ও জাতসার হইলে, গর্ভিণীর তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য পদার্থের সেবনজন্য যদি পুষ্পদর্শন অথবা অন্য কোনরূপ যোনিস্রাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিঃস্রাবজন্য সেই গর্ভ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, এবং প্রসবকাল অতিক্রম করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত গর্ভাশয়ে অবস্থান করে। কেহ কেহ এইরূপ গর্ভকে উপবেষ্টক গর্ভ বলেন। উপবাসাদি ব্রতকর্ম্মপরায়ণা, অথবা কুৎসিত দ্রব্য ভোজনকারিণী, কিংবা ঘৃতাদি স্নেহপদার্থে দ্বেষকারিণী, বা বাতাদিদোষের প্রকোপকারক দ্রব্যসেবিনী গর্ভিণীর গর্ভও পরিশুষ্কত্ব হেতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। সেই গর্ভও দীর্ঘকাল গর্ভাশয়ে অবস্থান করে এবং অতিমাত্র স্পন্দিত হইতে থাকে। এইরূপ গর্ভকে নাগোদর কহে। উপবেষ্টক-গর্ভবতী এবং নাগোদরগর্ভবতীর চিকিৎসাবিশেষ উপদেশ করিতেছি।

ভৌতিকজীবনীয়-বৃংহণীয়মধুর-বাতহরসিদ্ধানাং সর্পিষামুপযোগঃ। নাগোদরে তু যোনিব্যাপন্নিদ্দিষ্টং পয়সামামগর্ভাণাং গর্ভবৃদ্ধিকরাণাঞ্চ সন্তোজনমেতৈরেব সিদ্ধৈশ্চ ঘৃতাদিভিঃ সুবুভুক্ষায়াম্। অভীক্ষ্ণং যান-বাহনাপমার্জ্জনাবজৃম্ভণৈরুপপাদনমিতি।

ভৌতিক, জীবনীয়, বৃংহণীয়, মধুরগণ এবং বাতহর গণোক্ত দ্রব্যের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া, তাহাদিগকে প্রয়োগ করিবে। নাগোদরে যোনিব্যাপদের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। সেই গর্ভিণীকে দুগ্ধ, অন্তর্জীবের অপক্ক গর্ভ ও গর্ভবৃদ্ধিকারক পদার্থ-

সমূহ ভোজন করাইবে। এবং ঐ সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃতাদি পাক করিয়া, সেই ঘৃতাদির সহিত আহার্য্য পদার্থ তাহাকে তাহার ক্ষুধাকালে ভোজন করিতে দিবে।

যস্যাঃ পুনর্গর্ভো ন স্পন্দতে, তাং শ্যেনমৎস্যগবয়তিত্তিরতাম্রচূড়-শিখিনামন্যতমস্য সর্পিষ্মতা রসেন মাষযূষেণ বা প্রভূতসর্পিষা মূলকযূষেণ বা রক্তশালীনামোদনং মৃদুমধুরশীতং ভোজয়েৎ। তৈলাভ্যঙ্গেনাস্যাশ্চাভীক্ষ্ণমুদরবংক্ষণোরুকটীপার্শ্বপৃষ্ঠপ্রদেশানীষদুষ্ণেনোপাচরেৎ।

যে গর্ভিণীর গর্ভ স্পন্দিত না হয়, তাহাকে শ্যেন, মৎস্য, গবয়, তিত্তির, কুক্কুট ও ময়ূর ইহাদের মধ্যে কোন এক জীবের মাংসরস ঘৃতসংস্কৃত করিয়া, সেই মাংসরসের সহিত, অথবা ঘৃতসংযুক্ত মাষযূষের সহিত, কিংবা প্রভূত-ঘৃতমিশ্রিত মূলকযূষের সহিত, রক্তশালি তণ্ডুলের কোমল মধুর ও শীতল অন্ন ভোজন করাইবে। এবং তাহার উদর, বঙ্ক্ষন, উরু, কটী, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে ঈষদুষ্ণ তৈল সর্ব্বদা অভ্যঙ্গ করিবে।

যস্যাঃ পুনরুদাবর্ত্তবিবন্ধঃ স্যাদষ্টমে মাসে ন চানুবাসনসাধ্যং মন্যতে। ততস্তস্যাস্তদ্বিকারপ্রশমনমুপকল্পয়েন্নিরূহম্, উদাবর্ত্তো হ্যুপেক্ষিতঃ গর্ভং সগর্ভাং গর্ভিণীং বা নিপাতয়েৎ। তত্র বীরণশালিষষ্টিক-কুশকাশেক্ষুবালিকাবেতসপরিব্যাধমূলানাং ভূতীকানন্তাকাশ্মর্য্যপরূষকমধুকমৃদ্বীকানাঞ্চ পয়সার্দ্ধোদকেনোদ্গময্য রসং পিয়ালবিভীতকমজ্জতিলকল্কসম্প্রযুক্তমীষল্লবণমনত্যুষ্ণং চ নিরূহং দদ্যাৎ। ব্যপগতবিবন্ধাঞ্চৈনাং সুখসলিলপরিষিক্তাঙ্গীং স্থৈর্য্যকরমবিদাহিনমাহারং ভুক্তবতীং সায়ং মধুরকসিদ্ধেন তৈলেনানুবাসয়েৎ, ন্যুব্জাস্ত্বেনামাস্থাপনানুবাসনাভ্যামুপাচরেৎ।

যে গর্ভিণীর অষ্টম মাসে উদাবর্ত্তজনিত বিবন্ধ উপস্থিত হয়, এবং সেই বিবন্ধ অনুবাসনসাধ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, তবে তাহাতে সেই বিকারনাশক নিরূহণ ব্যবস্থা করিবে। কারণ উদাবর্ত্ত উপেক্ষিত হইলে, গর্ভকে বা গর্ভসহ গর্ভিণীকে বিনষ্ট করে। বেণা, শালি, ষষ্টিক, কুশ, কাশ, ইক্ষুবালিকা (খাগড়া), বেতস ও জলবেতস এইসকলের মূল; এবং যমানী, অনন্তমূল, গাম্ভারীফল, ফল্‌সাফল, যষ্টিমধু ও দ্রাক্ষা; এইসমস্ত দ্রব্য অর্দ্ধোদক দুগ্ধ অর্থাৎ সমপরিমিত দুগ্ধ ও জল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত পাক করিবে। পাকশেষে সেই কাথের সহিত পিয়ালমজ্জা, বহেড়ামজ্জা, তিলকল্ক এবং সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে তাহার নিরূহণ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা বিবন্ধ (মল-মূত্রবোধ) অপগত হইলে, সুখোষ্ণ জলদ্বারা তাহার শরীর পরিষিক্ত করিয়া, গর্ভের স্থিরত্বকারক এবং অবিদাহী অন্ন তাহাকে আহার করাইবে। তৎপরে সায়ংকালে মধুরগণসিদ্ধ তৈলদ্বারা তাহাকে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। গর্ভিণীকে ন্যুব্জভাবে অর্থাৎ অধোমুখে ও অনুত্তানভাবে রাখিয়া, আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগ করিতে হইবে।

যস্যাঃ পুনরতিমাত্রদোষোপচয়াদ্বা তীক্ষ্ণোষ্ণাতিমাত্রসেবনাদ্বা বাতমূত্রপুরীষবেগধারণৈর্বা বিষমাশনশয়নস্থান-সংপীড়নৈর্বা ক্রোধশোকের্ষ্যাসূয়াভয়ত্রাসাদিভির্বাপরৈঃ কর্ম্মভিরন্তঃ কুক্ষৌ গর্ভো ম্রিয়তে। তস্যাঃ

স্তিমিতং স্তব্ধমুদরমাততং শীতমশ্নান্তর্গতমিব ভবত্যস্পন্দনো গর্ভঃ, শূল-মধিকমুপজায়তে ন চাব্যঃ প্রাদুর্ভবন্তি যোনির্ন প্রস্রবত্যক্ষিণী চাস্যাঃ স্রস্তে ভবতস্তাম্যতি ব্যথতে ভ্রমতে শ্বসিত্যরতিবহুলা চ ভবতি ন বাস্যা বেগপ্রাদুর্ভাবো বা যথাবদুপলভ্যত ইত্যেবংলক্ষণাং স্ত্রিয়ং মৃতগর্ভেয়মিতি বিদ্যাৎ।

বাতাদিদোষের অতিমাত্র সঞ্চয়, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্যদ্রব্যের অতিসেবন, বাত-মূত্র-পুরীষের বেগধারণ, বিষমভোজন, বিষমভাবে বা বিষমস্থানে শয়ন ও উপবেশন, গর্ভের পীড়ন, অথবা ক্রোধ, শোক, ঈর্ষ্যা, ভয়, ও ত্রাসাদি, কিম্বা এইরূপ অন্য কোন কর্ম্মদ্বারা যাহার গর্ভ কুক্ষি-মধ্যে বিনষ্ট হয়; তাহার উদর স্তিমিত, স্তব্ধ, বিস্তৃত, শীতল ও প্রস্তরপূর্ণের ন্যায় কঠিন হয়, গর্ভ স্পন্দিত হয় না, অত্যন্তবেদনা উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রসবব্যথা প্রকাশ পায় না, যোনি হইতে স্রাব নিঃসৃত হয় না, নেত্রদ্বয় শিথিল হয়, গর্ভিণী মূর্চ্ছিত ব্যথিত ও ঘূর্ণিতদেহ হয়, এবং অত্যন্ত শ্বাসত্যাগ করে, তাহার প্রসববেগ উপস্থিত হয় না, কিম্বা হইলেও তাহার উপলব্ধি করিতে পারে না। গর্ভিণী এইরূপ লক্ষণাক্রান্তা হইলে, তাহাকে মৃতগর্ভা বলিয়া জানিবে।

তস্য গর্ভশল্যস্য জরায়ুপ্রপাতনং কর্ম্ম সংশমনমিত্যাহুরেকে। মন্ত্রা-দিকমথর্ব্ববেদবিহিতমিত্যেকে। পরিদৃষ্টকর্ম্মণা শল্যহর্ত্রা হরণ-মিত্যেকে। ব্যপগতগর্ভশল্যান্তু স্ত্রিয়মামগর্ভাং সুরাসীধ্বরিষ্টমধুমদিরা-সবানামন্যতমমগ্রে সামর্থ্যতঃ পায়য়েত গর্ভকোষ্ঠ বিশুদ্ধ্যর্থমর্ত্তিবিস্মরণার্থং প্রহর্ষণার্থঞ্চ। অতঃপরং বৃংহণৈর্বলানুরক্ষিভিঃ স্নেহসম্প্রযুক্তৈর্যবাগ্বাদি-ভির্বা তৎকালযোগিভিরাহারৈরুপাচরেদ্ দোষধাতুক্লেদবিশোষণমাত্রং বা তৎকালম্। অতঃপরং স্নেহপানৈর্বস্তিভিরাহারবিধিভিশ্চ দীপনীয়-জীবনীয়মধুরবাতহরৈরুপচারৈরাচরেৎ। পরিপক্বগর্ভশল্যায়াঃ পুন-র্বিমুক্তগর্ভশল্যায়াস্তদহরেব স্নেহোপচারঃ স্যাৎ।

কেহ কেহ বলেন, জরায়ুপাতনই এই গর্ভশল্যের চিকিৎসা; কেহ কেহ বলেন, অথর্ব্ব-বেদবিহিত মন্ত্রাদি প্রয়োগই ইহার শান্তির উপায়; আবার অন্য কেহ কেহ বলেন, বহুদর্শী শস্ত্রচিকিৎসক দ্বারা গর্ভশল্যের নিষ্কাশন করাই ইহার চিকিৎসা। গর্ভ শল্য ব্যপগত হইলে, সেই গর্ভিণী যদি আমগর্ভা হয় তবে তাহাকে প্রথমেই গর্ভকোষ্ঠের বিশুদ্ধিজন্য, যন্ত্রণাবিস্ম-রণের জন্য এবং হর্ষোৎপাদনের জন্য, সুরা, সীধু, অরিষ্ট, মধু, মদিরা ও আসব ইহাদের মধ্যে কোন একটি পদার্থ যথাশক্তি পান করাইবে। তৎপরে দোষ-ধাতু ও ক্লেদ বিশুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত পুষ্টিকর ও বলকারক স্নেহমিশ্রিত যবাগূ প্রভৃতি অথবা তৎকালোপযোগী আহার ভোজন করিতে দিবে। অতঃপর স্নেহপান, বস্তি (পিচকারি), উপযুক্ত আহার-বিধি, এবং দীপনীয়, জীবনীয়, বৃংহণীয়, মধুরগণ ও বাতহরগণোক্ত দ্রব্যসমূহ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। আর যাহার পরিপক্ব গর্ভ কুক্ষিমধ্যে বিনষ্ট হয়, তাহার গর্ভশল্য অপগত হইলে, সেই দিনেই তাহাকে স্নেহপানাদির ব্যবস্থা করিবে।

পরমতো নির্ব্বিকারমাপ্যায়মানস্য গর্ভস্য মাসে মাসে কর্ম্মোপদেক্ষ্যামঃ। প্রথমে মাসে শঙ্কিতা চেদ্‌গর্ভমাপন্না ক্ষীরমনুপস্কৃতং মাত্রাবচ্ছীতং কালে পিবেৎ সাত্ম্যঞ্চ ভোজনং সায়ং প্রাতশ্চ ভুঞ্জীত। দ্বিতীয়ে মাসে ক্ষীরমেব চ মধুরৌষধসিদ্ধম্, তৃতীয়ে মাসে ক্ষীরং মধুসর্পির্ভ্যামুপসংসৃজ্য, চতুর্থে মাসে তু ক্ষীরনবনীতমক্ষমাত্রমশ্নীয়াৎ, পঞ্চমে মাসে ক্ষীরসর্পিঃ, ষষ্ঠে মাসে ক্ষীরসর্পির্মধুরৌষধসিদ্ধং, তদেব সপ্তমে মাসে।

গর্ভ নীরোগ অবস্থায় বৃদ্ধি পাইবার জন্য প্রতিমাসে তাহার যেসকল চিকিৎসা কর্ত্তব্য, অতঃপর তাহারই উপদেশ করিতেছি। প্রথম মাসেই গর্ভসম্ভাবনা অনুভূত হইলে কোন ঔষধের সহিত পাক না করিয়া, কেবল শীতল দুগ্ধ পরিমিত মাত্রায় যথাকালে গর্ভিণী পান করিবে; এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে সাত্ম্য আহার ভোজন করিবে। দ্বিতীয় মাসে মধুরগণসিদ্ধ দুগ্ধ, তৃতীয় মাসে মধু ও ঘৃতমিশ্রিত দুগ্ধ, এবং চতুর্থ মাসে দুগ্ধজাত নবনীত দুইতোলা পরিমাণে ভোজন করিবে, পঞ্চমমাসে দুগ্ধোৎপন্ন নবনীতের ঘৃত, এবং ষষ্ঠমাসে সেই ঘৃত মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া পান করিবে। সপ্তমমাসেও ষষ্ঠমাসোক্ত ঘৃত পান করিতে হইবে।

তত্র গর্ভস্য কেশা জায়মানা মাতুর্বিদাহং জনয়ন্তীতি স্ত্রিয়ো ভাষন্তে, তন্নেতি ভগবানাত্রেয়ঃ। কিন্তু গর্ভোৎপীড়নাদ্বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ উরঃপ্রাপ্য বিদহন্তি, ততঃ কণ্ডূরুপজায়তে কণ্ডূমূলা চ কিক্কিশাবাপির্ভবতি। তত্র কোলোদকেন নবনীতস্য মধুরৌষধসিদ্ধস্য পাণিতলমাত্রমস্যৈ পাতুং দদ্যাৎ। চন্দনমৃণালকল্কৈশ্চাস্যাঃ স্তনোদরং বিমৃদ্নীয়াৎ। শিরীষধাতকীসর্ষপমধুকচূর্ণৈঃ কুটজার্জকবীজমুস্তহরিদ্রাকল্কৈর্বা নিম্বকোলসুরসমঞ্জিষ্ঠাকল্কৈর্বা পৃষৎ-হরিণশশরুধিরযুতয়া ত্রিফলয়া বা করবীরকপত্রসিদ্ধেন বা তৈলেনাভ্যঙ্গঃ। পরিষেকঃ পুনর্মালতীমধুকসিদ্ধেনাম্ভসা। জাতকণ্ডূশ্চ কণ্ডূয়নং বর্জ্জয়েৎ ত্বগ্‌ভেদনবৈরূপ্যপরিহারার্থম্। অশক্যায়াস্তু কণ্ডূমুন্মর্দ্দনোদ্বর্ষণাভ্যাং পরিহারঃ স্যাৎ। মধুরমাহারজাতং বাতহরমল্পমল্পস্নেহলবণমল্পোদকানুপানঞ্চ ভুঞ্জীত।

স্ত্রীলোকেরা বলেন, সপ্তম মাসে গর্ভের কেশ উৎপন্ন হইয়া, মাতার বিদাহ উৎপাদন করে। ভগবান্ আত্রেয় বলেন, তাহা নহে; কিন্তু গর্ভের উৎপীড়ন হেতু বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা মাতার বক্ষঃস্থলে উপস্থিত হইয়া বিদাহ উৎপাদন করে। সেই বিদাহ হইতে কণ্ডূ উৎপন্ন হয়, সেই কণ্ডূ হইতে কিক্কিশা অর্থাৎ উদরের চর্ম্মবিদারণ উপস্থিত হয়। চর্ম্ম বিদারিত হইলে, কুলের কাথ ও মধুরগণের কল্ক সহ নবনীত পাক করিয়া, তাহাই দুইতোলা মাত্রায় গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে। চন্দন ও মৃণালের কল্ক দ্বারা তাহার স্তন ও উদর মর্দ্দন করিবে। অথবা শিরীষ, ধাইফুল, সর্ষপ, ও যষ্টিমধুর চূর্ণ; কিংবা কুটজবীজ, অর্জক তুলসীর বীজ, মুতা, ও হরিদ্রার কল্ক, অথবা নিম, কুল, সুরসা তুলসী ও মঞ্জিষ্ঠার কল্ক; কিংবা পৃষৎ, হরিণ বা শশকের রক্তমিশ্রিত ত্রিফলা চূর্ণ উদরে ও স্তনে মর্দ্দন করিবে। করবীর পত্রসহ

তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল বিদীর্ণ স্থানে অভ্যঙ্গ করিবে। মালতীফুল ও যষ্টিমধুর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া, সেই জল দ্বারা পরিষেক করিবে। কণ্ডূ উপস্থিত হইলে কণ্ডূয়ন পরিত্যাগ করিবে, নতুবা ত্বগ্‌ভেদ হইয়া সেই অঙ্গের বিরূপতা উপস্থিত হইতে পারে। কণ্ডূয়নে নিরস্ত হইতে না পারিলে, উন্মর্দ্দন বা উদ্‌ঘর্ষণদ্বারা কণ্ডূনিবারণ করিবে। অল্প স্নেহ-লবণযুক্ত ও মধুররসবিশিষ্ট বায়ুনাশক আহার অল্প পরিমাণে ভোজন করিবে; এবং ভোজনের পরে অল্প পরিমাণে জল পান করিবে।

অষ্টমে মাসে ক্ষীরযবাগূং সর্পিষ্মতীং কালে কালে পিবেৎ। তন্নেতি ভদ্রকাপ্যঃ পৈঙ্গল্যাবাধো হ্যস্যা গর্ভমাগচ্ছেদিতি। অত্রত্র পৈঙ্গল্যা-বাধ ইত্যাহ ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ো ন হ্যেতদকার্য্যমেবং কুর্ব্বতী হ্যারোগ্যবলবর্ণস্বরসংহননসম্পদুপেতং জ্ঞাতীনামপি শ্রেষ্ঠমপত্যং জনয়তি। নবমে খল্বেনাং মাসে মধুরৌষধসিদ্ধেন তৈলেনানুবাসয়েৎ। অতশ্চা-স্যাস্তৈলং পিচুমিশ্রং যোনৌ প্রণয়েদ্ গর্ভস্থানমার্গস্নেহনার্থম্।

অষ্টম মাসে, দুগ্ধসিদ্ধ যবাগূ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া, সময়ে সময়ে পান করিবে। ভদ্রকাপ্য বলেন তাহা উচিত নহে, কারণ তাহাদ্বারা গর্ভ পিঙ্গলতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সন্তানের চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ হয়। ভগবান্ আত্রেয় পুনর্ব্বসু বলেন, পিঙ্গলতার আশঙ্কা থাকিলেও, ক্ষীরযবাগূ পান অকর্ত্তব্য নহে; যেহেতু অষ্টমমাসে ক্ষীরযবাগূ পান করিলে, আরোগ্য বল বর্ণ স্বর ও আকৃতির উৎকর্ষবিশিষ্ট এবং বংশমধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হয়। নবম মাসে মধুরগণসিদ্ধ তৈল দ্বারা গর্ভিণীকে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। এবং গর্ভস্থান ও যোনিপথ স্নিগ্ধ করিবার জন্য ঐ তৈলমিশ্রিত পিচু (তূলা) যোনিমধ্যে ধারণ করাইবে।

যদিদং কর্ম্ম প্রথমমাসমুপাদায়োপদিষ্টমানবমান্মাসাৎ, তেন গর্ভিণ্যা গর্ভসময়ে গর্ভধারণে কুক্ষিকটীপার্শ্বপৃষ্ঠং মৃদু ভবতি বাতশ্চানুলোমঃ সম্পদ্যতে মূত্রপুরীষে চ প্রকৃতিভূতে সুখেন মার্গমনুপদ্যতে চর্ম্মনখানি মার্দ্দবমুপযান্তি বলবর্ণৌ চোপচীয়েতে পুত্রং জ্যেষ্ঠং সম্পদুপেতং সুখিনং সুখেনৈষা কালে প্রজায়ত ইতি।

প্রথম মাস হইতে নবম মাস পর্য্যন্ত যেসকল কর্ম্ম উপদিষ্ট হইল, তাহাদ্বারা গর্ভসময়ে ও গর্ভধারণ বিষয়ে গর্ভিণীর কুক্ষি, কটী, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ দেশ কোমল হয়, বায়ু অনুলোম হয়, মূত্র ও পুরীষ প্রকৃতিস্থ থাকিয়া অনায়সে স্ব স্ব পথে উপস্থিত হয়, চর্ম্ম ও নখ মৃদুতা প্রাপ্ত হয়, বল ও বর্ণ বর্দ্ধিত হয়, এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুখী ও শ্রেষ্ঠ সন্তান অনায়াসে প্রসব করে।

প্রাক্ চৈবাস্যা নবমান্মাসাৎ সূতিকাগারং কারয়েদপহৃতাস্থিশর্করা-কপালে দেশে প্রশস্তরূপরসগন্ধায়াং ভূমৌ প্রাগ্‌দ্বারমুদগ্‌দ্বারং বা। বৈল্বানাং কাষ্ঠানাং তৈন্দুকৈঙ্গুদানাং ভাল্লাতকানাং বারুণানাং খাদিরাণাং বা যানি চান্যান্যপি ব্রাহ্মণাঃ শংসেয়ুরথর্ব্ববেদবিদস্তদ্বসনালেপনাচ্ছাদ-নাপিধানসম্পদুপেতং বাস্তু বিদ্যাৎ, হৃদয়যোগেনাগ্নিসলিলোদূখলবর্চ্চঃ-স্থানস্নানভূমিমহানসমৃতুসুখঞ্চ। তত্র সর্পিস্তৈলমধুসৈন্ধবসৌবর্চ্চলকাল-

লবণবিড়ঙ্গগুড়কুষ্ঠ-কিলিমনাগর-পিপ্পলী-পিপ্পলীমকগুপর্ণ্যেলালাঙ্গলিকী-বচাচব্য-চিত্রকচিরবিল্ব-হিঙ্গুসর্ষপলশুন-কণকণিকানীপাতসী-বল্গীজভূর্জ্জাঃ কুলত্থমৈরেয়সুরাসবাঃ সন্নিহিতাঃ স্যুঃ। তথাশ্মানৌ দ্বৌ দ্বে চণ্ডমুষলে দ্বে উলূখলে খরো বৃষভশ্চ দ্বৌ চ তীক্ষ্ণৌ সূচীপিপ্পলকৌ সৌবর্ণরাজতৌ শস্ত্রাণি চ তীক্ষ্ণায়সানি দ্বৌ চ বিল্বময়ৌ পর্য্যঙ্কৌ তৈন্দুকৈঙ্গুদানি কাষ্ঠান্যগ্নিসন্ধুক্ষণানি স্ত্রিয়শ্চ বহ্ব্যো বহুশঃ প্রজাতাঃ সৌহার্দ্দযুক্তাঃ সতত-মনুরক্তাঃ প্রদক্ষিণাচারাঃ প্রতিপত্তিকুশলাঃ প্রকৃতিবৎসলাস্ত্যক্তবিষাদাঃ ক্লেশসহিষ্ণবোঽভিমতাঃ ব্রাহ্মণাশ্চাথর্ব্ববেদবিদো যচ্চান্যদপি তত্র সমর্থং মন্যেত যচ্চান্যচ্চ ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ স্ত্রিয়শ্চ বৃদ্ধাস্তৎকার্য্যম্।

নবম মাসের পূর্ব্বেই সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করাইবে। অস্থি শর্করা ও কপাল (খাপড়া) শূন্য স্থানে, প্রশস্ত রূপ রস ও গন্ধবিশিষ্ট ভূমিতে পূর্ব্বদ্বারী বা উত্তরদ্বারী করিয়া সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বিল্ব, তিন্দুক (গাব), ইঙ্গুদী, ভল্লাতক, বরুণ, খদির, অথবা অথর্ব্ববেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য যেসকল কাষ্ঠ প্রশস্ত বলেন, সেই সকল কাষ্ঠদ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, বস্ত্র, আলেপন এবং আচ্ছাদন ও আবরণ পদার্থ সেই গৃহে স্থাপন করিবে। অগ্নি, জল, ও উদূখল সেই গৃহে রাখিতে হইবে। সেখানে মলত্যাগের স্থান, স্নানের স্থান ও উনুন বিবেচনা পূর্ব্বক ঋতুসুখকর ভাবে নির্ম্মাণ করিবে। ঘৃত, তৈল, মধু, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল ও কাললবণ, বিড়ঙ্গ, গুড়, কুড়, দেবদারু, শুঁঠ, পিপুল, পিপুলমূল, গজপিপুল, ধুলকুড়, এলাচ, ঈশলাঙ্গলা, বচ, চই, চিতামূল, ডহরকরঞ্জা, হিং, সর্ষপ, লশুন, চাউলের কণা, কদম্ব, অতসী, কুষ্মাণ্ড, ভূর্জ্জপত্র, কুলত্থকলাই, মৈরেয় মদ্য, সুরা ও আসব, এইসকল দ্রব্য সূতিকগৃহের সন্নিহিত রাখিবে। দুইটি শিলাখণ্ড (শিল ও নোড়া), দুইটি বড় মুষল, দুইটি উদূখল, একটি গর্দ্দভ, একটি বৃষ, দুইটি তীক্ষ্ণ সূচী ও সূচী রাখিবার পাত্র, তীক্ষ্ণ লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রসমূহ, বিল্বকাষ্ঠনির্ম্মিত দুইখানি পর্য্যঙ্ক, এবং অগ্নি জ্বালিবার জন্য তিন্দুক ও ইঙ্গুদী কাষ্ঠ, সেই গৃহের নিকটে রাখিবে। যেসকল স্ত্রী বহুবার প্রসব করিয়াছে, যাহারা গর্ভিণীর সহিত সৌহার্দ্দযুক্ত ও সতত অনুরক্ত, যাহারা অনুকূল-আচারশীল ও কার্য্যনিপুণ, যাহাদের বাৎসল্য প্রকৃতিগত, এবং যাহারা বিষাদশূন্য ক্লেশসহিষ্ণু ও গর্ভিণীর অভিমত, সেইপ্রকার অনেকগুলি স্ত্রীলোক, অথর্ব্ববেদবিৎ কতকগুলি ব্রাহ্মণ, এবং অন্য যাহা কিছু তদ্বিষয়ে উপযোগী বোধ হইবে, অথবা ব্রাহ্মণগণ ও স্ত্রীগণ আর যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া উপদেশ করিবেন, সেইসমস্তও সূতিকগৃহের নিকটে রাখিতে হইবে।

ততঃ প্রবৃত্তে নবমে মাসি পুণ্যেঽহনি প্রশস্তনক্ষত্রযোগমুপগতে ভগবতি শশিনি কল্যাণে করণে মৈত্রে মুহূর্ত্তে শান্তিং হুত্বা গোব্রাহ্মণমগ্নিমুদকঞ্চাদৌ প্রবেশ্য গোভ্যস্তৃণোদকং মধুলাজাংশ্চ প্রদায় ব্রাহ্মণেভ্যোঽক্ষতান্ সুমনসো নান্দীমুখান ফলানাষ্টানি দত্ত্বা, উদকপূর্ব্বমাসনস্থেভ্যোঽভিবাদ্য পুনরাচম্য স্বস্তি বাচয়েৎ। ততঃ পুণ্যাহশব্দেন গোব্রাহ্মণমন্ত্যাবর্ত্তমানা প্রবিশেৎ সূতিকাগারম্। তত্রস্থা চ প্রসবকালং প্রতীক্ষেত।

তৎপরে নবম মাস প্রবৃত্ত হইলে, পুণ্য দিবসে, প্রশস্ত-নক্ষত্রগত চন্দ্রে, শুভকরণে ও মৈত্র মুহূর্ত্তে, শান্তিকর্ম্মবিধানানুসারে হোম করিয়া, অগ্রে গো ব্রাহ্মণ অগ্নি ও জল সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করাইবে, গোসকলকে তৃণ জল ও মধুমিশ্রিত লাজ (খই) প্রদান করিবে, এবং পুনর্ব্বার আচমন পূর্ব্বক আসনোপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে আতপতণ্ডুল, ফুল ও মঙ্গলসূচক অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া অভিবাদন করিবে ও স্বস্তি বলাইবে। তদনন্তর "পুণ্যাহ" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে গো-ব্রাহ্মণের পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইয়া সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিবে, এবং সেই গৃহে অবস্থিতি করিয়া প্রসবকালের প্রতীক্ষা করিবে।

তস্যাস্তু খল্বিমানি লিঙ্গানি প্রজননকালমভিভবন্তি, তদ্‌যথা ক্লমো গাত্রাণাং গ্লানিরাননস্যাক্ষ্ণোঃ শৈথিল্যং বিমুক্তবন্ধনত্বমিব বক্ষসঃ কুক্ষেরবস্রংসনমধো গুরুত্বং বংক্ষণবস্তিকটীকুক্ষিপার্শ্বপৃষ্ঠনিস্তোদো যোনেঃ প্রস্রবণমন্নাভিলাষশ্চ। ততোঽনন্তরমাবীনাং প্রাদুর্ভাবঃ প্রসেকশ্চ গর্ভোদকস্য। আবীপ্রাদুর্ভাবে তু ভূমৌ শয়নং বিদধ্যান্মৃদ্বাস্তরণোপপন্নং, তদধ্যাসীনাং তাং ততঃ সমন্ততঃ পরিবার্য্য যথোক্তগুণাঃ স্ত্রিয়ঃ পর্য্যুপাসীরন্, তাশ্চাশ্বাসয়ন্ত্যো বাগ্‌ভিগ্রাহণীয়াভিরুপদিষ্টবদর্থাভিধায়িনীভিঃ। সা চেদাবীভিঃ সংক্লিশ্যমানা ন প্রজায়েতাথৈনাং ব্রূয়াৎ উত্তিষ্ঠ মুষলমন্যতরঞ্চ গৃহ্লীষ্বানেনৈতদ্বুলূখলং ধান্যপূর্ণং মুহুরভিজহি মুহুর্ম্মুহুরবজৃম্ভস্ব চংক্রমস্ব চান্তরান্তরা ইত্যেবমুপদিশন্ত্যেকে।

প্রসবকালে গর্ভিণীর এইসমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে যথা,—শরীরের ক্লান্তি, মুখের গ্লানি, নেত্রদ্বয়ের শিথিলতা, বক্ষঃস্থলের বন্ধনমোচনের ন্যায় অনুভব, কুক্ষির অধোভ্রংস, অধোদেহের গুরুত্ব, বঙ্ক্ষণ বস্তি কটী কুক্ষি পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা, যোনির স্রাব ও আহারে অনিচ্ছা। তৎপরে প্রসববেদনার আবির্ভাব হয় এবং গর্ভ হইতে জল নিঃসৃত হইতে থাকে। প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে, ভূমিতলে কোমল আস্তরণযুক্ত শয্যায় উপবেশন করিবে। তখন পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন স্ত্রীগণ গর্ভিণীর চতুর্দ্দিকে থাকিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিবে; এবং হৃদয়গ্রাহী উপদেশপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় আশ্বাসবাক্যদ্বারা তাহাকে আশ্বস্ত করিবে। গর্ভিণী যদি প্রসববেদনায় অত্যন্ত কাতর হয় এবং প্রসব না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলিবে;—উঠ, মুষলদ্বয়ের মধ্যে কোন একটি মুষল গ্রহণ কর এবং ঐ মুষল দ্বারা ধান্যপূর্ণ উদূখলে বারংবার আঘাত কর, মুহুর্মুহুঃ জৃম্ভাত্যাগের ন্যায় হস্তাদি প্রসারণ কর, ও মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কর। এইরূপ কেহ কেহ উপদেশ দিয়া থাকেন।

তন্নেতাহ ভগবানাত্রেয়ঃ। দারুণব্যায়ামবর্জ্জনং কি গর্ভিণ্যাঃ সততমুপদিশ্যতে বিশেষতশ্চ প্রজননকালে, প্রচলিতসর্ব্বধাতুদোষায়াঃ সুকুমার্য্যা নার্য্যা মুষলব্যায়ামসমীরিতো বায়ুরন্তরং লব্ধ্বা প্রাণান্ হিংস্যাৎ, দুষ্প্রতীকারতমা হি তস্মিন্ কালে বিশেষেণ ভবতি গর্ভিণী। তস্মান্মুষলগ্রহণং পরিহার্য্যমৃষয়ো মন্যন্তে জৃম্ভণঞ্চংক্রমণঞ্চ পুনরনুষ্ঠেয়মিতি।

ভগবান্ আত্রেয় ঋষি বলেন, ইহা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, গর্ভিণীকে সর্ব্বদায় জন্য বিশেষতঃ প্রসবকালে দারুণ ব্যায়াম পরিত্যাগ করিতেই পণ্ডিতগণ উপদেশ করেন।

তৎকালে সুকুমার নারীগণের রসরক্তাদি ধাতুসমূহ ও বাতাদি দোষসকল প্রচলিত হয়, সুতরাং মুষলব্যায়ামদ্বারা চালিত হইয়া বায়ু অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণনাশ করিতে পারে। বিশেষতঃ তৎকালে গর্ভিণী দুশ্চিকিৎস্যতমা হয়। অতএব ঋষিগণ মুষলগ্রহণ পরিত্যাগ করাই উচিত বিবেচনা করেন, এবং জৃম্ভণ ও চংক্রমণ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

অথাস্যৈ দদ্যাৎ কুষ্ঠৈলালাঙ্গলিকীবচাচিত্রকচিরবিল্বচূর্ণমুপঘ্রাতুং সা তন্মুহুর্মুহুরুপজিঘ্রেৎ; তথা ভূর্জ্জপত্রধূমং শিংশপাসারধূমং বা। তস্যাশ্চান্তরান্তরা কটীপার্শ্বপৃষ্ঠসক্থিদেশানীষদুষ্ণেন তৈলেনাভ্যজ্যাসুখমবমৃদ্নীয়াদিত্যনেন তু কর্ম্মণা গর্ভোঽবাক্ প্রতিপদ্যতে। স যদা জানীয়াদ্বিমুচ্য হৃদয়মুদরমস্যাস্ত্বাবিশতি বস্তিশিরোঽবগৃহ্লাতি ত্বরয়ন্ত্যেনামাব্যঃ পরিবর্ত্ততেঽস্যা অবাগ্‌গর্ভ্ভ ইত্যস্যামবস্থায়াং পর্য্যঙ্কমেনামারোপ্য প্রবাহয়িতুমুপক্রমেত কর্ণে চাস্যা মন্ত্রমিমমনুকূলা স্ত্রী জপেৎ।

ক্ষিতির্জলং বিয়ৎ তেজো বায়ুরিন্দ্রঃ প্রজাপতিঃ।
সগর্ভ্ভাং ত্বাং সদা পান্তু বৈশল্যঞ্চ দিশন্তু তে॥
প্রসুব ত্বমবিক্লিষ্টমবিক্লিষ্টা শুভাননে।
কার্ত্তিকেয়দ্যুতিং পুত্রং কার্ত্তিকেয়াভিরক্ষিতম্॥

সেইসময়ে গর্ভিণীকে কুড়, এলাচ, ঈশলাঙ্গলা, বচ, চিতামূল ও ডহরকরঞ্জের চূর্ণ আঘ্রাণ করিতে দিবে; গর্ভিণীও তাহা মুহুর্মুহুঃ আঘ্রাণ করিবে। এবং ভূর্জ্জপত্রের ধূম বা শিংশপসারের ধূম আঘ্রাণ করিবে। মধ্যে মধ্যে গর্ভিণীর কটী, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও উরুদেশে ঈষদুষ্ণ তৈল অভ্যঙ্গ করিবে এবং উপরদিক হইতে নিম্নদিকে মর্দ্দন করিবে। এইসমস্ত ক্রিয়াদ্বারা গর্ভ পরিবর্ত্তিত হইয়া অধোদিকে আসিতে থাকে। যখন বুঝিবে, গর্ভ মাতার হৃদয়বন্ধন মুক্ত হইয়া উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক বস্তির শিরোভাগে উপস্থিত হইয়াছে, এবং ঘন ঘন প্রসববেগ আসিতেছে, তখনই গর্ভ অধঃশিরা হইয়াছে নিশ্চয় করিবে। এই অবস্থায় গর্ভিণীকে পর্য্যঙ্কে তুলিয়া, তাহাকে বারংবার কুন্থন করিতে বলিবে। একজন অনুকূলা স্ত্রী তাহার কর্ণে "ক্ষিতির্জ্জলং" ইত্যাদি নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করিবে।

(মন্ত্র) ক্ষিতি, জল, আকাশ, তেজঃ, বায়ু ইন্দ্র ও প্রজাপতি, তোমাকে ও তোমার গর্ভকে রক্ষা করুন, এবং তোমার প্রসবযন্ত্রণা নিবারণ করুন। হে শুভাননে! তুমি স্বয়ং অক্লিষ্ট থাকিয়া, অবিক্লিষ্ট কার্ত্তিকেয়কান্তি ও কার্ত্তিকেয়রক্ষিত পুত্র প্রসব কর।

তাশ্চৈনাং যথোক্তগুণাঃ স্ত্রিয়োঽনুশিষ্যুরনাগতাবীর্মা প্রবাহিষ্ঠাঃ। যদ্যনাগতাবীঃ প্রবাহয়তে ব্যর্থমেবাস্যাস্তৎ কর্ম্ম ভবতি; প্রজা চাস্যা বিকৃতা বিকৃতিমাপন্না চ শ্বাসকাসশোষপ্লীহপ্রসক্তা বা ভবতি। যথা হি ক্ষবথুদ্গারবাতমূত্রপুরীষবেগান্ প্রযতমানোঽপ্যপ্রাপ্তকালান্ন লভতে কৃচ্ছ্রেণ বাপ্যবাপ্নোতি তথানাগতকালং গর্ভমপি প্রবাহমাণা। যথা চৈষামেব ক্ষবথ্বাদীনাং সন্ধারণমুপঘাতায়োপপদ্যতে তথা প্রাপ্তকালস্য গর্ভস্যাপ্রবাহণমিতি। সা যথানির্দ্দেশং কুরুষ্বেতি বক্তব্যা স্যাৎ। তথা

চ কুর্ব্বতী শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব্বং প্রবাহেত ততোঽনন্তরং বলবত্তরমিতি, তস্যাঞ্চ প্রবাহমাণায়াং স্ত্রিয়ঃ শব্দং কুর্য্যুঃ প্রজাতা প্রজাতা ধন্যং ধন্যং পুত্রমিতি তথাস্যা হর্ষেণাপ্যায্যন্তে প্রাণাঃ।

পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন স্ত্রীগণ তাহাকে উপদেশ দিবেন যে প্রসববেগ উপস্থিত না হইলে কুন্থন করিও না। প্রসববেগ উপস্থিত না হইলেও যদি কুন্থন করা যায়, তাহা হইলে কুন্থন কার্য্য ব্যর্থ হয় কিংবা সন্তান বিকৃত বা বিকৃতিপ্রাপ্ত এবং শ্বাস কাস শোষ ও প্লীহা রোগাক্রান্ত হয়। অকালে অতি যত্ন করিয়াও যেমন ক্ষবথু (হাঁচি), উদ্গার, বায়ু, মূত্র ও পুরীষের বেগ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অথবা অতি কষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ অনুপস্থিত কালে কুন্থন করিলে গর্ভও প্রসব করা যায় না। আবার ক্ষবথু প্রভৃতির উপস্থিত বেগ ধারণ করিলে, তাহা যেমন অনিষ্টকারক হয়, সেইরূপ প্রসববেগকালে কুন্থন না করিলে, তাহাও বিপজ্জনক হইয়া থাকে। অতএব সেই স্ত্রীলোকগণ গর্ভিণীকে "আমাদের উপদেশানুসারে কার্য্য কর" এইরূপ বলিবেন। গর্ভিণীও তাঁহাদের উপদেশ পালন করিবেন। প্রথমে অল্প অল্প কুন্থন করিয়া, ক্রমশঃ অধিক বেগে কুন্থন করিতে হইবে। তাঁহার কুন্থনকালে স্ত্রীলোকগণ "ধন্য! ধন্য! পুত্র প্রসব করিয়াছে!" বলিয়া শব্দ করিবেন, তাহাতে গর্ভিণীর প্রাণ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে।

যদা চ প্রজাতা স্যাৎ তদৈনামবেক্ষেত কাচিদস্যা অমরা প্রপন্না বা প্রপন্নানেতি। তস্যাশ্চেদমরা ন প্রপন্না স্যাদথেনামন্যতমা স্ত্রী দক্ষিণেন পাণিনা নাভেরুপরিষ্টাদ্বলবন্ নিপীড্য সব্যেন পাণিনা পৃষ্ঠত উপসংগৃহ্য তাং সুনির্দ্ধূতং নির্দ্ধূনুয়াৎ। অথাস্যাঃ পাষ্ণ্যা শ্রোণীমাকোটয়েদস্যাঃ স্ফিচাবুপসংগৃহ্য সুপীড়িতং পীড়য়েৎ। অথাস্যা বালবেণ্যা কণ্ঠতালু পরিমৃশেৎ। ভূর্জ্জপত্রকাচমণিসর্পনির্ম্মোকৈশ্চাস্যা যোনিং ধূপয়েৎ। কুষ্ঠতালীশকল্কং বল্বজযূষে মৈরেয়সুরামণ্ডে বা কৌলত্থে বা মণ্ডূকপর্ণীপিপ্পলীক্বাথে বা সংপ্লাব্য তথা পায়য়েদেনাম্।

প্রসব করার পরে গর্ভিণীকে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবে। তাহার অমরা (ফুল) পতিত হইয়াছে কি না হইয়াছে কোন স্ত্রীলোক তাহা লক্ষ্য করিবে। যদি তাহার অমরা পতিত না হয়, তবে একজন স্ত্রীলোক দক্ষিণ হস্তদ্বারা গর্ভির নাভির উপরিভাগে সবলে চাপিয়া চাপিয়া ধরিবে, এবং বাম হস্তদ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ ধরিয়া বিশেষরূপে কাঁপাইবে। পার্ষ্ণি দ্বারা তাহার শ্রোণীফলক কুট্টিত করিবে অর্থাৎ নিতম্বের উপরিভাগে বারংবার গোড়ালির আঘাত করিবে, এবং নিতম্বদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া পীড়ন করিবে। তাহার কণ্ঠ ও তালুদেশে তাহার কেশবেণী প্রবেশ করাইয়া দিবে। অর্থাৎ কণ্ঠ ও তালুর মধ্যে কেশ ঘর্ষণ করাইয়া বমনবেগ উৎপাদন করিবে। ভূর্জ্জপত্র, কাচ ও সাপের খোলস দ্বারা তাহার যোনিতে ধূপ (ধোঁয়া) প্রদান করিবে। কুড় ও তালীশপত্রের কল্ক, উলূখাসের কাথের সহিত, অথবা মৈরেয় মদ্য বা সুরামণ্ডের সহিত, কিংবা কুলত্থযূষের সহিত, অথবা থুলকুড়ী ও পিপুলের কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহাকে পান করাইবে।

তথা সূক্ষ্মেলাকিলিমকুষ্ঠনাগরবিড়ঙ্গকালবিড়চব্যপিপ্পলীচিত্রকোপকুঞ্চিকাকল্কং খরবৃষভস্য জরতো বা দক্ষিণং কর্ণমুৎকৃত্য দৃষদি জর্জ্জরী-

কৃত্য বল্বজযূষাদীনামন্যতমে প্রক্ষিপ্যাপ্লাব্য মুহূর্ত্তস্থিতমুদ্ধৃত্য তদাপ্লাবনং পায়য়েদেনাম্। শতপুষ্পাকুষ্ঠমদনহিঙ্গুসিদ্ধস্য চৈনাং তৈলস্য পিচুং গ্রাহয়েৎ। অতশ্চৈবানুবাসয়েদেতৈরেব চাপ্লাবনৈঃ ফলজীমূতকেক্ষ্বাকুধামার্গবকুটজকৃতবেধনহস্তিপর্ণ্যুপহিতৈরাস্থাপয়েৎ। তদাস্থাপনমস্যাহি সহ বাতমূত্রপুরীষৈর্নির্হরত্যমরামাসক্তাং বায়োরনুলোমগমনাৎ। অমরাং হি বাতমূত্রপুরীষাণ্যন্যানি চান্তর্বহির্মুখানি সজ্জন্তি। তস্যাস্তু খল্বমরায়াঃ প্রপতনার্থে খল্বেবমেব কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে জাতমাত্রস্যৈব কুমারস্য কার্য্যাণ্যেতানি কর্ম্মাণি ভবন্তি, তদ্যথা—অশ্মনোঃ সংঘট্টনং কর্ণয়োর্মূলে শীতোদকেনোষ্ণোদকেন বা সুখপরিষেকঃ, তথাসংক্লেশবিহতান্ প্রাণান্ পুনর্লভেত কৃষ্ণকপালিকাসূর্পেণ চৈনমভিনিষ্পুনীয়ুঃ, যদ্যচ্চেষ্টং স্যাদ্ যাবৎ প্রাণানাং প্রত্যাগমনং তত্তৎ সর্ব্বমেব কুর্য্যুঃ।

ছোট এলাচ, দেবদারু, কুড়, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, কাললবণ, বিট্‌লবণ, গুড়, চই, পিপুল, চিতামূল, ও কৃষ্ণজীরার কল্ক, পূর্ব্বোক্ত উলুখড় প্রভৃতির কাথের সহিত পান করাইবে। অথবা বৃদ্ধ গর্দ্দভ বা বৃদ্ধ বৃষের দক্ষিণ কর্ণ কাটিয়া তাহা শিলায় পেষণ পূর্ব্বক, পূর্ব্বোক্ত উলুখড় প্রভৃতির কোন একটির কাথে নিঃক্ষেপ করিয়া মুহূর্ত্তকাল পরে পিষ্ট কর্ণ তাহা হইতে তুলিয়া ফেলিবে এবং সেই কাথ পান করাইবে। শুল্ফা, কুড়, মদনফল ও হিং, ইহাদের কাথ ও কল্ক সহ তৈল পাক করিবে; এবং সেই তৈলে তুলা ভিজাইয়া তাহা যোনিমধ্যে ধারণ করাইবে; এই তৈল দ্বারা অনুবাসন প্রয়োগ করিবে; এবং পূর্ব্বোক্ত উলুখড় প্রভৃতির কাথের সহিত, মদনফল, ঘোষা, তিতলাউ, ধামার্গব, কুটজ, লতাফট্‌কী ও হস্তিপর্ণী ইহাদের কল্ক মিশ্রিত করিয়া তাহার আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। এই আস্থাপন দ্বারা বায়ু অনুলোমগত হওয়ায়, বাত মূত্র ও পুরীষের সহিত আসক্ত অমরাও নির্গত হইয়া পড়ে। বায়ু মূত্র পুরীষ এবং অন্যান্য বহির্মুখ পদার্থসমূহ দ্বারাই আমরা আসক্ত হইয়া অর্থাৎ আট্‌কাইয়া থাকে। অমরা পাতনের জন্য এইসকল কার্য্য করিতে হইলেও, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার সম্বন্ধে এইসকল কার্য্য করিতে হইবে। যথা,—শিশুর কর্ণের নিকটে দুই খানি প্রস্তর (শিল নোড়া) ঘর্ষণ করিয়া শব্দ উৎপাদন করিবে, ও শীতল বা উষ্ণ জল দ্বারা শিশুর পরিষেচন করিবে, ইহাদ্বারা নির্গমনযাতনাক্লিষ্ট শিশু চেতনা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে কৃষ্ণকপালিকাকৃত সূর্প (কুলা) দ্বারা তাহাকে বাতাস করিবে, এবং তাহার চেতনাসম্পাদনের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয় বোধ হইবে, তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিবে।

ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণং প্রকৃতিভূতমভিসমীক্ষ্য স্নানোদকগ্রহণাভ্যামুপপাদয়েৎ। অথাস্য তালোষ্ঠকণ্ঠজিহ্বামার্জ্জনমারভেত অঙ্গুল্যা সুপরিলিখিতনখয়া সুপ্রক্ষালিতোপধানকার্পাসপিচুমত্যা, প্রথমং প্রমার্জ্জিতাস্যস্য চাস্য শিরস্তালুকার্পাসিকপিচুনা স্নেহগর্ভেণ প্রতিসংছাদয়েৎ। ততোঽস্যানন্তরং কার্য্যং সৈন্ধবোপহিতেন সর্পিষা প্রচ্ছর্দ্দনম্। ততঃ কল্পনং নাড্যাস্ততস্তস্যাঃ কল্পনবিধিমুপদেক্ষ্যামঃ। নাভিবন্ধনাৎ প্রভৃতি হিত্বা-

ষ্টাঙ্গুলমভিজ্ঞানং কৃত্বা চ্ছেদনাবকাশস্য দ্বয়োরন্তরয়োঃ শনৈর্গৃহীত্বা তীক্ষ্ণেণ রৌক্মরাজতায়সানামন্যতমেনোদ্ধারেণ চ্ছেদয়েৎ, তামগ্রে সূত্রেণোপনিবধ্য কণ্ঠে চাস্য শিথিলমবসৃজেৎ। তস্য চেন্নাভিঃ পচ্যতে তাং লোধ্রমধুকপ্রিয়ঙ্গুদারুহরিদ্রা-কল্কসিদ্ধেন তৈলেনাভ্যজ্যাদেষামেব তৈলৌষধানাং চূর্ণেনাবচূর্ণয়েদেষ নাড়ীকল্পনবিধিরুক্তঃ সম্যক্।

অতঃপর শিশু চৈতন্যপ্রাপ্ত ও প্রকৃতিস্থ হইয়াছে বুঝিলে, তাহাকে স্নান করাইবে এবং তাহার মলদ্বারাদি ধৌত করিয়া দিবে। তৎপরে কোন একটি স্ত্রীলোক উত্তমরূপে অঙ্গুলের নখ কাটিয়া অঙ্গুলি ধৌত করিবে, এবং সেই অঙ্গুলিতে তুলা জড়াইয়া, তাহাদ্বারা প্রথমে মুখমধ্য মার্জ্জনা করিয়া দিবে, এবং ঘৃত-তৈলাদি স্নেহপদার্থদ্বারা কার্পাস তুলা ভিজাইয়া, সেই তূলা দ্বারা শিশুর মস্তকের উপর তালুদেশ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। ইহার পরে সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত ঘৃত পান করাইয়া শিশুকে বমন করাইবে। বমন করানর পরে তাহার নাড়ী কাটিতে হইবে। নাড়ীচ্ছেদনের বিধি উপদেশ করিতেছি। নাভিমূল হইতে অষ্টাঙ্গুলি পরিমিত নাড়ী পরিত্যাগ করিয়া ছেদনস্থান নিশ্চয় পূর্ব্বক তাহার উভয় পার্শ্ব ধীরে ধীরে ধারণ করিবে, এবং স্বর্ণ রৌপ্য বা লৌহনির্ম্মিত উদ্ধারা অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে। ছেদনের পরে তাহার অগ্রভাগে সূত্র বান্ধিয়া, সেই সূত্রের অপর প্রান্ত শিশুর কণ্ঠদেশে শিথিলভাবে বান্ধিয়া রাখিবে। নাড়ীছেদনের পরে সেই শিশুর নাভি যদি পচিতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে, লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু ও দারুহরিদ্রার কল্কসহ তৈল পাক করিয়া, নাভিনাড়ীতে তাহা অভ্যঙ্গ করিবে, এবং ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ নাভিতে প্রয়োগ করিবে। নাড়ীচ্ছেদনবিধি সম্যগ্‌রূপে কথিত হইল।

অসম্যক্‌কল্পনে হি নাড্যা আয়ামব্যায়ামোত্তুণ্ডিতপিণ্ডলিকাবিনামিকা-বিজৃম্ভিকাব্যাধিভ্যো ভয়ম্। তত্রাবিদাহিভির্ব্বাতপিত্তপ্রশমনৈরভ্যঙ্গোৎসাদনপরিষেকৈঃ সর্পির্ভিশ্চোপক্রমেত গুরুলাঘবমভিসমীক্ষ্য কুমারস্য। প্রাগতো জাতকর্ম্ম কার্য্যং ততো মধুসর্পিষী মন্ত্রোপমন্ত্রিতে যথান্যায়ং প্রাশিতুমস্মৈ দদ্যাৎ। স্তনমত ঊর্দ্ধ মনেনৈব বিধিনা দক্ষিণং পাতুং পুরস্তাৎ প্রযচ্ছেৎ। অথাতঃ শীর্ষতঃ স্থাপয়েদুদকুম্ভং মন্ত্রোপমন্ত্রিতম্।

অসম্যগ্‌রূপে নাড়ীচ্ছেদ হইলে, নাড়ী দীর্ঘ ও পরিপুষ্ট, উন্নত, পিণ্ডাকৃতি, মধ্যনিম্ন ও অন্তোন্নত, অথবা মুহুর্মুহুঃ বৃদ্ধিশীল হওয়া, এই কয়েকটি ব্যাধির আশঙ্কা থাকে। ঐসমস্ত পীড়া উপস্থিত হইলে, শিশুর বাতাদি দোষের গুরুলাঘব বিবেচনা করিয়া, অদাহকারক এবং বাতপিত্তের প্রশমকারক অভ্যঙ্গ উৎসাদন পরিষেক ও ঘৃত প্রয়োগদ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বেই জাতকর্ম্ম কর্ত্তব্য। তৎপরে মধু ও ঘৃত যথাবেদ মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া, শিশুকে তাহা লেহন করাইবে। অতঃপর বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা স্তন অভিমন্ত্রিত করিয়া, প্রথমে দক্ষিণ স্তন তাহাকে পান করিতে দিবে। এবং একটি জলপূর্ণ কুম্ভ মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া শিশুর মস্তকের দিকে স্থাপন করিবে।

অথাস্য রক্ষাং বিদধ্যাৎ আদানীখদিরকর্কন্ধূপীলুপরুষকশাখাভিরস্য গৃহং ভিষক্ সমন্ততঃ পরিবারয়েৎ। সর্ব্বতশ্চ সূতিকাগারস্য সর্ষপাতসী-

তণ্ডুলকণকর্ণিকাঃ প্রকিরেৎ। তথা তণ্ডুলবলিমঙ্গলহোমং সততমুভয়কালং ক্রিয়েত প্রাঙ্নাম কর্ম্মণো দ্বারে চ মুষলমনুতিরশ্চীনং স্থাপ্যং কুর্য্যাৎ। বচাকুষ্ঠক্ষৌমকহিঙ্গুসর্ষপাতসীলশুনকণকর্ণিকানাং রক্ষোঘ্নসমাখ্যাতানাঞ্চৌষধীনাং পোট্টলিকাং বদ্ধা সূতিকাগারস্যোত্তরদেহল্যামবস্থজেৎ। তথা সূতিকায়াঃ কণ্ঠে সপুত্রায়াঃ স্থাল্যুদককুম্ভপর্য্যঙ্কেষ্বপি তথৈব দ্বয়ে দ্বারপক্ষয়োঃ। সকণকুম্ভকেন্ধনাগ্নিস্তন্দুকাষ্ঠেন্ধনশ্চাগ্নিঃ সূতিকাগারস্যাভ্যন্তরতো নিত্যং স্যাৎ। স্ত্রিয়শ্চৈনাং যথোক্তগুণাঃ সুহৃদশ্চানুজগৃয়ুর্দশাহং দ্বাদশাহং বানুপরতপ্রদানমঙ্গলাশীঃস্তুতিগীতবাদিত্রমন্নপানবিশদমনুরক্তপ্রহৃষ্টজনসম্পূর্ণং চ তদ্বেশ্ম কার্য্যম্। ব্রাহ্মণশ্চাথর্ব্ববেদবিৎ সততমুভয়কালং শান্তিং জুহুয়াৎ স্বস্ত্যয়নার্থং সুকুমারস্য তথা সূতিকায়া ইত্যেতদ্রক্ষাবিধানমুক্তম্।

ইহার পরে শিশুর রক্ষাবিধান কর্ত্তব্য। ঘোষা, খদির, কুল, পীলু, ও ফল্‌সার শাখাদ্বারা সূতিকাগৃহের চতুর্দ্দিক্ ভিষক্ পরিবৃত করিবেন। সূতিকাগৃহের সর্ব্বত্র সর্ষপ, অতসী ও তণ্ডুলকণা ছড়াইয়া রাখিবেন। শিশুর নামকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিত্য প্রাতঃ সন্ধ্যা উভয়কালে তণ্ডুলবলি প্রদান, মঙ্গলাচরণ এবং হোম করিবেন। সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে একটি মুষল তির্য্যগ্‌ভাবে রাখিয়া দিবেন। বচ, কুড়, গেঁঠেলা, হিং, সর্ষপ, মসিনা (তিসি), লশুন ও তণ্ডুলকণা, এবং অন্যান্য রক্ষোঘ্ন ওষধিসমূহ পোট্টলিবদ্ধ করিয়া, সূতিকাগৃহের উত্তর দেহলীতে স্থাপন করিবেন। উক্ত দ্রব্যসমূহের পোট্টলী প্রসূতার ও শিশুর কণ্ঠে, এবং স্থালী, জলকুম্ভ, পর্য্যঙ্ক ও দ্বারদেশের উভয় কপাটেও বান্ধিয়া দিবেন। তণ্ডুলকণা, জলকুম্ভ, জ্বালাইবার কাষ্ঠ, এবং তিন্দুককাষ্ঠের অগ্নি, সূতিকাগৃহের মধ্যে সর্ব্বদা রাখিয়া দিবেন। দশ দিন বা বার দিন পর্য্যন্ত যথোক্তগুণসম্পন্ন স্ত্রীগণ এবং সুহৃদ্‌গণ তাহাদের রক্ষার্থ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবেন। অবিরত দান, মঙ্গলাচরণ, আশীর্ব্বাদ, স্তুতি, গীত ও বাদ্য করিবেন। সূতিকাগৃহে নির্দ্দোষ অন্ন-পান এবং হৃষ্ট ও অনুরক্ত জনের বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অথর্ব্ববেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ কুমারের ও প্রসূতার স্বস্ত্যয়নের জন্য প্রাতঃ ও সন্ধ্যা উভয় কালে শান্তি হোম সম্পাদন করিবেন। এইরূপে রক্ষাবিধান নির্দ্দিষ্ট হইল।

সূতিকান্তু খলু বুভুক্ষিতাং বিদিত্বা স্নেহং পায়য়েৎ প্রথমং পরময়া শক্ত্যা সর্পিস্তৈলং বসাং মজ্জানং বা সাত্ম্যীভাবমভিসমীক্ষ্য ভিষক্। পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরচূর্ণসহিতং স্নেহং পীতবত্যাশ্চ সর্পিস্তৈলাভ্যামভ্যজ্য বেষ্টয়েদুদরং মহতা বাসসা তথা তস্যা ন বায়ুরুদরে বিকৃতিমুৎপাদয়ত্যনবকাশত্বাৎ। জীর্ণে তু স্নেহে পিপ্পল্যাদিভিরেব সিদ্ধাং যবাগূং সুস্নিগ্ধাং দ্রবাং মাত্রশঃ পায়য়েতোভয়কালঞ্চোষ্ণোদকেন পরিষেচয়েৎ প্রাক্ স্নেহযবাগূপানাভ্যামেবং পঞ্চরাত্রং সপ্তরাত্রঞ্চ অনুপাল্য ক্রমেণাপ্যায়য়েৎ স্বস্থবৃত্তমেতাবত্ত সূতিকায়াঃ।

প্রসূতার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিলে, তাহাকে প্রথমতঃ যথাশক্তি স্নেহ পান করাইবে। ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা ইহার মধ্যে যে স্নেহ তাহার সাত্ম্য বিবেচিত হইবে, তাহাই তাহাকে পান করাইবে। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠের চূর্ণসহ কোন স্নেহ তাহাকে পান করাইয়া, ঘৃত ও তৈল তাহার উদরে অভ্যঙ্গ করিবে এবং এক-খানি বড় কাপড় উদরে জড়াইয়া দিবে। ইহাতে বায়ু অবকাশ না পাইয়া উদরমধ্যে কোন-রূপ বিকৃতি উৎপাদন করিতে পারে না। ভুক্ত স্নেহ জীর্ণ হইলে, উক্ত পিপ্পলী প্রভৃতির সহিত সিদ্ধ ও তরল যবাগূ স্নেহমিশ্রিত করিয়া উপযুক্তমাত্রায় দুই বেলা পান করাইবে। স্নেহ ও যবাগূ পানের পূর্ব্বে উষ্ণজলদ্বারা প্রসূতাকে পরিষেক করিবে। পাঁচ দিন বা সাত দিন পর্য্যন্ত এইরূপ নিয়ম পালন করিয়া, ক্রমশঃ উপযুক্ত আহারাদি দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করিবে। এই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা প্রসূতার স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া থাকে।

তস্যাস্তু খলু সূতিকায়া যো ব্যাধিরুৎপদ্যতে স কৃচ্ছ্রসাধ্যো ভবত্য-সাধ্যো বা, গর্ভবৃদ্ধিক্ষয়িতশিথিলসর্ব্বধাতুত্বাৎ প্রবাহণবেদনাক্লেদরক্ত-নিঃস্রুতিবিশেষশূন্যশরীরত্বাচ্চ। তস্মাত্তাং যথোক্তেন বিধিনোপচরেৎ, ভৌতিকজীবনীয়বৃংহণীয়মধুরবাতহরসিদ্ধৈরভ্যঙ্গোৎসাদনপরিষেকাবগাহ-নান্নপান-বিধিভির্বিশেষতশ্চোপচরেদ্বিশেষতো হি শূন্যশরীরাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রজাতা ভবন্তি।

গর্ভবৃদ্ধিদ্বারা সমুদায় ধাতু ক্ষয়িত ও শিথিল হওয়ায় এবং বহুল প্রসববেদনা ও ক্লেদ-রক্তস্রাবের জন্য শরীর বিশেষরূপে শূন্য হওয়ায়, প্রসূতার যে কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাই কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হয়। অতএব প্রসূতাকে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে শুশ্রূষা করিবে। ভৌতিকগণ, জীবনীয়গণ, বৃংহণীয়গণ, মধুরগণ, ও বাতহরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ, ঐসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণদ্বারা উৎসাদন, ঐসকল-দ্রব্যসিদ্ধ জলদ্বারা পরিষেক ও অবগাহন, এবং যথোক্ত অন্নপানাদি প্রয়োগদ্বারা তাহার পরিচর্য্যা করিবে। যেহেতু প্রসূতা স্বীয় শরীর বিশেষরূপে শূন্য হইয়া থাকে।

দশম্যাং নিশ্যতীতায়াং পরেঽহনি সপুত্রা স্ত্রী সর্ব্বগন্ধৌষধৈর্গৌরসর্ষপ-লোধ্রৈশ্চ স্নাতা লঘ্বহতশুচিবস্ত্রং পরিধায় পবিত্রেষ্টলঘুভূষণবতী চ সংস্পৃশ্য মঙ্গলান্যুচিতামর্চ্চয়িত্বা চ দেবতাং শিখিনঃ শুক্লবাসসোঽব্য-ঙ্গাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়িত্বা কুমারমহতেন শুচিবাসসাচ্ছাদয়েৎ। প্রাক্‌শিরসমুদক্‌শিরসং বা সংবেশ্য দেবতাপূর্ব্বং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রণমতী-ত্যুক্ত্বা কুমারস্য পিতা দ্বে নামনী কারয়েন্ নাক্ষত্রিকং নামাভিপ্রায়িকঞ্চ। তত্রাভিপ্রায়িকং নাম ঘোষবদাদ্যন্তস্থান্ত্যমুষ্মান্তঞ্চ বৃদ্ধং ত্রিপুরুষান্তর-মনবপ্রতিষ্ঠিতম্। নাক্ষত্রিকন্তু নক্ষত্রদেবতাসংযুক্তং কৃতং দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা।

দশম রাত্রি অতীত হইলে, তৎপরদিন প্রসূতা ও কুমার উভয়েই সর্ব্বগন্ধৌষধি শ্বেতসর্ষপ ও লোধ্র সংযুক্ত জলে স্নান করিয়া, সূক্ষ্ম অচ্ছিন্ন ও পবিত্র বস্ত্র পরিধান, এবং পবিত্র অভি-লষিত ও লঘু ভূষণ ধারণপূর্ব্বক মাঙ্গল্য দ্রব্যসমূহ স্পর্শ করিবে, এবং অভীষ্ট দেবতাগণকে অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে শিখাবান, শুভ্রবসনধারী ও অবিকৃতাঙ্গ ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন

করাইয়া, অচ্ছিন্ন পবিত্র বস্ত্রদ্বারা কুমারকে আচ্ছাদিত করিবে। কুমারকে পূর্ব্বশিরা বা উত্তরশিরা ভাবে অবস্থিত রাখিয়া, কুমারের পিতা বলিবেন—"এই কুমার দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিতেছে।" এই বলিয়া পিতা কুমারের নাক্ষত্রিক (রাশি নাম) ও আভিপ্রায়িক (ডাক নাম) দুইটি নাম রাখিবেন। তন্মধ্যে আভিপ্রায়িক নাম আদিতে কোন বর্গের তৃতীয় চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ এবং অন্তে অন্তস্থ বর্ণবিশিষ্ট অথবা অন্তে উষ্মবর্ণসমূহের কোন একটি বর্ণযুক্ত এবং বৃদ্ধ তিন পুরুষের অর্থাৎ পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহের নামের অতিরিক্ত কোনও চিরপ্রসিদ্ধ নাম রাখিতে হইবে। আর নাক্ষত্রিক নাম জন্মনক্ষত্রদেবতার নাম সংযুক্ত এবং দুইটি বা চারিটি অক্ষরবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

কৃতে চ নামকর্ম্মণি কুমারং পরীক্ষিতুমুপক্রমেদায়ুষঃ প্রমাণজ্ঞানহেতোঃ। তত্রেমান্যায়ুষ্মতাং কুমারাণাং লক্ষণানি ভবন্তি। তদ্যথা—একৈকজা মৃদবোঽল্পাঃ স্নিগ্ধাঃ সুবদ্ধমূলাঃ কৃষ্ণাঃ কেশাঃ প্রশস্যন্তে। স্থিরা বহলা ত্বক্, প্রকৃত্যাকৃতিসুসম্পন্নমীষৎপ্রমাণাতিরিক্তমনুরূপমাতপত্রোপমং শিরঃ প্রশস্যতে। ব্যূঢ়ং দৃঢ়ং সমং সুশ্লিষ্টশঙ্খসন্ধ্যূর্দ্ধব্যঞ্জনসম্পন্নমুপচিতং বলিনমর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাটং, বহলৌ বিপুলসমপীঠৌ সমৌ নীচৈর্বৃদ্ধৌ পৃষ্ঠতোঽবনতৌ সুশ্লিষ্টকর্ণপুত্রকৌ মহাচ্ছিদ্রৌ কর্ণৌ, ঈষৎ প্রলম্বিন্যাবসঙ্গতে সমে সংহতে মহত্যৌ ভ্রুবৌ, সমে সমাহিতদর্শনে ব্যক্তভাগবিভাগে বলবতি তেজসোপপন্নে স্বঙ্গাপাঙ্গে চক্ষুষী। ঋজ্বী মহোচ্ছ্বাসা বংশসম্পন্নেষদবনতাগ্রা নাসিকা, মহদৃজুসুনিবিষ্টদন্তমাস্যম্, আয়ামবিস্তরোপপন্না শ্লক্ষ্ণা তন্বী প্রকৃতিযুক্তা পাটলবর্ণা জিহ্বা, শ্লক্ষ্ণং যুক্তোপচয়মুষ্মোপপন্নং রক্তং তালু, মহানদীনঃ স্নিগ্ধোঽনুনাদী গম্ভীরসমুখো ধীরঃ স্বরঃ, নাতিস্থূলৌ নাতিকৃশৌ বিস্তরোপপন্নাবাস্যপ্রচ্ছাদনৌ রক্তাবোষ্ঠৌ, মহত্যৌ হনূ, বৃত্তা নাতিমহতী গ্রীবা, ব্যূঢ়মুপচিতমুরো গূঢ়ং জত্রু পৃষ্ঠবংশশ্চ, বিপ্রকৃষ্টান্তরৌ স্তনৌ, অসংপাতিনৌ স্থিরে পার্শ্বে, বৃত্তপরিপূর্ণায়তৌ বাহূ সকৃথিন্যঙ্গুলয়শ্চ, মহদুপচিতং পাণিপাদম্, স্থিরা বৃত্তাঃ স্নিগ্ধাস্তাম্রাস্তুঙ্গাঃ কূর্ম্মাকারাঃ করজাঃ, প্রদক্ষিণাবর্ত্তা সোৎসঙ্গা চ নাভী, নাভ্যুরস্ত্রিভাগহীনা সমা সমুপচিতমাংসা কটী, বৃত্তৌ স্থিরোপচিতমাংসৌ নাত্যুন্নতৌ নাত্যবনতৌ স্ফিচৌ, অনুপূর্ব্বং বৃত্তাবুপচয়যুক্তাবূরূ, নাত্যুপচিতে নাত্যপচিত এণীপদে প্রগূঢ়শিরাস্নিসন্ধী জঙ্ঘে নাত্যুপচিতৌ নাত্যপচিতৌ গুল্ফৌ, পূর্ব্বোপদিষ্টগুণৌ পাদৌ কূর্ম্মাকারৌ, প্রকৃতিযুক্তানি বাতমূত্রপুরীষগুহ্যানি তথা স্বপ্নজাগরণায়াসস্মিতরুদিতস্তনগ্রহণানি। যচ্চ কিঞ্চিদন্যদনুক্তমস্তি তদপি সর্ব্বং প্রকৃতিসম্পন্নমিষ্টং বিপরীতং পুনরনিষ্টমিতি দীর্ঘায়ুর্লক্ষণানি।

নামকরণের পরে কুমারের আয়ুঃপ্রমাণ অবগতির জন্য তাহার পরীক্ষা করিবে। আয়ুষ্মান্ কুমারের লক্ষণ এইরূপ হইয়া থাকে; যথা,—কেশ সকল পৃথক্ পৃথক্ জাত, কোমল, অল্প, স্নিগ্ধ, দৃঢ়মূল ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে প্রশস্ত হয়। অশিথিল ও স্থূল ত্বক্, এবং স্বাভাবিক আকৃতিসম্পন্ন কিঞ্চিৎ প্রমাণাতিরিক্ত কিন্তু শরীরের অনুরূপ ও ছত্রোপম মস্তক সুপ্রশস্ত। প্রশস্ত, দৃঢ়, সমান, সম্মিলিত-শঙ্খসন্ধিদ্বারা অর্দ্ধপ্রকাশিত, পরিপুষ্ট, বলবিশিষ্ট ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাট; ঘন, বিপুল-সমপীঠ, সমান, নিম্নদিকে লম্বিত, পৃষ্ঠদেশে অবনত, সুশ্লিষ্ট কর্ণপুত্রকযুক্ত ও বৃহৎ ছিদ্রবিশিষ্ট কর্ণদ্বয়; ঈষৎ লম্বিত, পরস্পর অসম্মিলিত, সমান, সংহত ও বৃহৎ ভ্রূদ্বয়; সমান, সুসংস্থিত দৃষ্টিমণ্ডলবিশিষ্ট, ব্যক্ত-শুক্লকৃষ্ণাদিবিভাগ, দৃষ্টিবলযুক্ত, তেজঃসম্পন্ন এবং সুন্দর অঙ্গ-অপাঙ্গযুক্ত চক্ষুর্দ্বয়, সরল, দীর্ঘউচ্ছ্বাসবিশিষ্ট, দীর্ঘবংশসম্পন্ন ও ঈষৎ অবনতাগ্র নাসিকা; মহৎ, ঋজু ও সুনিবিষ্ট-দন্তবিশিষ্ট মুখ; দৈর্ঘ্য-বিস্তারসম্পন্ন, মসৃণ, পাতলা, অবিকৃত ও পাটলবর্ণ জিহ্বা; মসৃণ, উপযুক্ত-পুষ্টিসম্পন্ন, উষ্মাযুক্ত ও রক্তবর্ণ তালু; মহৎ, অক্ষীণ, স্নিগ্ধ, প্রতিধ্বনিবিশিষ্ট, গম্ভীরোৎপন্ন ও ধীর স্বর; নাতিস্থূল, নাতিকৃশ, বিস্তৃত, দন্তসমূহের আচ্ছাদনকারক ও রক্তবর্ণ ওষ্ঠ; মহৎ হনু; গোলাকার ও অনতিবৃহৎ গ্রীবা; বিস্তৃত ও পরিপুষ্ট বক্ষঃ; জত্রু ও পৃষ্ঠবংশ গূঢ়; পরস্পর অসন্নিকৃষ্ট স্তনদ্বয়; অংসদ্বয়ের অনুরূপ ও অশিথিল পার্শ্বদ্বয়; গোলাকার পরিপুষ্ট ও দীর্ঘ বাহুদ্বয় পদদ্বয় ও অঙ্গুলিসকল; বৃহৎ ও পরিপুষ্ট হস্ততল এবং পদতল; কঠিন, গোলাকার, স্নিগ্ধ, তাম্রবর্ণ ও কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত নখ; দক্ষিণাবর্ত্ত ও অন্তোন্নত নাভি; নাভি ও বক্ষঃস্থলের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে তৃতীয়ভাগহীন সমান ও মাংসল কটী; গোলাকার, অশিথিল, মাংসল, নাতি উন্নত ও নাতি অবনত স্ফিক্ (পাছা) দ্বয়; যথাক্রমে সুবিন্যস্ত, গোলাকার ও পুষ্টিযুক্ত উরুদ্বয়; নাতি পুষ্ট, নাতিকৃশ, হরিণীপদের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং গূঢ় শিরা অস্থি ও সন্ধিযুক্ত জঙ্ঘাদ্বয়; অনতিপুষ্ট ও অনতিকৃশ গুল্ফদ্বয়; পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন অর্থাৎ মহৎ ও পরিপুষ্ট এবং কূর্ম্মাকৃতি পদদ্বয়; বাত, মূত্র, পুরীষ, শুক্রদ্বার, এবং নিদ্রা, জাগরণ, পরিশ্রম, হাস্য, রোদন ও স্তনপান অবিকৃত হইলে প্রশস্ত হইয়া থাকে। ইহাভিন্ন যেসকল অবয়বাদি অনুক্ত রহিল, তৎসমুদায় প্রকৃতিগুণসম্পন্ন হইলে, তাহাই দীর্ঘায়ুর্বোধক, এবং তাহার বিপরীত গুণযুক্ত হইলে অল্পায়ুর্জ্ঞাপক হয়।

অতো ধাত্রীপরীক্ষামুপদেক্ষ্যামঃ। অথ ব্রূয়াদ্ ধাত্রীমানয়েতি সমানবর্ণাং যৌবনস্থাং নিভৃতামনাতুরা-মব্যঙ্গামব্যসনামবিরূপামজুগুপ্সিতাং দেশজাতীয়ামক্ষুদ্রামক্ষুদ্রকর্ম্মিণীং কুলে জাতাং বৎসলামরোগজীবদ্বৎসাং পুংবৎসাং দোগ্ধ্রীমপ্রমত্তামশায়িনীমনুচ্চারশায়িনীমনন্তাবশায়িনীং কুশলোপচারাং শুচিমশুচিদ্বেষিণীং স্তনস্তন্যসম্পদুপেতামিতি।

অতঃপর ধাত্রীপরীক্ষার বিষয় উপদেশ করিতেছি। কুমারের আয়ুঃপরীক্ষার পরে ধাত্রী আনয়ন করিতে বলিবে। যে ধাত্রী সমানবর্ণা, যুবতী, অনুদ্ধতা, রোগহীনা, অবিকৃতাঙ্গী, কাম-ক্রোধাদি-দোষশূন্যা, অবিকটরূপা, অজুগুপ্সিতা, স্বদেশজা, স্বজাতীয়া, অনীচপ্রকৃতি, অনীচকর্ম্মকারিণী, সৎকুলজাতা ও বাৎসল্যবিশিষ্টা, যাহার সন্তান নীরোগ ও জীবিত, যে পুত্রবৎসা, যাহার দুগ্ধ স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়, যে অপ্রমত্তা, যে অকালে শয়ন করেনা, ও অপবিত্র স্থানে শয়ন করেনা, যাহার পাতিব্রত্য দোষ নাই, যে শুশ্রূষানিপুণা, শুচি, অশুচিদ্বেষিণী, এবং স্তনের ও স্তন্যের উৎকর্ষবিশিষ্টা, সেইরূপ ধাত্রী নির্ব্বাচন করিবে।

তত্রেয়ং স্তনসম্পৎ, নাত্যূর্দ্ধৌ নাতিলম্বাবনতিকৃশাবনতিপীনৌ যুক্ত পিপ্পলকৌ সুখপ্রপানৌ চেতি। স্তন্যসম্পৎ তু প্রকৃতিবর্ণগন্ধরসস্পর্শ-মুদকপাত্রে চ দুহ্যমানং দুগ্ধমুদকং ব্যেতি প্রকৃতিভূতত্বাৎ তৎ পুষ্টিকর-মারোগ্যকরঞ্চেতি। অতোঽন্যথা ব্যাপন্নং জ্ঞেয়ম্।

তন্মধ্যে স্তনের গুণোৎকর্ষ এইগুলি ; যথা,—অনতি উচ্চ, অনতি লম্বিত, অনতি কৃশ, অনতি পীন, উপযুক্ত বৃন্তবিশিষ্ট এবং সুখে পান করিবার উপযুক্ত স্তন উৎকৃষ্ট। স্তন্যের গুণোৎকর্ষ যথা,—যে স্তন্যের বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ অবিকৃত, এবং যাহা দোহন করিয়া জলবিশিষ্ট পাত্রে নিক্ষেপ করিলে, জলের সহিত মিশিয়া যায়, সেই স্তন্য প্রকৃতিভূত বলিয়া, তাহাই পুষ্টিকর ও আরোগ্যজনক। ইহার অন্যথা-গুণবিশিষ্ট হইলে, তাহা বিকৃতিপ্রাপ্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

তস্য বিশেষাঃ শ্যাবারুণবর্ণং কষায়ানুরসং বিশদমনালক্ষ্যগন্ধং রুক্ষং দ্রবং ফেনিলং লঘ্বতৃপ্তিকরং কর্ষণং বাতবিকারাণাং কর্ত্তৃ বাতোপসৃষ্টং ক্ষীরমিতি জ্ঞেয়ম্। কৃষ্ণনীলপীততাম্রাবভাসং তিক্তানুকটুকাম্লরসং কুণপ-রুধিরগন্ধি ভৃশোষ্ণঞ্চ পিত্তবিকারাণাং কর্ত্তৃ পিত্তোপসৃষ্টং ক্ষীরমিতি জ্ঞেয়ম্। অত্যর্থশুক্লমতিমাধুর্য্যোপপন্নং লবণানুরসং ঘৃততৈলবসামজ্জ-গন্ধি পিচ্ছিলং তন্তুমদুদকপাত্রেঽবসীদতি শ্লেষ্মবিকারাণাঞ্চ কর্ত্তৃ শ্লেষ্মোপসৃষ্টং ক্ষীরমিতি জ্ঞেয়ম্। তেষান্তু ত্রয়াণামপি ক্ষীরদোষাণাং প্রতিবিশেষমভিসমীক্ষ্য যথাস্বং যথাদোষঞ্চ বমনবিরেচনাস্থাপনানুবাস-নানি বিভজ্য কৃতানি প্রশমনায় ভবন্তি।

বিকৃতিপ্রাপ্ত স্তন্যের বিশেষ লক্ষণ যথা,—যে স্তন্য শ্যাব বা অরুণবর্ণ, কষায়রসযুক্ত, আপিচ্ছিল, অলক্ষ্যগন্ধ, রুক্ষ, দ্রব, ফেনবিশিষ্ট, লঘু, অতৃপ্তিকর, কৃশতাকারক এবং বাতজ-রোগসমূহের উৎপাদক, সেই স্তন্য বায়ুদূষিত বলিয়া জানিবে। যে স্তন্য রুক্ষ, নীল পীত বা তাম্রবর্ণ, তিক্ত কটু বা অম্লরসযুক্ত, শবদুর্গন্ধি বা রক্তগন্ধি, অত্যন্ত উষ্ণস্পর্শ এবং পিত্তজ বিকারসমূহের উৎপাদক, তাহা পিত্তদূষিত বলিয়া জানিবে। আর যাহা অত্যন্ত শুক্লবর্ণ, অতি মধুর রস ও ঈষৎ লবণ রসযুক্ত, ঘৃত তৈল বসা বা মজ্জার ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, পিচ্ছিল, তন্তুবিশিষ্ট, যাহা জলে নিঃক্ষিপ্ত হইলে মগ্ন হইয়া যায়, এবং শ্লেষ্মজ বিকারসমূহের উৎ-পাদক, তাহা শ্লেষ্মদূষিত বলিয়া জানিবে। এই ত্রিবিধ ক্ষীরদোষের বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া, ধাত্রী ও বাতাদিদোষের পক্ষে যেরূপ বমন বিরেচন আস্থাপন ও অনুবাসন উপযুক্ত, তাহাই তত্তদ্ দোষের উপশম জন্য প্রয়োগ করিবে।

পানাশনবিধিস্তু দুষ্টক্ষীরায়া যবগোধূমশালিষষ্টিকমুদ্গহরেণুককুলত্থ-সুরাসৌবীরকমৈরেয়মেদকলশুনকরঞ্জপ্রায়ঃ স্যাৎ। ক্ষীরদোষবিশেষাং শ্চাবেক্ষ্যাবেক্ষ্য তত্তদ্বিধানং কার্য্যং স্যাৎ। পাঠামহৌষধসুরদারুমুস্তমূর্ব্বা-গুড়ূচীবৎসকফলকিরাততিক্তককটুকরোহিণীশারিবাকষায়াণাঞ্চ পানং প্রশস্যতে। তথান্যেষাং তিক্তকষায়কটুকমধুরাণাং দ্রব্যাণাং প্রয়োগঃ। ইতি ক্ষীরবিশোধনান্যুক্তানি ভবন্তি ক্ষীরবিকারবিশেষানভিসমীক্ষ্য মাত্রাং কালঞ্চেতি ক্ষীরবিধানানি।

যে ধাত্রীর স্তন্য দূষিত হয়, তাহার সম্বন্ধে যব, গোম, শালিধান্য, ষষ্টিকধান্য, মুগ, হরেণু (বনমুগ), কুলত্থ, সুরা, সৌবীর মদ্য, মৈরেয় মদ্য, মোদক মদ্য, লশুন ও করঞ্জবহুল দ্রব্য পানভোজনার্থ ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। আকনাদি, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরাতা, কট্‌কী ও অনন্তমূলের কষায়পান প্রশস্ত। তিক্ত, কষায়, কটু ও মধুররসবিশিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যও প্রয়োগ করা আবশ্যক। স্তন্যবিকৃতি বিশেষ লক্ষ করিয়া এবং মাত্রা ও কাল বিবেচনা করিয়া, এইসমস্ত স্তন্যশোধনকারক দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হয়। স্তন্যবিধান কথিত হইল।

ক্ষীরজননাতি তু মদ্যানি সীধুবর্জ্জ্যানি গ্রাম্যানূপৌদকানি চ শাকধান্য-মাংসানি দ্রবমধুরান্নভূয়িষ্ঠাশ্চাহারাঃ ক্ষীরিণ্যশ্চৌষধয়ঃ ক্ষীরপানঞ্চানায়াসশ্চ বীরণষষ্টিশালিকেক্ষুবালিকাদর্ভকুশকাশগুন্দ্রেৎকট-মূলকষায়াণাঞ্চ পানমিতি ক্ষীরজননান্যুক্তানি।

স্তন্যজনক দ্রব্য যথা,—সীধু ব্যতীত অপর মদ্য, গ্রাম্য আনূপ ও জলজ শাক ধান্য এবং মাংস, দ্রব এবং মধুর ও অম্লরসবহুল আহার, ক্ষীরবিশিষ্ট ওষধিসকল, দুগ্ধপান, শ্রমশূন্যতা, এবং বেণা, ষষ্টিকধান্য, শালিধান্য, ইক্ষুবালিকা, দর্ভ, কুশ, কাশ, গুন্দ্রা ও ইৎকট (ইকড়) এইসকল দ্রব্যের মূলের কষায়পান। ক্ষীরজনক পদার্থসমূহ কথিত হইল।

ধাত্রী তু যদা স্বাদুবহুলশুদ্ধদুগ্ধা স্যাৎ তদা স্নাতানুলিপ্তা শুক্লবর্ণং পরিধায়েন্দ্রীং ব্রাহ্মীং শতবীর্য্যাং মোঘামব্যথাং শিবামরিষ্টাং বাট্যপুষ্পীং বিষ্বক্‌সেনকান্তামিতি বিভ্রত্যোষধীঃ কুমারং প্রাঙ্মুখং প্রথমং দক্ষিণং স্তনং পায়য়েদিতি ধাত্রীকর্ম্ম।

এইসমস্ত নিয়মে ধাত্রীর দুগ্ধ স্বাদু, বহুল ও নির্দ্দোষ হইলে, স্নান ও চন্দনাদি অনুলেপন করিয়া, শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক, রাখালশশা, বামুনহাটী, শ্বেতদূর্ব্বা, নীলদূর্ব্বা, পারুল, লক্ষণামূল, হরীতকী, নিম, বেড়েলা ও প্রিয়ঙ্গু এইসকল ওষধি ধারণ করিবে; তৎপরে কুমারকে পূর্ব্বমুখে রাখিয়া প্রথমে দক্ষিণ স্তন পান করাইবে। ধাত্রীকর্ম্ম উপদিষ্ট হইল।

অতোঽনন্তরং কুমারাগারবিধিমনুব্যাখ্যাস্যামঃ। বাস্তুবিদ্যাকুশলঃ প্রশস্তং রম্যমতমস্কং নিবাতং প্রবাতৈকদেশং দৃঢ়মপগতশ্বাপদশুদংষ্ট্র-মূষিকাপতঙ্গং সুবিভক্তসলিলোদূখলমূত্রবর্চ্চঃস্থানস্নানভূমিমহানসমৃতুসুখং যথর্ত্তুশয়নাসনাস্তরণসম্পন্নং কুর্য্যাৎ। তথা সুবিহিতরক্ষাবিধানবলিমঙ্গল-হোমপ্রায়শ্চিত্তং শুচিবৃদ্ধবৈদ্যানুরক্তজনসম্পূর্ণমিতি কুমারাগারবিধিঃ।

অতঃপর কুমারের বাসগৃহের বিধি ব্যাখ্যা করিব। কোনও বাস্তুবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি, প্রশস্ত, রমণীয়, অন্ধকারহীন, নিবাত কিন্তু একদেশে বায়ুপ্রবাহ বিশিষ্ট ও দৃঢ় গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন। গৃহের মধ্যে যেন শ্বাপদপশু, দংষ্ট্রী প্রাণী, মূষিক ও পতঙ্গ প্রবেশ করিতে না পারে। গৃহের যথাস্থানে জল, উদূখল, মূত্র ও মলত্যাগের স্থান, স্নানভূমি ও মহানস (উনুন), এই সকলের সুব্যবস্থা করিয়া রাখিবে। গৃহটি ঋতুসুখকর হওয়া আবশ্যক। ঋতুর অনুরূপ শয্যা, আসন ও আস্তরণ গৃহমধ্যে রাখিয়া দিবে। কুমারকে সুরক্ষিত রাখিবার জন্য যথাযথ রক্ষাবিধান, বলি, মঙ্গলাচার, হোম ও প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং গৃহমধ্যে শুদ্ধাচারী বৃদ্ধ বৈদ্য ও অনুরক্ত জনগণ সর্ব্বদা বাস করিবেন। কুমারের বাসগৃহবিধি বর্ণিত হইল।

শয়নাস্তরণপ্রাবরণানি কুমারস্য মৃদুলঘুশুচিসুগন্ধীনি স্যুঃ। স্বেদমলজন্তুমন্তি মূত্রপুরীষোপসৃষ্টানি চ বর্জ্জ্যানি স্যুঃ। অসতি সম্ভবেঽন্যেষাং তান্যেব চ সুপ্রক্ষালিতোপধানানি সুধূপিতানি শুদ্ধানি শুষ্কাণ্যুপযোগং গচ্ছেয়ুঃ। ধূপনানি পুনর্বাসসাং শয়নাস্তরণপ্রাবরণানাঞ্চ যবসর্ষপাতসীহিঙ্গুগুগ্গুলুবচাচোরকবয়ঃস্থাগোলোমীজটিলপলঙ্কষাশোকরোহিণীসর্পনির্ম্মোকাণি ঘৃতযুক্তানি স্যুঃ। মণয়শ্চ ধারণীয়াঃ কুমারস্য খড়্গরুরুগবয়বৃষভাণাং জীবতামেব দক্ষিণেভ্যোঽগ্রাণি গৃহীতানি স্যুঃ। মন্ত্রাদ্যাশ্চৌষধয়ো জীবকর্ষভকৌ চ যানি চান্যান্যপি ব্রাহ্মণাঃ প্রশংসেয়ুরথর্ব্ববেদবিদঃ।

কুমারের শয্যা আস্তরণ ও আবরণবস্ত্র কোমল, লঘু, শুচি ও সুগন্ধি হওয়া আবশ্যক। ঐসকল পদার্থ স্বেদ মল কীট অথবা মূত্র ও পুরীষ দ্বারা উপসৃষ্ট হইলে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। নূতন শয্যাদির অভাব ঘটিলে, সেইসকল শয্যাদিই সুন্দররূপে প্রক্ষালিত ধূপিত শুদ্ধ ও শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিবে। বস্ত্র, শয্যা, আস্তরণ ও আবরণাদি ধূপিত করিবার জন্য,যব, সর্ষপ, মসিনা, হিঙ্গু, গুগ্গুলু, বচ, চোরপুষ্পী, হরীতকী, গোলোমী, জটামাংসী, পলঙ্কষা (গুগ্গুলু বিশেষ), অশোক, কটকী ও সাপের খোলস, এইসকল পদার্থ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। কুমারকে মণিসকল এবং জীবিত গণ্ডার, রুরুমৃগ, গবয় ও বৃষের দক্ষিণ শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গের অগ্রভাগ সংগ্রহ করিয়া তাহাও ধারণ করাইবে। মন্ত্রাদি (কবচাদি), ওষধিসমূহ (ধাত্রীর ধারণার্থ যেসকল ওষধি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), জীবক, ঋষভক, এবং অথর্ব্ববেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য যেসকল পদার্থ ধারণের উপদেশ করেন, তৎসমুদায়ও ধারণ করাইবে।

ক্রীড়নকানি খল্বস্য তু বিচিত্রাণি ঘোষবন্ত্যভিরামাণি চাগুরূণ্যতীক্ষ্ণাগ্রাণি চানাস্যপ্রবেশীনি চাপ্রাণহরাণি চাবিত্রাসনানি চ স্যুঃ। ন হ্যস্য বিত্রাসনং সাধু তস্মাৎ তস্মিন্ রুদত্যভুঞ্জানে বান্যত্র বিধেয়তামগচ্ছতি রাক্ষসপিশাচপূতনাদ্যানাং নামান্যাহ্বয়তা কুমারস্য বিত্রাসনার্থং নামগ্রহণং ন কার্য্যং স্যাৎ।

কুমারের ক্রীড়নার্থ চিত্রিত, শব্দবিশিষ্ট, মনোরম, লঘু, অতীক্ষ্ণাগ্র, মুখে প্রবিষ্ট হইবার অনুপযুক্ত, এবং প্রাণনাশ ও ভয়োৎপাদনের অনুপযোগী ক্রীড়নকের ব্যবস্থা করিবে। বালককে ভয় দেখান উচিত নহে। অতএব বালক রোদন করিলে, ভোজন না করিলে, অথবা অন্য কোন বিষয়ে অবাধ্য হইলেও, তাহাকে রাক্ষস, পিশাচ, পূতনা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া ভয় দেখাইবে না।

যদি ত্বাতুর্য্যং কিঞ্চিৎ কুমারমাগচ্ছেৎ তৎ প্রকৃতিনিমিত্তপূর্ব্বরূপলিঙ্গোপশয়বিশেষৈস্তত্ত্বতোঽনুবুধ্য সর্ব্ববিশেষানাতুরৌষধদেশকালাশ্রয়ানবেক্ষমাণশ্চিকিৎসিতুমারভেতৈনং মধুরমৃদুলঘুসুরভিশীতসঙ্করং কর্ম্ম প্রবর্ত্তয়ন্নেবং সাত্ম্যা হি কুমারা ভবন্তি তথা তে শর্ম্ম লভন্তে অচিরায়, রোগে ত্বরোগবৃত্তমাতিষ্ঠেদ্ দেশকালাত্মগুণাবপর্য্যয়েণ বর্ত্তমানঃ। ক্রমেণা-

সাত্ম্যানি পরিবর্ত্ত্যোপযুঞ্জানঃ সর্ব্বাণ্যহিতানি বর্জ্জয়ংস্তথা বলবর্ণশরীরায়ুষাং সম্পদমবাপ্নোতীতি। এবমেনং কুমারমাযৌবনপ্রাপ্তের্ধর্ম্মার্থকৌশলাগমনাদনুপালয়েদিতি পুত্রাশিষাং সমৃদ্ধিকরং কর্ম্ম ব্যাখ্যাতম্, তদাচরন্ যথোক্তৈর্বিধিভিঃ পূজাং যথেষ্টং লভতেঽনসূয়ক ইতি।

বালকের কোন পীড়া উপস্থিত হইলে, সেই রোগের প্রকৃতি, নিদান, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ ও উপশয় বিশেষদ্বারা রোগের পরীক্ষাপূর্ব্বক, রোগী ঔষধ দেশ ও কাল বিশেষ বিবেচনা করিয়া, মধুর, মৃদু, লঘুপাক, সুরাদ্য ও শীতবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। কারণ, মধুরাদি পদার্থই বালকের সাত্ম্য, সুতরাং ঐসকল পদার্থদ্বারাই তাহারা আরোগ্যলাভ করে। বালকের পীড়াকালে দেশ কাল ও আত্মগুণের বিপরীত তত্তদ্‌রোগনাশক আহার ও আচারাদি অবলম্বন করিবে। অসাত্ম্য আহার অভ্যস্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে সেই অসাত্ম্য আহারের পরিবর্ত্তন এবং অহিতকর সমুদায় আহার-বিহারাদির পরিবর্জ্জন করিলে, বল বর্ণ শরীর ও আয়ুর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্মার্থ-কৌশলের আগমনার্থ এইরূপে যৌবনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত কুমারকে প্রতিপালন করিবে। পুত্রের মঙ্গল কামনায় যেসকল শুভজনক কর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইল, অসূয়াশূন্য হইয়া যথোক্তবিধানে তৎসমুদায়ের আচরণ করিলে, যথেষ্ট সম্মান লাভ করা যায়।

তত্র শ্লোকৌ

পুত্রাশিষাং কর্ম্ম সমৃদ্ধিকারকং যদর্থমেতন্মহদর্থসংহিতম্।
তদাচরন্ জ্ঞো বিধিভির্যথাতথং পূজাং যথেষ্টং লভতেঽনসূয়কঃ॥
শরীরং চিন্ত্যতে সর্ব্বং দৈবমানুষসম্পদা।
সর্ব্বভাবৈর্যতস্তস্মাচ্ছারীরং স্থানমুচ্যতে॥

পুত্রের মঙ্গলার্থ যেসকল মহৎপ্রয়োজন সাধক এবং শুভফলপ্রদ কর্ম্ম কথিত হইল, বিজ্ঞ চিকিৎসক অসূয়াশূন্য হইয়া তৎসমুদায়ের যথাবিধি আচরণ করিলে, যথাভিলষিত সম্মান লাভ করিতে পারেন।

এইস্থানে দৈব ও মানুষ সম্পদ্ অনুসারে এবং সর্ব্বভাব দ্বারা শরীরের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এইজন্য ইহা শারীরস্থান নামে অভিহিত।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে শারীরস্থানে
জাতিসূত্রীয়ং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের শারীরস্থানে
জাতিসূত্রীয় নামক অষ্টম অধ্যায়।

ইতি শারীরস্থানং সম্পূর্ণম্।